Visit http://www.asram.org

বংশাবলি
দ্বিতীয় পুস্তক

১ দাউদের সন্তান সলোমন রাজ্যে নিজেকে দৃঢ় করলেন। তাঁর পরমেশ্বর প্রভু তাঁর সঙ্গে ছিলেন ও তাঁকে অধিক
মহীয়ান করে তুললেন।

সলোমনের প্রজ্ঞা

২ সলোমন গোটা ইস্রায়েলের, অর্থাৎ সহস্রপতিদের, শতপতিদের, বিচারকবর্গের ও গোটা ইস্রায়েলের যাবতীয়
জননেতাদের ও কুলপতিদের কাছে কথা বললেন। ৩ পরে সলোমন ও তাঁর সঙ্গে গোটা জনসমাবেশ গিবেয়োনে
অবস্থিত উচ্চস্থানে গেলেন, কেননা প্রভুর দাস মোশী মরুপ্রান্তরে পরমেশ্বরের যে সাক্ষাৎ-তাঁবু গড়ে তুলেছিলেন, তা
সেইখানে ছিল; ৪ কিন্তু পরমেশ্বরের মঞ্জুষা দাউদ কিরিয়াৎ-যেয়ারিম থেকে সেই স্থানেই আনিয়েছিলেন যা তিনি তার
জন্য প্রস্তুত করেছিলেন, যেহেতু তিনি তার জন্য যেরুসালেমে একটা তাঁবু খাটিয়ে রেখেছিলেন। ৫ হুরের পৌত্র উরির
সন্তান বেজালেল যে ব্রঞ্জের বেদি তৈরি করেছিলেন, তা সেইখানে অর্থাৎ প্রভুর আবাসের সামনেই ছিল; আর
সলোমন ও জনসমাবেশ প্রভুর অন্বেষণ করতে সেখানে গেলেন। ৬ সলোমন সাক্ষাৎ-তাঁবুতে প্রভুর সামনে বসানো
ব্রঞ্জের বেদির কাছে গিয়ে উঠে এক হাজার আহুতিবলি নিবেদন করলেন।
৭ সেই রাতে পরমেশ্বর সলোমনকে দেখা দিয়ে বললেন, 'যাচ্না কর, আমি তোমাকে কী দেব?' ৮ সলোমন
পরমেশ্বরকে বললেন, 'তুমি আমার পিতা দাউদের প্রতি মহাকৃপা দেখিয়েছ, ও তাঁর পদে আমাকে রাজা করেছ।
৯ এখন, হে প্রভু পরমেশ্বর, তুমি আমার পিতা দাউদের কাছে যে কথা বলেছ, তা সিদ্ধিলাভ করুক, কেননা তুমিই
পৃথিবীর ধূলিকণার মত বহুসংখ্যক এক জাতির উপরে আমাকে রাজা করেছ। ১০ তাই আমাকে প্রজ্ঞা ও জ্ঞান দান
কর, যেন আমি এই জাতিকে চালনা করতে পারি; কারণ তোমার এই এত বহুসংখ্যক জাতিকে শাসন করতে পারে
এমন সাধ্য কার্ই বা আছে?' ১১ তখন পরমেশ্বর সলোমনকে বললেন, 'যখন তোমার হৃদয়ে এমন কিছুরই উদয়
হয়েছে, যখন নিজের জন্য ঐশ্বর্য বা ধনসম্পদ বা গৌরব বা শত্রুদের প্রাণ যাচ্না করনি, দীর্ঘায়ুও যাচ্না করনি, বরং,
আমি আমার যে জনগণের উপরে তোমাকে রাজা করেছি, তুমি তাদের শাসন করার উদ্দেশ্যে নিজের জন্য প্রজ্ঞা ও
জ্ঞান যাচ্না করেছ, ১২ তখন প্রজ্ঞা ও জ্ঞান তোমাকে মঞ্জুর করা হল। আর শুধু তা নয়, আমি তোমাকে এমন ঐশ্বর্য,
ধনসম্পদ ও গৌরব মঞ্জুর করছি, যার সমান তোমার আগে কোন রাজার হয়নি ও যার সমান তোমার পরেও কোন
রাজার হবে না।' ১৩ সলোমন গিবেয়োন-উচ্চস্থান থেকে, সাক্ষাৎ-তাঁবু থেকে, যেরুসালেমে ফিরে গেলেন ও
ইস্রায়েলের উপরে রাজত্ব করলেন।
১৪ সলোমন বহু রথ ও ঘোড়া সংগ্রহ করলেন; তাঁর এক হাজার চারশ'টা রথ ও বারো হাজার ঘোড়া ছিল, আর
সেই সমস্ত কিছু তিনি রথ-নগরগুলোতে ও যেরুসালেমে রাজার কাছে রাখতেন। ১৫ রাজা এমনটি করলেন যে,
যেরুসালেমে রুপো ও সোনা পাথরের মত, ও এরসকাঠ সেফেলার ডুমুরগাছের মতই প্রচুর হল। ১৬ সলোমনের
ঘোড়াগুলো মুজ্‌রি ও কুয়ে থেকে আনা হত; রাজার বণিকেরা কুয়েতে সেগুলোকে কিনত। ১৭ মুজ্‌রি থেকে আনা এক
একটা রথের মূল্য ছ'শো শেকেল রুপো ছিল, ও এক একটা ঘোড়ার মূল্য ছিল একশ' পঞ্চাশ শেকেল। এইভাবে
তারা হিত্তীয় সকল রাজার কাছে ও আরামীয় রাজাদেরও কাছে সরবরাহ করার জন্য ঘোড়াগুলো আমদানি করত।

প্রভুর গৃহ-নির্মাণ

১৮ পরে সলোমন মনস্থ করলেন, তিনি প্রভুর নামের উদ্দেশে এক গৃহ ও নিজের জন্য এক রাজপ্রাসাদ গেঁথে
তুলবেন।
২ সলোমন সত্তর হাজার ভারবাহক, পাহাড়ে আশি হাজার পাথরকাটিয়ে ও তিন হাজার ছ'শো সরদার নিযুক্ত
করলেন। ২ সলোমন তুরসের রাজা হূরামকে একথা বলে পাঠালেন, 'আপনি আমার পিতা দাউদের জন্য যেমন
করেছিলেন ও তাঁর গৃহ নির্মাণের জন্য তাঁর কাছে যেমন এরসকাঠ পাঠিয়েছিলেন, আমার জন্যও সেইমত করুন।
৩ দেখুন, আমি আমার পরমেশ্বর প্রভুর নামের উদ্দেশে এক গৃহ গেঁথে তুলতে যাচ্ছি; তা আমি তাঁর উদ্দেশে
পবিত্রীকৃত করব, যেন তাঁর সামনে গন্ধদ্রব্য জ্বালাতে, নিত্য-ভোগ-রুটি নিবেদন করতে ও প্রতি সকালে ও সন্ধ্যায়,
সাব্বাৎ দিনে, অমাবস্যায় ও আমাদের পরমেশ্বর প্রভুর সকল পর্বে আহুতিবলি নিবেদন করতে পারি। ইস্রায়েলের
পক্ষে এ নিত্যপালনীয় বিধি। ৪ আমি যে গৃহ গেঁথে তুলতে যাচ্ছি, তা মহৎ হবে, কেননা আমাদের পরমেশ্বর সকল
দেবতার চেয়ে মহান। ৫ কিন্তু তবুও স্বর্গ ও স্বর্গের স্বর্গও যখন তাঁকে ধারণ করতে অক্ষম, তখন তাঁর জন্য গৃহ গেঁথে
তুলতে কে সক্ষম হবে? আর আমি কে যে কেবল তাঁর সামনে ধূপ জ্বালাবার জন্যও তাঁর উদ্দেশে গৃহ গেঁথে তুলব?
৬ সুতরাং, আপনি সোনা, রুপো, ব্রঞ্জ, লোহা এবং বেগুনি, সিঁদুরে-লাল ও নীল সুতোর কাজ সাধনে ও সবধরনের
খোদাই কাজে নিপুণ একজন লোককে পাঠান; আমার পিতা দাউদ দ্বারা নিযুক্ত যে সুদক্ষ লোকেরা যুদায় ও
যেরুসালেমে আমার আছে, আপনার লোক তাদেরই সঙ্গে কাজ করবে। ৭ আর লেবানন থেকে এরসকাঠ,

দেবদারুকাঠ ও আল্গুমকাঠ আমার এখানে পাঠান, কেননা আমি জানি, আপনার লোকেরা লেবাননের কাঠ কাটতে
দক্ষ। আমার লোকেরা আপনার লোকদের সঙ্গে যোগ দেবে, ৮ আর তারা আমার জন্য প্রচুর পরিমাণ কাঠ প্রস্তুত
করবে, যেহেতু আমি যে গৃহ গেঁথে তুলতে যাচ্ছি, তা মহৎ ও চমৎকার হবে। ৯ দেখুন, আপনার দাসদের মধ্যে যারা
গাছ নামাবে ও কাটবে, তাদের আমি কুড়ি হাজার কোর্ মাড়া গম, কুড়ি হাজার কোর্ যব, কুড়ি হাজার বাৎ আঙুররস
ও কুড়ি হাজার বাৎ তেল দেব।'
১০ তুরসের রাজা হিরাম সলোমনের কাছে এই উত্তর লিখে পাঠালেন, 'তাঁর আপন জনগণের প্রতি তাঁর
ভালবাসার খাতিরেই প্রভু তাদের উপরে আপনাকে রাজা করেছেন!' ১১ হিরাম আরও বললেন, 'ধন্য প্রভু,
ইস্রায়েলের পরমেশ্বর, যিনি স্বর্গমর্তের নির্মাণকর্তা, যিনি দাউদ রাজাকে সুবুদ্ধিমান ও সদ্বিবেচক এক প্রজ্ঞাপূর্ণ সন্তান
দিয়েছেন যিনি প্রভুর জন্য এক গৃহ ও নিজের জন্য এক রাজপ্রাসাদ গেঁথে তুলবেন। ১২ এখন আমি হূরাম-আবি নামে
সুবিজ্ঞ একজন প্রজ্ঞাপূর্ণ লোক পাঠালাম; ১৩ সে দান-বংশীয়া একটি স্ত্রীলোকের সন্তান, তার পিতা তুরসের লোক;
সে সোনা, রুপো, ব্রঞ্জ, লোহা, পাথর ও কাঠ, এবং বেগুনি, নীল, শুভ্র ক্ষোম-সুতোর ও সিঁদুরে-লাল সুতোর কাজ
সাধনে দক্ষ; সে সবধরনের খোদাই কাজ ও নানা কাল্পনিক কাজও প্রস্তুত করতে দক্ষ। তাকে আপনার নিজের
শিল্পকারদের সঙ্গে এবং আপনার পিতা আমার প্রভু দাউদের শিল্পকারদের সঙ্গে কাজ করতে দেওয়া হোক। ১৪ তাই
আমার প্রভু যে গম, যব, তেল ও আঙুররসের কথা বলেছেন, তা আপনার দাসদের কাছে পাঠিয়ে দিন, ১৫ আর
আমাদের দিক থেকে, আপনার যত কাঠের প্রয়োজন হবে, আমরা লেবাননে তত কাঠ কাটব, এবং ভেলা করে
সমুদ্রপথে যাফাতে আপনার জন্য পৌঁছিয়ে দেব; তখন আপনি তা যেরুসালেমে তুলে নিয়ে যাবেন।'
১৬ সলোমন তাঁর পিতা দাউদের লোকগণনার পরে ইস্রায়েল দেশের সকল প্রবাসী লোক গণনা করালেন; তাতে
এক লক্ষ তিপ্পান্ন হাজার ছ'শো লোক পাওয়া গেল। ১৭ তাদের মধ্যে তিনি সত্তর হাজার ভারবাহক, পর্বতে আশি
হাজার পাথরকাটিয়ে কাজে লাগালেন, ও তত লোক কাজ করাবার জন্য তিন হাজার ছ'শো সরদার নিযুক্ত করলেন।
৩ সলোমন যেরুসালেমে মোরিয়া পর্বতে প্রভুর গৃহ গেঁথে তুলতে আরম্ভ করলেন; সেই পর্বতে প্রভু তাঁর পিতা
দাউদকে দেখা দিয়েছিলেন; অর্থাৎ যেবুসীয় অর্নানের খামারে দাউদ নিজেই যে স্থান প্রস্তুত করেছিলেন, সেই স্থানেই।
২ তিনি তাঁর রাজত্বকালের চতুর্থ বছরের দ্বিতীয় মাসে নির্মাণকাজ আরম্ভ করলেন।
৩ পরমেশ্বরের গৃহ নির্মাণ করার জন্য সলোমন যে ভিত্তি স্থাপন করলেন, তার পরিমাপ এই: প্রাচীনকালে প্রচলিত
হাত অনুসারে দৈর্ঘ্য ষাট হাত ও প্রস্থ কুড়ি হাত। ৪ গৃহের সামনে যে বারান্দা ছিল, তা গৃহের প্রস্থ অনুসারে কুড়ি হাত
লম্বা, ও একশ' হাত উচ্চ; তিনি ভিতরে তা খাঁটি সোনায় মুড়ে দিলেন। ৫ বৃহৎ কক্ষের গা উত্তম সোনায় মণ্ডিত
দেবদারুকাঠে মুড়ে দিলেন ও তার উপরে খেজুরগাছ-মূর্তি ও নানা শৃঙ্খল খোদাই করালেন। ৬ সৌন্দর্যের জন্য তিনি
কক্ষটা বহুমূল্য পাথরে অলঙ্কৃত করালেন; সোনা ছিল পার্বাইম দেশের সোনা। ৭ তিনি কক্ষ, কক্ষের কড়িকাঠ,
চৌকাট, দেওয়াল ও দরজাগুলো সোনায় মুড়ে দিলেন, ও দেওয়ালের উপরে নানা খেরুবমূর্তি খোদাই করালেন।
৮ তিনি পরম পবিত্র কক্ষ নির্মাণ করলেন, তার দৈর্ঘ্য গৃহের প্রস্থের মত কুড়ি হাত ও প্রস্থ কুড়ি হাত; আর তিনি ছ'শো
বাট উত্তম সোনা দিয়ে তা মুড়ে দিলেন। ৯ পেরেকের ওজন ছিল পঞ্চাশ শেকেল সোনা; তিনি উপরের কামরাগুলোও
সোনায় মুড়ে দিলেন।
১০ পরম পবিত্র কক্ষের মধ্যে তিনি দু'টো খেরুবমূর্তি দাঁড় করালেন—খোদাই করা মূর্তি—আর সেগুলো সোনায়
মুড়ে দেওয়া হল। ১১ এই খেরুব দু'টোর পাখা ছিল কুড়ি হাত লম্বা, একটার পাঁচ হাত লম্বা এক পাখা গৃহের দেওয়াল
স্পর্শ করল, এবং পাঁচ হাত লম্বা অন্য পাখাটা দ্বিতীয় খেরুবের পাখা স্পর্শ করল। ১২ সেই খেরুবমূর্তির পাঁচ হাত লম্বা
প্রথম পাখা গৃহের দেওয়াল স্পর্শ করল, এবং পাঁচ হাত লম্বা দ্বিতীয় পাখা ওই খেরুবমূর্তির পাখা স্পর্শ করল। ১৩ দুই
খেরুবের বিস্তৃত চার পাখা কুড়ি হাত চওড়া; খেরুব দু'টো পায়ে দাঁড়ানো ছিল, কক্ষমুখী হয়ে। ১৪ তিনি নীল, বেগুনি
ও সিঁদুরে-লাল সুতো এবং শুভ্র ক্ষোম-সুতোর তৈরী পরদা প্রস্তুত করালেন ও তার উপরে নানা খেরুবের প্রতিকৃতি
এঁকে দিলেন।
১৫ কক্ষের সামনে তিনি পঁয়ত্রিশ হাত উচ্চ দুই স্তম্ভ বসালেন, এক একটা স্তম্ভের উপরে যে মাথলা, তা পাঁচ হাত
উচ্চ। ১৬ অন্তর্গৃহে তিনি মালা তৈরি করে সেই স্তম্ভের মাথায় দিলেন, এবং এক একশ' ডালিম তৈরি করে সেই
মালাগুলোর মধ্যস্থানে রাখলেন। ১৭ সেই দু'টো স্তম্ভ তিনি মন্দিরের সামনে বসালেন, একটা ডানে ও অন্যটা বামে
রাখলেন; যেটা ডানে, সেটার নাম যাখিন, ও যেটা বামে, সেটার নাম বোয়াজ রাখলেন।
৪ তিনি ব্রঞ্জের একটা যজ্ঞবেদি নির্মাণ করালেন: তা কুড়ি হাত লম্বা, কুড়ি হাত চওড়া ও দশ হাত উচ্চ।
২ তিনি ছাঁচে ঢালাই করা এক গোলাকার সমুদ্রপাত্র তৈরি করালেন, তা এক কাণা থেকে অন্য কাণা পর্যন্ত দশ
হাত, তার উচ্চতা পাঁচ হাত, ও তার পরিধি ত্রিশ হাত ছিল। ৩ চারদিকে কাণার নিচে সমুদ্রপাত্র ঘিরে নানা বলদের
মত দেখতে পশু-মূর্তি ছিল: প্রতিটি হাতের মধ্যে দশ দশ বলদ ছিল; পাত্র ঢালবার সময়ে সেই বলদগুলো দুই শ্রেণী
ছাঁচে ঢালাই করা হয়েছিল। ৪ পাত্রটা বারোটা বলদ-মূর্তির উপরে বসানো ছিল; তিনটে উত্তরমুখী, তিনটে
পশ্চিমমুখী, তিনটে দক্ষিণমুখী, ও তিনটে পুবমুখী ছিল; এবং সমুদ্রপাত্র তাদের উপরে রইল; সবগুলোর পশ্চাদ্ভাগ
ভিতরে থাকল। ৫ পাত্রটা চার আঙুল পুরু, ও তার কাণা পানপাত্রের কাণার মত, লিলি ফুলাকার ছিল; তাতে দুই
হাজার বাৎ ধরত।

৬ তিনি দশটা প্রক্ষালনপাত্রও তৈরি করালেন, এবং প্রক্ষালনের উদ্দেশ্যে পাঁচটা ডানে ও পাঁচটা বামে বসালেন;
আহুতিরূপে যা যা উৎসর্গীকৃত হওয়ার কথা, তা তারই মধ্যে ধুয়ে ফেলা হত, কিন্তু সমুদ্রপাত্র যাজকদেরই প্রক্ষালনের
জন্য ছিল। ৭ তিনি বিধিমতে সোনার দশটা দীপাধার তৈরি করে বড়কক্ষে বসালেন, পাঁচটা ডানে ও পাঁচটা বামে
রাখলেন। ৮ তিনি দশটা মেজও তৈরি করালেন, পাঁচটা ডানে ও পাঁচটা বামে বড়কক্ষে রাখলেন। তিনি একশ'টা
সোনার পাত্রও তৈরি করালেন। ৯ আবার তিনি যাজকদের প্রাঙ্গণ, বড় প্রাঙ্গণ ও প্রাঙ্গণের দরজাগুলো নির্মাণ করালেন,
ও তার পাল্লাগুলো ব্রঞ্জে মুড়ে দিলেন। ১০ আর সমুদ্রপাত্র ডান পাশে পুব-দক্ষিণদিকের সামনে বসালেন।
১১ হূরাম নানা প্রক্ষালনপাত্র, হাঁড়ি ও বাটি তৈরি করল।
এইভাবে হূরাম সলোমন রাজার জন্য পরমেশ্বরের গৃহের যে সকল কাজে নিযুক্ত হয়েছিল, সেই সবকিছু শেষ
করল, ১২ তথা: স্তম্ভ দু'টো, ও সেই স্তম্ভের উপরে গোলক ও মাথলা, ও সেই স্তম্ভের উপরে মাথলার যে দু'টো গোলক,
সেগুলো ঢাকবার জন্য দু'টো জালিকাজ; ১৩ দু'টো জালিকাজের জন্য চারশ'টা ডালিম, অর্থাৎ স্তম্ভের উপরে মাথলার
যে দু'টো গোলক, তা ঢাকবার জন্য এক এক জালিকাজের জন্য দু'শ্রেণী ডালিম; ১৪ সে পীঠগুলো তৈরী করল ও সেই
পীঠের উপরে প্রক্ষালনপাত্রগুলো তৈরি করল; ১৫ একটা সমুদ্রপাত্র ও তার নিচে বারোটা বলদ; ১৬ নানা কড়াই, হাতা
ও ত্রিশূল এবং অন্য যত পাত্র হূরাম-আবি সলোমন রাজার জন্য প্রভুর গৃহের উদ্দেশ্যে উজ্জ্বল ব্রঞ্জে তৈরি করল।
১৭ রাজা যর্দনের অঞ্চলে সুক্কোৎ ও সেরেদার মধ্যস্থিত ঢালাই-কারখানায় তা ঢালাই করালেন।
১৮ সলোমন ওই যে সকল পাত্র তৈরি করালেন, তা সংখ্যায় এতই প্রচুর, যা ব্রঞ্জের পরিমাণ নির্ণয় করা যাচ্ছিল
না।
১৯ সলোমন পরমেশ্বরের গৃহ-সংক্রান্ত সমস্ত পাত্র তৈরি করালেন, তথা: সোনার বেদি ও ভোগ-রুটি রাখবার
মেজ; ২০ অন্তর্গৃহের সামনে বিধিমতে জ্বালাবার জন্য ডানে খাঁটি সোনার দীপাধারগুলো; ২১ সোনার, বিশুদ্ধই সোনার
ফুল, প্রদীপ ও চিমটে; ২২ খাঁটি সোনার ছুরি, বাটি, কলস ও অঙ্গারধানী। উপরন্তু, গৃহের দরজা, পরম পবিত্রস্থানের
ভিতরের পাল্লা ও গৃহের অর্থাৎ বড়কক্ষের পাল্লাগুলো তিনি সোনায় তৈরি করালেন।
৫ এইভাবে প্রভুর গৃহের জন্য সলোমনের সাধিত সমস্ত কাজ সম্পন্ন হল। তখন সলোমন তাঁর পিতা দাউদ দ্বারা
পবিত্রীকৃত বস্তুগুলো আনালেন, এবং রুপো, সোনা ও পাত্রগুলো পরমেশ্বরের গৃহের ধনভাণ্ডারে রাখলেন।

প্রভুর গৃহ-প্রতিষ্ঠা

২ তখন সলোমন দাউদ-নগরী থেকে, অর্থাৎ সিয়োন থেকে প্রভুর সন্ধি-মঞ্জুষা তুলে নেওয়ার জন্য ইস্রায়েলের
প্রবীণদের ও সকল গোষ্ঠীপতিকে, অর্থাৎ ইস্রায়েল সন্তানদের পিতৃকুলগুলোর প্রধান প্রধান সকলকে যেরুসালেমে
একত্রে সমবেত করলেন। ৩ তাই সপ্তম মাসে, পর্বোৎসবের সময়ে ইস্রায়েলের সমস্ত লোক রাজার কাছে একত্রে
সমবেত হল। ৪ ইস্রায়েলের সমস্ত প্রবীণেরা একবার এসে উপস্থিত হলে লেবীয়েরা মঞ্জুষা তুলে নিল; ৫ তারা মঞ্জুষা,
সাক্ষাৎ-তাঁবু ও তাঁবুর মধ্যে যত পবিত্র জিনিসপত্র, তা সবই তুলে নিয়ে গেল। লেবীয় যাজকেরাই এই সমস্ত তুলে
নিয়ে গেল। ৬ সলোমন রাজা ও তাঁর কাছে সমাগত সমস্ত ইস্রায়েল জনমণ্ডলী মঞ্জুষার সামনে দাঁড়িয়ে এতগুলো মেষ
ও বলদ বলিরূপে উৎসর্গ করলেন যা গণনার অতীত, হিসাবের অতীত! ৭ যাজকেরা প্রভুর সন্ধি-মঞ্জুষা তার নির্দিষ্ট
স্থানে, অর্থাৎ গৃহের অন্তর্গৃহে, সেই পরম পবিত্রস্থানেই নিয়ে গিয়ে দুই খেরুবের পাখার নিচে বসিয়ে দিল।
৮ প্রকৃতপক্ষে সেই খেরুবমূর্তি দু'টো মঞ্জুষার জায়গার উপরে পাখা মেলে ছিল: তাই উপর থেকে সেই মূর্তি দু'টোর
পাখা মঞ্জুষা ও তার দুই বহনদণ্ড ঢেকে রাখল। ৯ বহনদণ্ড দু'টো এমন লম্বা ছিল যে, তাদের অগ্রভাগ অন্তর্গৃহের
সামনে মঞ্জুষা থেকেও দেখা যেতে পারত, তবু সেগুলো বাইরে থেকে দেখা যেত না; এই সমস্ত কিছু আজও সেখানে
আছে। ১০ মঞ্জুষার মধ্যে কিছুই ছিল না, শুধু সেই প্রস্তরফলক দু'টোই ছিল, যা মোশী হোরেবে তার মধ্যে
রেখেছিলেন; অর্থাৎ সন্ধির সেই লিপিফলক দু'টো, যে সন্ধি—মিশর থেকে ইস্রায়েল সন্তানদের বেরিয়ে আসার
সময়ে—প্রভু তাদের সঙ্গে স্থাপন করেছিলেন।
১১ তখন এমনটি ঘটল যে, যাজকেরা পবিত্রস্থান থেকে বেরিয়ে এসেছে—কেননা উপস্থিত যাজকেরা নিজ নিজ
শ্রেণীর কথা রক্ষা না করে নিজেদের পবিত্রিত করেছিল—১২ আর সকল লেবীয় গায়ক, অর্থাৎ আসাফ, হেমান,
ইদুথুন ও তাঁদের সন্তানেরা ও ভাইয়েরা ক্ষোম-কাপড়ে পরিবৃত হয়ে এবং খঞ্জনি, সেতার ও বীণা সহকারে যজ্ঞবেদির
পুবপ্রান্তে দাঁড়িয়ে আছে, এবং তাদের পাশে একশ' কুড়িজন যাজক তুরি বাজাচ্ছে, ১৩ সেসময়ে এমনটি ঘটল যে,
যখন সেই তুরিবাদকেরা ও গায়কেরা সকলে মিলে একসুরে প্রভুর প্রশংসা ও স্তুতিগান শুরু করল এবং তুরি, খঞ্জনি
ও অন্য সকল বাদ্যযন্ত্রের সঙ্গে মহারবে শব্দ তুলে *তিনি মঙ্গলময়, তাঁর কৃপা চিরস্থায়ী* একথা ব'লে প্রভুর প্রশংসা
করল, তখনই গৃহটি প্রভুর গৌরবের মেঘে পরিপূর্ণ হল, ১৪ এবং সেই মেঘের কারণে যাজকেরা তাদের সেবাকর্ম
সম্পাদন করার জন্য সেখানে আর দাঁড়াতে পারল না, কেননা পরমেশ্বরের গৃহ প্রভুর গৌরবে পরিপূর্ণ হয়ে উঠেছিল।
৬ তখন সলোমন বললেন:

'প্রভু বলে দিচ্ছেন,
তিনি অন্ধকারময় মেঘের মধ্যেই বাস করবেন।

২ আর আমি তোমার জন্য একটি রাজগৃহ গেঁথে তুলেছি;
এমন এক স্থান, যা তোমার চিরকালীন আবাস!'

৩ তখন রাজা মুখ ফিরিয়ে ইস্রায়েলের গোটা জনসমাবেশকে আশীর্বাদ করলেন, ইস্রায়েলের গোটা জনসমাবেশ
তখন দাঁড়িয়ে ছিল। ৪ তিনি বললেন: 'ধন্য প্রভু, ইস্রায়েলের পরমেশ্বর! তিনি আমার পিতা দাউদের কাছে নিজের
মুখে যে কথা বলেছিলেন, নিজের বাহুবলে তার সিদ্ধি ঘটিয়েছেন: ৫ যেদিন আমার আপন জনগণ ইস্রায়েলকে মিশর
দেশ থেকে বের করে এনেছি, সেদিন থেকে আমি, আমার নাম যেখানে একটি আবাস পেতে পারবে, এমন গৃহ
নির্মাণের জন্য ইস্রায়েলের সমস্ত গোষ্ঠীর মধ্যে কোন শহর বেছে নিইনি, আমার জনগণ ইস্রায়েলের জননায়ক হবার
জন্য কোন মানুষকেও বেছে নিইনি; ৬ কিন্তু আমার নাম যেন একটি আবাস পেতে পারে, সেই উদ্দেশ্যে আমি
যেরুসালেম বেছে নিয়েছি ও আমার আপন জনগণ ইস্রায়েলের জননায়ক হবার জন্য দাউদকে বেছে নিয়েছি।
৭ আমার পিতা দাউদ মনস্থ করেছিলেন, তিনি ইস্রায়েলের পরমেশ্বর প্রভুর নামের উদ্দেশে এক গৃহ গেঁথে তুলবেন,
৮ কিন্তু প্রভু আমার পিতা দাউদকে বললেন: তুমি মনস্থ করেছ, আমার নামের উদ্দেশে এক গৃহ গেঁথে তুলবে;
তোমার তেমন মনস্কামনা ভালই বটে, ৯ অথচ তুমিই যে সেই গৃহ গেঁথে তুলবে এমন নয়, তোমার ঔরসজাত যে
সন্তান হবে, সে-ই আমার নামের উদ্দেশে গৃহ গেঁথে তুলবে। ১০ প্রভু এই যে কথা বলেছিলেন, তার সিদ্ধি ঘটালেন:
আমি আমার পিতা দাউদের পদ গ্রহণ করেছি, আমি ইস্রায়েলের সিংহাসনে আসন নিয়েছি, যেমনটি প্রভু প্রতিশ্রুতি
দিয়েছিলেন; এবং আমি ইস্রায়েলের পরমেশ্বর প্রভুর নামের উদ্দেশে এই গৃহ গেঁথে তুলেছি, ১১ এবং তার মধ্যে সেই
মঞ্জুষা রেখেছি, যার মধ্যে রয়েছে সেই সন্ধি যা প্রভু ইস্রায়েল সন্তানদের সঙ্গে স্থির করেছিলেন।'

১২ আর তিনি ইস্রায়েলের গোটা জনসমাবেশের সামনে প্রভুর যজ্ঞবেদির মুখোমুখি দাঁড়িয়ে দু'হাত
বাড়ালেন, ১৩—বাস্তবিকই সলোমন পাঁচ হাত লম্বা, পাঁচ হাত চওড়া ও তিন হাত উচ্চ ব্রঞ্জের একটা মঞ্চ নির্মাণ করে
বাইরের প্রাঙ্গণের মাঝখানে বসিয়ে তার উপরে দাঁড়িয়ে ছিলেন; ইস্রায়েলের গোটা জনসমাবেশের সামনে হাঁটু পেতে
স্বর্গের দিকে দু'হাত বাড়িয়ে ১৪ তিনি বললেন, 'হে প্রভু, ইস্রায়েলের পরমেশ্বর, স্বর্গে কি মর্তে তোমার মত পরমেশ্বর
নেই। যারা সমস্ত হৃদয় দিয়ে তোমার সামনে চলে, তোমার সেই দাসদের প্রতি তুমি তো সন্ধি ও কৃপা রক্ষা করে
থাক। ১৫ তুমি তোমার দাস আমার পিতা দাউদের কাছে যা প্রতিশ্রুত হয়েছিলে, তা রক্ষা করেছ; নিজের মুখে
যা কিছু বলেছিলে, নিজের বাহুবলে তার সিদ্ধি সাধন করেছ, যেমনটি আজ দেখা যাচ্ছে। ১৬ এখন, হে প্রভু,
ইস্রায়েলের পরমেশ্বর, তুমি তোমার দাস আমার পিতা দাউদের কাছে যা প্রতিশ্রুত হয়েছিলে, তা রক্ষা কর; তুমি তো
বলেছিলে, আমার সামনে ইস্রায়েলের সিংহাসনে বসবে, তোমার এমন বংশধরের অভাব হবে না—অবশ্য, তুমি
আমার সামনে যেমন চলেছ, তোমার সন্তানেরাও যদি আমার সামনে তেমনি চ'লে তাদের জীবন-পথের উপর সতর্ক
দৃষ্টি রাখে। ১৭ এখন, হে প্রভু, ইস্রায়েলের পরমেশ্বর, তোমার দাস দাউদের কাছে যে কথা তুমি বলেছিলে, তা পূর্ণ
হোক। ১৮ কিন্তু পরমেশ্বর পৃথিবীতে মানুষের সঙ্গে বাস করবেন, একথা কি সত্য? দেখ, স্বর্গ ও স্বর্গের স্বর্গ তোমাকে
ধারণ করতে অক্ষম; তবে আমার দ্বারা গেঁথে তোলা এই গৃহ তার চেয়ে কতই না অক্ষম! ১৯ তবু, হে প্রভু, আমার
পরমেশ্বর, তুমি তোমার এই দাসের প্রার্থনা ও মিনতির দিকে ফিরে তাকাও; তোমার দাস তোমার কাছে যে ডাক ও
প্রার্থনা নিবেদন করছে, তা শোন। ২০ তোমার চোখ দিনরাত এই গৃহের প্রতি উন্মীলিত থাকুক—এই স্থানেরই প্রতি,
যা বিষয়ে তুমি কথা দিয়েছ যে, তোমার নাম তুমি সেই স্থানে রাখবে, যেন এই স্থান অভিমুখে তোমার দাস যে প্রার্থনা
নিবেদন করে, তা তুমি যেন শুনতে পাও। ২১ তোমার এই দাস ও তোমার জনগণ সেই ইস্রায়েল যখন এই স্থান
অভিমুখে প্রার্থনা নিবেদন করবে, তখন তাদের মিনতি কান পেতে শোন—স্বর্গলোকের তোমার বাসস্থান থেকে
শোন: এবং শুনে ক্ষমাই কর।

২২ কেউ তার নিজের প্রতিবেশীর বিরুদ্ধে পাপ করলে যদি দিব্যি দিয়ে শপথ করতে বাধ্য হওয়ায় এই গৃহে এসে
তোমার যজ্ঞবেদির সামনে সেই শপথ করে, ২৩ তুমি, ওগো, তা স্বর্গলোক থেকে শোন, এবং নিষ্পত্তি করে তোমার
দাসদের তুমিই বিচার কর: অপরাধীকে অপরাধী বলে সাব্যস্ত করে তার কর্মের ফল তার মাথায় ডেকে আন, এবং
নিরপরাধীকে নিরপরাধী বলে সাব্যস্ত করে তার নিরপরাধিতা অনুযায়ী ফল দান কর।

২৪ তোমার জনগণ ইস্রায়েল তোমার বিরুদ্ধে পাপ করার ফলে যখন শত্রু দ্বারা পরাজিত হবে, তখন যদি আবার
তোমার দিকে ফেরে, যদি তোমার নামের স্তব করে, এবং এই গৃহে যদি তোমার কাছে প্রার্থনা ও মিনতি নিবেদন
করে, ২৫ তবে তুমি তা স্বর্গলোক থেকে শোন, তোমার জনগণ ইস্রায়েলের পাপ ক্ষমা কর, আর তাদের ও তাদের
পিতৃপুরুষদের এই যে দেশভূমি দিয়েছ, সেই দেশভূমিতে তাদের ফিরিয়ে আন।

২৬ তোমার বিরুদ্ধে তাদের পাপের কারণে যখন আকাশ রুদ্ধ হবে আর বৃষ্টি হবে না, তারা যদি এই স্থান
অভিমুখে প্রার্থনা নিবেদন করে, তোমার নামের স্তব করে ও তোমার হাত দ্বারা অবনমিত হয়েছে বলে যদি তাদের
পাপ থেকে ফেরে, ২৭ তখন, ওগো, তুমি তা স্বর্গলোক থেকে শোন ও তোমার আপন দাসদের ও তোমার আপন
জনগণ ইস্রায়েলের পাপ ক্ষমা কর; হ্যাঁ, তাদের দেখাও সেই সৎপথ যা ধরে তাদের চলতে হবে, এবং তুমি তোমার
জনগণকে যে দেশ অধিকাররূপে দিয়েছ, তোমার সেই দেশের উপর বৃষ্টি পাঠাও।

২৮ দেশের মধ্যে যখন দুর্ভিক্ষ বা মহামারী, শস্যের শোষ বা ম্লানি, পঙ্গপাল বা পোকা হবে; যখন তাদের শত্রুরা
তাদের দেশে, শহরে শহরে, তাদের অবরোধ করবে, যখন কোন মড়ক বা রোগের প্রাদুর্ভাব ঘটবে, ২৯ যদি কোন

ব্যক্তি বা তোমার গোটা জনগণ ইস্রায়েল, প্রত্যেকে যারা নিজ নিজ জ্বালা ও ব্যথা উপলব্ধি ক'রে এই গৃহের দিকে
দু'হাত বাড়িয়ে কোন প্রার্থনা বা মিনতি নিবেদন করে, ৩০ তখন, ওগো, তুমি তোমার বাসস্থান সেই স্বর্গলোক থেকে
শোন, ক্ষমা কর; প্রত্যেকজনকে তার নিজ নিজ আচরণ অনুযায়ী প্রতিফল দাও—তুমি তো তাদের হৃদয় জান,
কেননা কেবল তুমিই যত আদমসন্তানদের হৃদয় জান!—৩১ যেন আমাদের পিতৃপুরুষদের তুমি যে দেশভূমি দিয়েছ,
এই দেশভূমিতে তারা তাদের সমস্ত জীবন ধরে তোমার পথে চলে তোমাকে ভয় করে। ৩২ তোমার আপন জনগণ
ইস্রায়েল গোষ্ঠীর মানুষ নয়, এমন কোন বিদেশী যখন তোমার মহানাম, তোমার বলীয়ান হাত ও তোমার প্রসারিত
বাহুর খাতিরে দূর দেশ থেকে এসে এই গৃহ অভিমুখে প্রার্থনা নিবেদন করবে, ৩৩ তখন, ওগো, তুমি তোমার বাসস্থান
সেই স্বর্গলোক থেকে শোন, এবং সেই বিদেশী তোমার কাছে যা কিছু প্রার্থনা করবে, তা মঞ্জুর কর, যেন পৃথিবীর
সমস্ত জাতি তোমার নাম জানতে পারে, তোমার আপন জনগণ ইস্রায়েলের মত তোমাকে ভয় করে এবং তারাও যেন
জানতে পারে যে, আমার গেঁথে তোলা এই গৃহ তোমার আপন নাম বহন করে।

৩৪ তুমি তোমার আপন জনগণকে পথ দেখালে যখন তারা তাদের শত্রুদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে বের হবে, যদি
তোমার বেছে নেওয়া নগরী অভিমুখে ও তোমার নামের জন্য আমার গেঁথে তোলা গৃহ অভিমুখে তোমার কাছে প্রার্থনা
নিবেদন করে, ৩৫ তখন, ওগো, তুমি স্বর্গলোক থেকে তাদের প্রার্থনা ও মিনতি শোন, তুমি নিজেই তাদের পক্ষসমর্থন
কর।

৩৬ যখন তারা তোমার বিরুদ্ধে পাপ করবে—কেননা পাপ না করে এমন কোন মানুষ নেই—এবং তুমি তাদের
উপর ক্রুদ্ধ হয়ে শত্রুর হাতে তাদের ছেড়ে দেবে ও শত্রুরা তাদের বন্দি করে দূরবর্তী বা নিকটবর্তী কোন শত্রু-দেশে
নিয়ে যাবে, ৩৭ যে দেশে তারা বন্দি অবস্থায় উপনীত হয়েছে, সেই দেশে যদি বোধশক্তি ফিরে পায়, এবং যারা তাদের
বন্দি করে নিয়ে গেছে, তাদের দেশে যদি মন ফেরায় ও তোমার কাছে মিনতি করে বলে: আমরা পাপ করেছি, শঠতা
করেছি, দুষ্কর্ম করেছি, ৩৮ হ্যাঁ, যে দেশে বন্দি অবস্থায় তাদের নেওয়া হয়েছে, সেই বন্দিদশার দেশে যদি তারা সমস্ত
হৃদয় দিয়ে ও সমস্ত প্রাণ দিয়ে তোমার কাছে ফিরে আসে ও তুমি তাদের পিতৃপুরুষদের যে দেশ দিয়েছ, তাদের সেই
দেশ অভিমুখে, তোমার বেছে নেওয়া নগরী অভিমুখে ও তোমার নামের উদ্দেশে আমার গেঁথে তোলা গৃহ অভিমুখে
যদি তোমার কাছে প্রার্থনা নিবেদন করে, ৩৯ তখন, ওগো, তুমি তোমার বাসস্থান সেই স্বর্গলোক থেকে তাদের প্রার্থনা
ও মিনতি শোন, তাদের পক্ষসমর্থন কর, তোমার যে জনগণ তোমার বিরুদ্ধে পাপ করেছে, তাদের ক্ষমা কর।

৪০ এখন, হে আমার পরমেশ্বর, এই স্থানে যে প্রার্থনা নিবেদিত হবে,
তার প্রতি তোমার চোখ উন্মীলিত হোক;
তোমার কান মনোযোগী হোক।
৪১ প্রভু পরমেশ্বর, এখন ওঠ! তোমার বিশ্রামস্থানে এসো,
তুমি ও তোমার প্রতাপের সেই মঞ্জুষা, এসো;
প্রভু পরমেশ্বর, তোমার যাজকেরা ত্রাণবসনে পরিবৃত হোক,
তোমার ভক্তরা মঙ্গল-লাভে আনন্দ-চিৎকার করুক।
৪২ প্রভু পরমেশ্বর, ফিরিয়ে দিয়ো না গো তোমার অভিষিক্তজনের মুখ;
তোমার দাস দাউদের প্রতি তোমার মহাকৃপার কথা স্মরণ কর।'

৭ সলোমন প্রার্থনা শেষ করামাত্র আকাশ থেকে আগুন নেমে আহুতিবলি ও অন্য বলিগুলো সবই গ্রাস করল, এবং
গৃহটি প্রভুর গৌরবে পরিপূর্ণ হল। ২ যাজকেরা প্রভুর গৃহে প্রবেশ করতে পারছিল না, কারণ প্রভুর গৃহ প্রভুর গৌরবে
পরিপূর্ণ হয়ে উঠেছিল। ৩ আগুন নামল ও প্রভুর গৌরব গৃহের উপরে বিরাজিত, তা দেখে ইস্রায়েল সন্তানেরা সকলে
নত হয়ে মেঝেতে উপুড় হয়ে প্রণিপাত করল: তারা প্রভুর স্তুতিবাদ করে বলে উঠল, *তিনি যে মঙ্গলময়, তাঁর কৃপা
চিরস্থায়ী!*

৪ রাজা ও তাঁর সঙ্গে গোটা জনগণ প্রভুর সামনে নানা বলি উৎসর্গ করলেন। ৫ সলোমন রাজা বাইশ হাজার বলদ
ও এক লক্ষ কুড়ি হাজার মেষ বলিদান করলেন। এইভাবে রাজা ও গোটা জনগণ পরমেশ্বরের গৃহ প্রতিষ্ঠা করলেন।

৬ যাজকেরা নিজ নিজ স্থানে উঠে দাঁড়াল; এবং লেবীয়েরা দাউদ রাজার তৈরী বাদ্যযন্ত্রগুলো দিয়ে *তাঁর কৃপা
চিরস্থায়ী* একথা বলে প্রভুর স্তুতিগান করছিল। যখন দাউদ লেবীয়দের মধ্য দিয়ে প্রভুর প্রশংসাগান করতেন, তখন
যাজকেরা লেবীয়দের পাশে পাশে তুরি বাজাত এবং গোটা ইস্রায়েল দাঁড়িয়ে থাকত।

৭ সলোমন প্রভুর গৃহের সামনের প্রাঙ্গণের মধ্যদেশ পবিত্রীকৃত করলেন, কেননা তিনি সেইখানে আহুতিবলির ও
মিলন-যজ্ঞবলির চর্বি উৎসর্গ করলেন; কারণ আহুতি, শস্য-নৈবেদ্য এবং সেই চর্বি ধারণের জন্য সলোমনের নির্মাণ
করা ব্রঞ্জের যজ্ঞবেদিটি অধিক ছোট ছিল।

৮ সেসময়ে সলোমন ও তাঁর সঙ্গে গোটা ইস্রায়েল, হামাতের প্রবেশস্থান থেকে মিশরের খরস্রোত পর্যন্ত—বিরাট
একটা জনসমাবেশ—সাত দিন উৎসব করলেন।

৯ অষ্টম দিনে বিদায়-সভা অনুষ্ঠিত হল, কেননা তারা সাত দিন যজ্ঞবেদি-প্রতিষ্ঠা ও সাত দিন উৎসব পালন
করেছিল। ১০ সপ্তম মাসের ত্রয়োবিংশ দিনে সলোমন জনগণকে যে যার তাঁবুতে বিদায় দিলেন। দাউদের প্রতি,

সলোমনের প্রতি ও তাঁর আপন জনগণ ইস্রায়েলের প্রতি প্রভু যে সমস্ত মঙ্গল মঞ্জুর করেছিলেন, সেই সবকিছুর জন্য
তারা আনন্দিত ও প্রফুল্লচিত্ত ছিল।

সলোমনকে ঈশ্বরের দ্বিতীয় দর্শনদান

১১ এভাবে সলোমন প্রভুর গৃহ ও রাজপ্রাসাদের নির্মাণকাজ শেষ করলেন; প্রভুর গৃহে ও তাঁর নিজ গৃহে যা কিছু
করতে বাসনা করেছিলেন, তা তিনি সাধন করলেন।
১২ প্রভু রাতে সলোমনকে দেখা দিয়ে বললেন, 'আমি তোমার প্রার্থনা শুনেছি ও এই স্থান যজ্ঞ-গৃহ বলে নিজের
জন্য বেছে নিয়েছি। ১৩ আমি আকাশ রুদ্ধ করলে যখন আর বৃষ্টি হবে না, কিংবা পঙ্গপালকে দেশ বিনাশ করতে
আজ্ঞা দেব, অথবা আমার জনগণের মধ্যে মহামারী প্রেরণ করব, ১৪ তখন আমার জনগণ, যারা আমার নিজের নাম
অনুসারেই অভিহিত, তারা যদি বিনম্র ভাবে প্রার্থনা করে, আমার শ্রীমুখ অন্বেষণ করে ও তাদের কুপথ থেকে ফেরে,
তবে আমি স্বর্গ থেকে তা শুনব, তাদের পাপ ক্ষমা করব ও তাদের দেশ নিরাময় করব। ১৫ এই স্থানে যে প্রার্থনা
নিবেদিত হয়, তার প্রতি এখন আমার চোখ উন্মীলিত ও আমার কান মনোযোগী। ১৬ কেননা আমি এখন এই গৃহ
বেছে নিলাম ও পবিত্রীকৃত করলাম, যেন তার মধ্যে আমার নাম চিরকালের মত অধিষ্ঠান করে, আর এইখানে যেন
আমার চোখ ও আমার হৃদয় অনুক্ষণ থাকে। ১৭ আর তুমি, তোমার পিতা দাউদ যেমন চলত, তেমনি তুমিও যদি
আমার সাক্ষাতে চল, আমি তোমাকে যে সমস্ত আজ্ঞা দিয়েছি, যদি সেইমত কাজ কর, এবং আমার বিধি ও
নিয়মনীতি পালন কর, ১৮ তবে "ইস্রায়েলের উপরে কর্তৃত্ব করবে, তোমার এমন বংশধরের অভাব হবে না," একথা
বলে তোমার পিতা দাউদের সঙ্গে যে সন্ধি করেছিলাম, সেই অনুসারে আমি তোমার রাজাসন স্থিতমূল করব
চিরকালের মত। ১৯ কিন্তু যদি তোমরা আমা থেকে ফিরে যাও, ও তোমাদের সামনে দেওয়া আমার বিধি ও
আজ্ঞাগুলো পরিত্যাগ কর, এবং গিয়ে অন্য দেবতাদের সেবা কর ও তাদের কাছে প্রণিপাত কর, ২০ তবে আমি
ইস্রায়েলীয়দের আমার যে দেশভূমি দিয়েছি, সেই দেশভূমি থেকে তাদের সমূলে উৎপাটন করব, এবং আমার নামের
জন্য এই যে গৃহ পবিত্রীকৃত করলাম, এ আমার দৃষ্টি থেকে দূর করব, এবং সমস্ত জাতি-বিজাতির মধ্যে তা প্রবাদের
ও তাচ্ছিল্যের বস্তু হবে। ২১ আর এই গৃহ যদিও এত উচ্চ, তথাপি যে কেউ এর কাছ দিয়ে চলবে, সে চমকে উঠে
জিজ্ঞাসা করবে, এই দেশের ও এই গৃহের প্রতি প্রভু এমনটি কেন করেছেন? ২২ আর উত্তরটা এ হবে: এর কারণ
এই, যিনি এই জনগণের পিতৃপুরুষদের মিশর দেশ থেকে বের করে এনেছিলেন, ওরা ওদের পিতৃপুরুষদের
পরমেশ্বর সেই প্রভুকে ত্যাগ করেছে, এবং অন্য দেবতাদের আঁকড়ে ধরে তাদের সামনে প্রণিপাত করেছে ও তাদের
সেবা করেছে; এইজন্য প্রভু তাদের উপরে এই সমস্ত অমঙ্গল নামিয়ে আনলেন।'

সলোমনের সাধিত রাজনৈতিক ও ধর্মীয় কর্ম

৮ প্রভুর গৃহ ও নিজের প্রাসাদ নির্মাণের জন্য সলোমনের যে কুড়ি বছর লাগল, সেই কুড়ি বছর শেষে, ২ হূরাম
সলোমনকে যে যে শহর দিয়েছিলেন, সলোমন সেগুলো পুনর্নির্মাণ করে সেখানে ইস্রায়েল সন্তানদের বসালেন।
৩ সলোমন হামাৎ-জোবায় গিয়ে তা হস্তগত করলেন। ৪ তিনি প্রান্তরে তাদ্‌মোর নির্মাণ করলেন, এবং সেই সমস্ত
ভাণ্ডার-নগর যা তিনি হামাতে নির্মাণ করেছিলেন। ৫ তিনি উপরে অবস্থিত বেথ্-হোরন ও নিচে অবস্থিত বেথ্-হোরন
এই দুই প্রাচীরবেষ্টিত নগর প্রাচীর, নগরদ্বার ও অর্গল দিয়ে দৃঢ় করে পুনর্নির্মাণ করলেন। ৬ একই প্রকারে বায়ালাৎ
তাঁর নিজের সমস্ত স্বত্বাধিকার-ভাণ্ডার-নগর, এবং রথ ও ঘোড়ার জন্য যত নগর, আর যেরুসালেমে, লেবাননে ও
তাঁর স্বত্বাধিকার-দেশের সর্বত্র যা যা গাঁথতে তাঁর ইচ্ছা ছিল, তিনি সেই সমস্ত কিছু পুনর্নির্মাণ করলেন।
৭ হিত্তীয়, আমোরীয়, পেরিজীয়, হিব্বীয় ও যেবুসীয় যে সকল লোক অবশিষ্ট ছিল, যারা ইস্রায়েলীয় নয়, ৮ যাদের
ইস্রায়েল সন্তানেরা নিঃশেষে বিনাশ করেনি, দেশে অবশিষ্ট সেই লোকদের সন্তানদের সলোমন বাধ্যতামূলক কাজে
নিযুক্ত করলেন, আর তাদের অবস্থা আজও ঠিক তাই। ৯ কিন্তু সলোমন নিজের কাজের জন্য ইস্রায়েল সন্তানদের
মধ্যে কাউকে দাস করলেন না; তারা হল যোদ্ধা, তাঁর প্রধান অশ্বপাল, এবং তাঁর রথগুলোর ও অশ্বারোহীদের
সরদার। ১০ তাদের মধ্যে সলোমন রাজার নিযুক্ত দু'শো পঞ্চাশজন প্রধান অধ্যক্ষ ছিল; তারা লোকদের উপরে সর্দারি
দায়িত্ব পালন করত।
১১ সলোমন ফারাওর কন্যার জন্য যে বাড়ি নির্মাণ করেছিলেন, দাউদ-নগরী থেকে সেই বাড়িতে তাঁকে
আনালেন; কারণ তিনি বললেন, 'আমার বধূ ইস্রায়েল-রাজ দাউদের বাড়িতে বাস করবেন না, কেননা প্রভুর মঞ্জুষা
যে যে স্থানে এসে থেমেছে, সেই সকল স্থান পবিত্র।'
১২ সলোমন বারান্দার সামনে প্রভুর যে যজ্ঞবেদি নির্মাণ করেছিলেন, তার উপরে তিনি সেসময়ে প্রভুর উদ্দেশে
আহুতি দিলেন।
১৩ তিনি মোশীর আজ্ঞামতে সাব্বাৎ দিনে, অমাবস্যায় ও বছরের মধ্যে নির্দিষ্ট তিন পর্বোৎসবে, যথা খামিরবিহীন
রুটির পর্বে, সাত সপ্তাহের পর্বে ও পর্ণকুটিরের পর্বে প্রত্যেক দিনের বিধান অনুসারে আহুতি দিলেন। ১৪ তিনি তাঁর
পিতা দাউদের ব্যবস্থা অনুসারে যাজকদের সেবাকাজের জন্য তাদের শ্রেণী নিরূপণ করলেন; লেবীয়দের জন্যও
তিনি এমনটি নিরূপণ করলেন, তারা যেন প্রত্যেক দিন তাদের সেবাকাজ অনুসারে প্রশংসাগান করে ও যাজকদের
সহযোগিতা করে; তিনি দারপালদের জন্যও তাদের নিজ নিজ শ্রেণী অনুসারে প্রতিটি দ্বার স্থির করলেন; কেননা

পরমেশ্বরের মানুষ দাউদ তেমনই আজ্ঞা দিয়েছিলেন। ১৫ আর ধনভাণ্ডার প্রভৃতি যে কোন ব্যাপারে রাজা যাজকদের
ও লেবীয়দের বিষয়ে যে যে আজ্ঞা দিয়েছিলেন, তারা তার অন্যথা করত না। ১৬ এভাবে প্রভুর গৃহের ভিত দেওয়ার
দিন থেকে তার সমাপ্তি পর্যন্ত সলোমন যত কাজে হাত দিয়েছিলেন, তা সবই শেষ করলেন। হ্যাঁ, প্রভুর গৃহ সবদিক
দিয়ে পূর্ণতা লাভ করেছিল।
১৭ তখন সলোমন এদোম অঞ্চলে লোহিত সাগরের তীরে অবস্থিত এৎসিয়োন-গেবেরে ও এলাতে গেলেন।
১৮ হূরাম তাঁর কাছে নাবিক সহ কয়েকটা জাহাজ ও সামুদ্রিক কাজে অভিজ্ঞ লোকদের পাঠালেন। তারা সলোমনের
লোকদের সঙ্গে ওফিরে গিয়ে সেখান থেকে চারশ' পঞ্চাশ সোনার বাট নিয়ে সলোমন রাজার কাছে আনল।

শেবার রানীর আগমন

৯ শেবার রানী সলোমনের খ্যাতি শুনতে পেয়ে নানা কঠিন প্রশ্ন নিয়ে তাঁকে পরীক্ষা করতে যেরুসালেমে এলেন।
তিনি সঙ্গে নিয়ে এলেন বিপুল ঐশ্বর্য, আবার উটের পিঠে বোঝাই করা গন্ধদ্রব্য, রাশি রাশি সোনা ও বহুমূল্য
মণিমুক্তা। সলোমনের সামনে এসে উপস্থিত হয়ে তিনি, তাঁর মনে যা ছিল, তাঁকে সবকিছুই বললেন। ২ সলোমন তাঁর
সমস্ত প্রশ্নের উত্তর দিলেন; সলোমনের পক্ষে কোন প্রশ্নই তেমন দুরূহ হল না যে, তিনি তার উত্তর দিলেন না।
৩ শেবার রানী যখন সলোমনের প্রজ্ঞা, তাঁর গাঁথা প্রাসাদ, ৪ তাঁর মেজে পরিবেশিত নানা খাদ্য, তাঁর কর্মচারীদের
বসার ব্যবস্থা, তাঁর লোকজনের পরিচর্যা, তাদের পোশাক-পরিচ্ছদ, পাত্রবাহকদের ব্যবহার, এবং প্রভুর গৃহে তাঁর
দেওয়া আহুতি লক্ষ করলেন, তখন বিস্ময়ে চমকে উঠলেন। ৫ তিনি রাজাকে বললেন, 'তবে আমার দেশে আপনার
বিষয়ে ও আপনার প্রজ্ঞা বিষয়ে যা কিছু শুনেছিলাম, তা সত্যকথা! ৬ আমি এখানে এসে নিজের চোখেই না দেখা
পর্যন্ত এসব কথা বিশ্বাস করতে পারছিলাম না; আর এখন দেখা যাচ্ছে, তার অর্ধেকও আমাকে বলা হয়নি! আপনার
যে খ্যাতির কথা শুনেছিলাম, তার চেয়ে আপনার অনেক বেশি আছে। ৭ আপনার লোকদের, আহা, কেমন সুখ!
আপনার এই কর্মচারীদের কেমন সুখ! তারা যে আপনার সাক্ষাতে নিত্যই থাকতে পারে ও আপনার প্রজ্ঞার যত উক্তি
শুনতে পারে। ৮ ধন্য আপনার পরমেশ্বর প্রভু, যিনি আপনার প্রতি এমন প্রীত হলেন যে, আপনাকে তাঁর আপন
সিংহাসনে আপনার পরমেশ্বর প্রভুর জন্য অধিষ্ঠিত করেছেন। আপনার পরমেশ্বর ইস্রায়েলকে ভালবাসেন বলে ও
তাদের চিরকালস্থায়ী করতে চান বলেই আপনাকে রাজা করেছেন, যেন আপনি ন্যায় ও ধর্মময়তা অনুশীলন করেন।'
৯ তিনি রাজাকে একশ' কুড়িটা সোনার বাট, রাশি রাশি গন্ধদ্রব্য ও বহুমূল্য মণিমুক্তা উপহার দিলেন। শেবার রানী
সলোমন রাজাকে যে যে গন্ধদ্রব্য দিলেন, তেমন গন্ধদ্রব্য কখনও হয়নি।
১০ তাছাড়া, হূরামের ও সলোমনের যে লোকেরা ওফির থেকে সোনা নিয়ে আসত, তারা বহু পরিমাণ চন্দনকাঠ ও
বহুমূল্য মণিমুক্তাও আনল। ১১ সেই চন্দনকাঠ দিয়ে রাজা প্রভুর গৃহের জন্য ও রাজপ্রাসাদের জন্য সিঁড়ি, ও
গায়কদলের জন্য বীণা ও সেতার তৈরি করালেন। আগে যুদা দেশে তেমন কিছু কখনও দেখা যায়নি। ১২ সলোমন
রাজা শেবার রানীর বাসনা অনুসারে তাঁর আকাঙ্ক্ষিত যত কিছুও দান করলেন; তাছাড়া রানী তাঁর জন্য যা-কিছু
এনেছিলেন, তার প্রতিদানস্বরূপ তিনি তাঁকে আরও উপহার দিলেন। পরে রানী ও তাঁর লোকজন নিজেদের দেশে
ফিরে গেলেন।

সলোমনের গৌরব

১৩ এক বছরের মধ্যে সলোমনের ভাণ্ডারে ছ'শো ছেষট্টি বাট সোনা আসত। ১৪ এছাড়া সেই সোনাও ছিল, যা
বণিকদের ও ব্যবসায়ীদের মধ্য দিয়ে আমদানি করা হত; আরাবার সকল রাজার ও দেশাধিপতিরা সলোমনের কাছে
সোনা ও রুপো আনতেন।
১৫ সলোমন রাজা পিটানো সোনার দু'শোটা বিশাল ঢাল তৈরি করালেন; তার প্রতিটি ঢালে ছ'শো শেকেল
পিটানো সোনা ছিল; ১৬ পিটানো সোনা দিয়ে তিনি তিনশ'টা ছোট ঢালও তৈরি করালেন; তার প্রতিটি ঢালে দেড়
কিলো করে সোনা ছিল; রাজা লেবানন অরণ্য সেই গৃহেই সেগুলো রাখলেন। ১৭ উপরন্তু রাজা গজদন্তময় এক মস্ত
বড় সিংহাসন তৈরি করে খাঁটি সোনায় মুড়ে দিলেন। ১৮ ওই সিংহাসনের ছ'টা সোপান ছিল, সোনার এক পাদপীঠ
সিংহাসনে লাগানো ছিল, এবং আসনের দু'পাশে হাতা ছিল; সেই হাতার গায়ে দুই সিংহমূর্তি দাঁড়ানো ছিল। ১৯ সেই
ছ'টা সোপানের উপরে দু'পাশে বারোটা সিংহমূর্তি দাঁড়ানো ছিল: তেমন সিংহাসন আর কোন রাজ্যে কখনও তৈরি
করা হয়নি।
২০ সলোমন রাজার সমস্ত পানপাত্র সোনারই ছিল, লেবানন অরণ্য সেই গৃহের যাবতীয় পাত্রও খাঁটি সোনার ছিল;
সলোমনের আমলে রুপোর কিছুই মূল্য ছিল না। ২১ বাস্তবিকই হূরামের নাবিকদের দ্বারা চালিত হয়ে রাজার
জাহাজগুলো তার্সিসে যেত; তার্সিসের সেই জাহাজগুলো তিন বছরের মধ্যে একবার সোনা, রুপো, গজদন্ত, বানর ও
হনুমান নিয়ে আসত।
২২ ধন-ঐশ্বর্যে ও প্রজ্ঞায় সলোমন রাজা পৃথিবীর সকল রাজার চেয়ে শ্রেষ্ঠই ছিলেন। ২৩ পরমেশ্বর সলোমনের
হৃদয়ে যে প্রজ্ঞা সঞ্চার করেছিলেন, তাঁর সেই প্রজ্ঞার বাণী শুনবার জন্য পৃথিবীর সকল রাজা তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে
আকাঙ্ক্ষা করতেন। ২৪ প্রতিবছর প্রত্যেকেই নিজ নিজ উপঢৌকন, রুপোর পাত্র, সোনার পাত্র, বস্ত্র, অস্ত্র ও গন্ধদ্রব্য,
ঘোড়া ও খচ্চর আনতেন।

২৫ তাঁর ঘোড়াগুলোর জন্য, রথগুলোর জন্য ও বারো হাজার ঘোড়ার জন্য সলোমনের চার হাজার ঘর ছিল; সেই
সমস্ত কিছু তিনি রথ-নগরগুলোতে ও যেরুসালেমে রাজার কাছে রাখতেন। ২৬ ইউফ্রেটিস নদী থেকে ফিলিস্তীনিদের
এলাকা ও মিশরের সীমা পর্যন্ত সকল রাজার উপরে সলোমনেরই কর্তৃত্ব ছিল। ২৭ রাজা এমনটি করলেন যে,
যেরুসালেমে রুপো পাথরের মত, ও এরসকাঠ সেফেলার ডুমুরগাছের মতই প্রচুর হল। ২৮ সলোমনের জন্য
ঘোড়াগুলো মুজ্‌রি ও সকল দেশ থেকে আনা হত।
২৯ সলোমনের বাকি যত কর্মকীর্তি—প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত তাঁর যত কর্মকীর্তি—নাথান নবীর পুস্তকে,
শীলোনীয় আহিয়ার ভবিষ্যদ্বাণীতে ও নেবাটের সন্তান যেরবোয়ামের বিষয়ে ইদ্দো দৈবদ্রষ্টার যে দর্শন, তার মধ্যে কি
লিপিবদ্ধ নেই? ৩০ সলোমন যেরুসালেমে চল্লিশ বছর সমস্ত ইস্রায়েলের উপরে রাজত্ব করলেন। ৩১ পরে সলোমন তাঁর
পিতৃপুরুষদের সঙ্গে নিদ্রা গেলেন, তাঁকে তাঁর আপন পিতা দাউদের নগরীতে সমাধি দেওয়া হল, আর তাঁর সন্তান
রেহোবোয়াম তাঁর পদে রাজা হলেন।

রেহোবোয়াম ও ধর্মীয় বিচ্ছেদ

১০ রেহোবোয়াম সিখেমে গেলেন, যেহেতু গোটা ইস্রায়েল তাঁকে রাজা করার জন্য সিখেমে এসে উপস্থিত হয়েছিল।
২ নেবাটের সন্তান যেরবোয়াম কথাটা শুনতে পেয়ে—তিনি তখনও মিশরে ছিলেন, সলোমন রাজার কাছ থেকে
সেইখানে গিয়ে আশ্রয় নিয়েছিলেন—মিশর ছেড়ে ফিরে এলেন। ৩ লোকেরা দূত পাঠিয়ে তাঁকে ডেকে আনল, আর
যেরবোয়াম ও গোটা ইস্রায়েল এসে রেহোবোয়ামকে বললেন, ৪ 'আপনার পিতা আমাদের উপরে দুর্বহ জোয়াল
চাপিয়েছেন; তাই আপনার পিতা আমাদের উপরে যে কঠোর দাসকর্ম ও দুর্বহ জোয়াল চাপিয়েছেন, আপনি এখন তা
হালকা করে দিন, তবে আমরা আপনার সেবা করব।' ৫ তিনি প্রতিবাদ করে তাদের বললেন, 'তোমরা তিন দিন
পরে আবার আমার কাছে এসো।' লোকেরা চলে গেল।
৬ রেহোবোয়াম রাজা, তাঁর আপন পিতা সলোমনের জীবনকালে যে প্রবীণেরা তাঁর পরিচর্যায় নিযুক্ত ছিলেন,
তাঁদের সঙ্গে পরামর্শ করলেন; তাঁদের জিজ্ঞাসা করলেন, 'আমাকে পরামর্শ দাও, ওই লোকদের আমি কী উত্তর
দেব?' ৭ তাঁরা তাঁকে বললেন, 'যদি আপনি ওই লোকদের প্রতি মঙ্গলময়তা দেখান, ওদের যদি খুশি করেন, ওদের
যদি প্রিয় কথা শোনান, তবে ওরা সারা জীবন ধরেই আপনার দাস হবে।' ৮ কিন্তু প্রবীণেরা তাঁকে যে পরামর্শ দিলেন,
তিনি তা অবহেলা করলেন এবং যে যুবকেরা তাঁর সঙ্গে মানুষ হয়েছিল আর এখন তাঁর পরিচর্যায় নিযুক্ত ছিল,
তাদেরই সঙ্গে পরামর্শ করলেন। ৯ তাদের তিনি বললেন, 'ওই লোকেরা নাকি বলছে, আপনার পিতা আমাদের
উপরে যে জোয়াল চাপিয়েছেন, তা হালকা করে দিন; তবে এখন আমরা ওদের কী উত্তর দেব? তোমাদের পরামর্শ
কী?' ১০ যে যুবকেরা তাঁর সঙ্গে মানুষ হয়েছিল, তারা তাঁকে এই উত্তর দিল, 'যে লোকেরা আপনাকে বলছে: আপনার
পিতা আমাদের উপরে দুর্বহ জোয়াল চাপিয়েছেন, আপনি আমাদের জন্য তা হালকা করে দিন, তাদের আপনি এই
বলে উত্তর দিন: আমার কনিষ্ঠ আঙুল আমার পিতার কটিদেশের চেয়েও স্থূল! ১১ আচ্ছা, যদিও আমার পিতা
তোমাদের উপরে দুর্বহই একটা জোয়াল চাপিয়েছেন, তবু আমি তোমাদের সেই জোয়াল আরও দুর্বহ করব; হ্যাঁ,
আমার পিতা কশা দিয়ে তোমাদের শাস্তি দিতেন, কিন্তু আমি বিছেরই কশা দিয়ে তোমাদের শাস্তি দেব।'
১২ পরে, 'তিন দিন পরে আবার আমার কাছে এসো,' একথা বলে রাজা যে হুকুম দিয়েছিলেন, সেই অনুসারে
যেরবোয়াম এবং সমস্ত লোক যখন তিন দিন পরে রেহোবোয়ামের কাছে এসে উপস্থিত হলেন, ১৩ তখন রাজা
প্রবীণদের পরামর্শ ত্যাগ করে লোকদের কঠোর উত্তর দিলেন; ১৪ যুবকদের পরামর্শ অনুসারে তিনি বললেন, 'আমার
পিতা তোমাদের জোয়াল দুর্বহ করেছিলেন, কিন্তু আমি তোমাদের জোয়াল আরও দুর্বহ করব; আমার পিতা কশা
দিয়ে তোমাদের শাস্তি দিতেন, কিন্তু আমি বিছেরই কশা দিয়ে তোমাদের শাস্তি দেব!' ১৫ রাজা লোকদের কথায় কান
দিলেন না; এমনটি প্রভুর ব্যবস্থা অনুসারেই ঘটল, শীলো-নিবাসী আহিয়ার মধ্য দিয়ে প্রভু নেবাটের সন্তান
যেরবোয়ামকে যে কথা বলেছিলেন, তা যেন সিদ্ধি লাভ করে।
১৬ যখন সমস্ত ইস্রায়েল দেখল, রাজা তাদের কথায় কান দিলেন না, তখন তারা রাজাকে এই উত্তর দিল,

'দাউদে আমাদের কী অংশ?
যেসের ছেলের সঙ্গে আমাদের তো কোন উত্তরাধিকার নেই!
ইস্রায়েল, তোমরা প্রত্যেকে নিজ নিজ তাঁবুতে যাও!
দাউদ, এবার তোমার কুল নিয়েই তুমি ব্যস্ত থাক!'

তাই ইস্রায়েলীয়েরা নিজ নিজ তাঁবুতে গেল। ১৭ তথাপি, যে ইস্রায়েল সন্তানেরা যুদার সমস্ত শহরে বাস করত,
তাদের উপরে রেহোবোয়াম রাজত্ব করলেন। ১৮ রেহোবোয়াম রাজা যখন আদোরামকে পাঠালেন—সে ছিল
বাধ্যতামূলক কাজের সরদার—তখন সমস্ত ইস্রায়েল তাকে পাথর ছুড়ে মারল, আর সে মারা গেল। তখন
রেহোবোয়াম রাজা যেরুসালেমে পালাবার চেষ্টায় শীঘ্রই গিয়ে রথে উঠলেন। ১৯ এইভাবে ইস্রায়েল আজ পর্যন্ত
দাউদকুলের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হয়ে রয়েছে।
১১ যেরুসালেমে এসে পৌঁছবার পর রেহোবোয়াম যুদা-কুলকে ও বেঞ্জামিন-কুলকে—এক লক্ষ আশি হাজার সেরা
যোদ্ধাকেই ইস্রায়েলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য এবং রেহোবোয়ামের হাতে রাজ্য ফিরিয়ে আনবার জন্য একত্রে

সমবেত করলেন। ২ কিন্তু প্রভুর এই বাণী পরমেশ্বরের মানুষ শেমাইয়ার কাছে এসে উপস্থিত হল, ৩ 'সলোমনের সন্তান যুদা-রাজ রেহোবোয়ামকে এবং যুদা ও বেঞ্জামিন-অঞ্চলে নিবাসী গোটা ইস্রায়েলকে একথা বল: ৪ প্রভু একথা বলছেন, তোমাদের ভাইদের বিরুদ্ধে রণ-অভিযানে বেরিয়ে পড়ো না! প্রত্যেকে যে যার বাড়িতে ফিরে যাও, কারণ আমিই এই পরিস্থিতি ঘটিয়েছি।' তারা প্রভুর বাণী অনুসারে যেরবোয়ামের বিরুদ্ধে রণ-অভিযান ছেড়ে ফিরে গেল।

৫ রেহোবোয়াম যেরুসালেমে বাস করে দেশ রক্ষার জন্য যুদায় কয়েকটা নগর প্রাচীরবেষ্টিত করলেন: ৬ বেথলেহেম, এটাম, তেকোয়া, ৭ বেথ্-সুর, সোখো, আদুল্লাম, ৮ গাৎ, মারেসা, জিফ, ৯ আদোরাইম, লাখিশ, আজেকা, ১০ জরা, আয়ালোন ও হেব্রোন, এই সকল শহর পুনর্নির্মাণ করলেন, যেহেতু যুদা ও বেঞ্জামিন দেশে এগুলোই ছিল প্রাচীরবেষ্টিত নগর। ১১ তিনি এই দুর্গগুলো দৃঢ় করে তার মধ্যে সেনাপতিদের মোতায়েন রাখলেন, এবং খাদ্য, তেল ও আঙুররসের ব্যবস্থা করলেন। ১২ প্রত্যেকটি শহরে ঢাল ও বর্শা রাখলেন, ও শহরগুলো খুবই দৃঢ় করলেন। তাই যুদা ও বেঞ্জামিন তাঁরই হাতে ছিল।

১৩ সমস্ত ইস্রায়েলের মধ্যে যে যাজক ও লেবীয়েরা ছিল, তারা তাঁর পক্ষে দাঁড়াবার জন্য নিজ নিজ অঞ্চল থেকে এসে একত্র হল। ১৪ হ্যাঁ, লেবীয়েরা নিজ নিজ চারণভূমি ও নিজ নিজ স্বত্বাধিকার ছেড়ে যুদায় ও যেরুসালেমে এল, কেননা যেরবোয়াম ও তাঁর সন্তানেরা প্রভুর যজনকর্ম থেকে তাদের বঞ্চিত করেছিলেন। ১৫ তিনি নানা উচ্চস্থানে তাঁর তৈরী ছাগমূর্তি ও বাছুরমূর্তির জন্য নিজেই যাজকদের নিযুক্ত করেছিলেন। ১৬ আর ইস্রায়েলের সমস্ত গোষ্ঠীর মধ্যে যে সকল লোক ইস্রায়েলের পরমেশ্বর প্রভুর অন্বেষণ করবে বলে মনস্থ করল, তারা লেবীয়দের অনুগামী হয়ে তাদের পিতৃপুরুষদের পরমেশ্বর প্রভুর উদ্দেশে বলিদান করতে যেরুসালেমে এল। ১৭ এইভাবে তারা তিন বছর ধরে যুদার রাজ্য দৃঢ় করল ও সলোমনের সন্তান রেহোবোয়ামকে বলবান করল; হ্যাঁ, তিন বছর ধরে তারা দাউদ ও সলোমনের পথে চলল।

১৮ রেহোবোয়াম দাউদের সন্তান যেরিমোতের কন্যা মাহালাৎকে বিবাহ করলেন; এঁর মাতা আবিহাইল ছিলেন যেসের পৌত্রী এলিয়াবের কন্যা। ১৯ সেই স্ত্রী তাঁর ঘরে যেয়ুস, সেমারিয়া ও জাহাম এই তিন পুত্রসন্তান প্রসব করলেন। ২০ পরে তিনি আব্‌শালোমের কন্যা মায়াখাকেও বিবাহ করলেন; এই স্ত্রী তাঁর ঘরে আবিয়া, আত্তাই, জিজা ও শেলোমিৎ এই চার পুত্রসন্তান প্রসব করলেন। ২১ রেহোবোয়াম তাঁর সকল পত্নী ও উপপত্নীর মধ্যে আব্‌শালোমের কন্যা মায়াখাকেই বেশি ভালবাসলেন; তিনি সবসমেত আঠারজন পত্নী ও ষাটজন উপপত্নীকে নিলেন এবং আটাশ পুত্রসন্তানের ও ষাট কন্যার পিতা হলেন। ২২ রেহোবোয়াম মায়াখার গর্ভজাত আবিয়াকে প্রধান অর্থাৎ ভাইদের মধ্যে জননায়ক করলেন, কারণ ভাবছিলেন, তাঁকেই রাজা করবেন। ২৩ তিনি সুবুদ্ধি দেখিয়ে সমস্ত যুদা ও বেঞ্জামিন দেশের প্রাচীরবেষ্টিত প্রতিটি নগরে তাঁর নিজের সন্তানদেরই নিযুক্ত করলেন; তাদের জন্য প্রচুর খাদ্য সামগ্রী যোগাড় করলেন ও তাদের জন্য বধূও ব্যবস্থা করলেন।

রেহোবোয়ামের অবিশ্বস্ততা

১২ রাজ্য দৃঢ়প্রতিষ্ঠিত হলে ও নিজেকে বলবান অনুভব করলে পর রেহোবোয়াম ও তাঁর সঙ্গে গোটা ইস্রায়েল ইস্রায়েলের প্রভুর বিধান পরিত্যাগ করলেন। ২ আর তাই এমনটি ঘটল যে, রেহোবোয়াম রাজার পঞ্চম বছরে মিশর-রাজ শিশাক যেরুসালেমের বিরুদ্ধে রণ-অভিযান চালালেন, কারণ যেরুসালেম-অধিবাসীরা প্রভুর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছিল। ৩ সেই রাজার সঙ্গে বারোশ' রথ ও ছ'হাজার অশ্বারোহী ছিল। মিশর থেকে যারা তাঁর সঙ্গে এল, সেই লুবীয়, সুক্কীয় ও ইথিওপীয় লোকেরা অসংখ্যই ছিল।

৪ তিনি যুদার প্রাচীরে ঘেরা নগরগুলো হস্তগত করে যেরুসালেম পর্যন্তই এলেন। ৫ তখন শেমাইয়া নবী রেহোবোয়ামের কাছে ও যুদার যে সেনানায়কেরা শিশাকের ভয়ে যেরুসালেমে জড় হয়েছিলেন, তাঁদের কাছে এসে বললেন, 'প্রভু একথা বলছেন: তোমরা আমাকে ছেড়েছ, তাই আমিও তোমাদের শিশাকের হাতে ছেড়ে দিলাম।'
৬ তখন ইস্রায়েলের সেনানায়কেরা ও রাজা নিজেদের অবনমিত করলেন, তাঁরা বললেন, 'প্রভু ধর্মময়!' ৭ যখন প্রভু দেখলেন যে, তাঁরা নিজেদের অবনমিত করেছেন, তখন প্রভুর এই বাণী শেমাইয়ার কাছে এসে উপস্থিত হল, 'তারা নিজেদের অবনমিত করেছে, আমিও তাদের বিনাশ করব না; এমনকি, অল্পকালের মধ্যে তাদের রেহাই দেব; শিশাকের হাত দ্বারা আমার রোষ যেরুসালেমের উপরে বর্ষিত হবে না। ৮ তবু তারা তার বশ্যতা স্বীকার করবে, যেন বুঝতে পারে যে, আমার প্রতি বশ্যতা ও অন্যদেশীয় রাজ্যের প্রতি বশ্যতার মধ্যে পার্থক্য কী।'

৯ মিশর-রাজ শিশাক যেরুসালেমে এসে প্রভুর গৃহের ধন ও রাজপ্রাসাদের ধন লুট করে নিলেন; সমস্ত কিছুই তিনি লুট করে নিলেন, আর সলোমনের তৈরী সোনার ঢালগুলোও কেড়ে নিয়ে গেলেন। ১০ পরে রেহোবোয়াম রাজা সেগুলোর বদলে নানা ব্রঞ্জের ঢাল তৈরি করিয়ে রাজপ্রাসাদের দ্বাররক্ষী পদাতিকদের অধ্যক্ষদের হাতে তা রক্ষণাবেক্ষণের জন্য তুলে দিলেন। ১১ রাজা যখন প্রভুর গৃহে প্রবেশ করতেন, তখন ওই পদাতিকেরা সেই সকল ঢাল ধরত, পরে পদাতিকদের ঘরে তা ফিরিয়ে নিত।

রেহোবোয়ামের রাজ্য সম্বন্ধে পর্যালোচনা

১২ রেহোবোয়াম নিজেকে অবনমিত করেছিলেন বিধায় প্রভুর ক্রোধ তাঁর কাছ থেকে চলে গেল, তাঁর সর্বনাশ ঘটাল না। এমনকি, যুদার মধ্যে মঙ্গলকর কিছু ঘটনাও ঘটল। ১৩ রেহোবোয়াম যেরুসালেমে নিজেকে বলবান করে

রাজত্ব করলেন। রেহোবোয়াম একচল্লিশ বছর বয়সে রাজ্যভার গ্রহণ করেন; প্রভু নিজের নাম অধিষ্ঠিত করার
উদ্দেশ্যে ইস্রায়েলের সমস্ত গোষ্ঠীর মধ্য থেকে যে নগরী বেছে নিয়েছিলেন, সেই যেরুসালেমে রেহোবোয়াম সতেরো
বছর রাজত্ব করেন; তাঁর মাতার নাম নায়ামা, তিনি আম্মোনীয়া। ১৪ রেহোবোয়াম প্রভুর অন্বেষায় নিজের হৃদয় নিবদ্ধ
রাখেননি বলে যা অন্যায় তেমন কাজই করলেন।
১৫ রেহোবোয়ামের কর্মকীর্তি—প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত তাঁর যত কর্মকীর্তি—শেমাইয়া নবীর পুস্তকে ও ইদ্দো
দৈবদ্রষ্টার বংশতালিকায় কি লিপিবদ্ধ নেই? রেহোবোয়াম ও যেরবোয়ামের মধ্যে অবিরতই যুদ্ধ হল। ১৬ পরে
রেহোবোয়াম তাঁর পিতৃপুরুষদের সঙ্গে নিদ্রা গেলেন; তাঁকে দাউদ-নগরীতে সমাধি দেওয়া হল; আর তাঁর সন্তান
আবিয়া তাঁর পদে রাজা হলেন।

আবিয়ার রাজ্য

১৩ যেরবোয়াম রাজার অষ্টাদশ বছরে আবিয়া যুদার উপরে রাজ্যভার গ্রহণ করে ২ যেরুসালেমে তিন বছর রাজত্ব
করেন; তাঁর মাতার নাম মিখাইয়া, তিনি গিবেয়ানীয় উরিয়েলের কন্যা। আবিয়া ও যেরবোয়ামের মধ্যে যুদ্ধ হল।
৩ আবিয়া চার লক্ষ সেরা যোদ্ধার সঙ্গে যুদ্ধে নামলেন; যেরবোয়াম আট লক্ষ সেরা শক্তিশালী বীরপুরুষের সঙ্গে তাঁর
বিরুদ্ধে সৈন্যশ্রেণী বিন্যাস করলেন।
৪ আবিয়া এফ্রাইমের পার্বত্য অঞ্চলের সেমারাইম পর্বতের উপরে স্থান নিলেন। তিনি চিৎকার করে বললেন, 'হে
যেরবোয়াম, তুমি ও গোটা ইস্রায়েল আমার কথা শোন। ৫ তোমরা কি একথা জান না যে, ইস্রায়েলের পরমেশ্বর প্রভু
ইস্রায়েলের রাজ্য চিরকালের জন্য দাউদকে দিয়েছেন; অলঙ্ঘ্য সন্ধি দ্বারাই তাঁকে ও তাঁর সন্তানদের দিয়েছেন?
৬ অথচ দাউদের সন্তান সলোমনের দাস যে নেবাটের সন্তান যেরবোয়াম, সেই লোক উঠে নিজের প্রভুর বিদ্রোহী হল।
৭ তার পক্ষে এমন লোক একত্র হল, যারা পাষণ্ড ও বুদ্ধিহীন; তারা সলোমনের সন্তান রেহোবোয়ামের বিরুদ্ধে
নিজেদের বলবান করল। সেসময়ে রেহোবোয়াম যুবা ও অস্থিরমনা ছিলেন, তাদের সামনে দাঁড়াতে পারলেন না।
৮ আর এখন তোমরাও, প্রভুর যে রাজ্য দাউদের সন্তানদের হাতে রয়েছে, তার সামনে রুখে দাঁড়াবে বলে মনস্থ
করছ; তোমরা বিপুল লোকারণ্যই বটে, এবং সেই দুই সোনার বাছুরও তোমাদের সঙ্গে আছে, যা যেরবোয়াম
তোমাদের জন্য দেবতারূপে তৈরি করেছে। ৯ তোমরা কি প্রভুর যাজকদের—আরোনেরই সন্তানদের—ও লেবীয়দের
দূর করনি? আর শুধু তা নয়, তোমরা কি অন্যদেশীয় জাতিদের মত নিজেদের জন্য নানা যাজকও নিযুক্ত করনি?
একটা বাছুর ও সাতটা ভেড়া সঙ্গে নিয়ে যে কেউ অভিষিক্ত হবার জন্য হাজির হয়, সে ওদেরই যাজক হতে পারে
যারা ঈশ্বর নয়। ১০ কিন্তু আমরা তেমন নই; প্রভুই আমাদের পরমেশ্বর! আমরা তাঁকে ত্যাগ করিনি, এবং যে
যাজকেরা প্রভুর উপাসনা-কর্ম পালন করছে, তারা আরোনেরই সন্তান, এবং যারা সেবাকর্মে নিযুক্ত, তারা লেবীয়:
১১ তারা প্রভুর উদ্দেশে প্রতিদিন সকালে ও সন্ধ্যায় আহুতিবলি পুড়িয়ে দেয় ও সুগন্ধি ধূপ জ্বালায়, শুচি মেজের উপরে
ভোগ-রুটি সাজিয়ে রাখে, এবং প্রতিটি সন্ধ্যাকালে জ্বালাবার জন্য প্রদীপ ও সোনার দীপাধারগুলো প্রস্তুত করে;
বাস্তবিকই আমরা আমাদের পরমেশ্বর প্রভুর আদেশ রক্ষা করি, কিন্তু তোমরা তাঁকে ত্যাগ করেছ। ১২ দেখ, আমাদের
সঙ্গে অগ্রনেতারূপে স্বয়ং পরমেশ্বর আছেন; তাঁর যাজকেরা তাদের রণ-তুরিতে তোমাদের বিরুদ্ধে রণনিনাদ তুলতে
উদ্যত হচ্ছে। হে ইস্রায়েল সন্তানেরা, তোমাদের পিতৃপুরুষদের পরমেশ্বর প্রভুর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করো না, কারণ তোমরা
কৃতকার্য হবেই না।'
১৩ যেরবোয়াম পিছন থেকে তাদের আক্রমণ করার জন্য এক দল সৈন্য পাঠালেন তারা যেন ওত পেতে থাকে;
তাই তাঁর লোকেরা যুদার সামনে ও সেই ওত পেতে থাকা দল পিছনে ছিল। ১৪ যখন যুদার লোকেরা মুখ ফেরাল,
তখন দেখল যে, আগে পিছনে দু'দিক থেকেই তাদের আক্রমণ করা হচ্ছে; তারা চিৎকার করে প্রভুকে ডাকল,
যাজকেরা তুরি বাজাল ১৫ এবং যুদার লোকেরা সকলে রণনিনাদ তুলল। যুদার লোকেরা রণনিনাদ তুলতে তুলতেই
পরমেশ্বর আবিয়ার ও যুদার চোখের সামনে যেরবোয়ামকে ও সমস্ত ইস্রায়েলকে পরাস্ত করলেন। ১৬ তাই ইস্রায়েল
সন্তানেরা যুদার চোখের সামনে পালিয়ে গেল, এবং পরমেশ্বর ওদের তাদের হাতে তুলে দিলেন। ১৭ আবিয়া ও তাঁর
লোকেরা ভারী আঘাত হেনেই ওদের পরাজিত করলেন: হ্যাঁ, ইস্রায়েলের পাঁচ লক্ষ সেরা যোদ্ধা মারা পড়ল।
১৮ এইভাবে সেসময়ে ইস্রায়েল সন্তানদের নত করা হল ও যুদা-সন্তানেরা বিজয়ী হয়ে উঠল, কেননা তারা তাদের
পিতৃপুরুষদের পরমেশ্বর প্রভুর উপরে নির্ভর করেছিল। ১৯ আবিয়া যেরবোয়ামকে ধাওয়া করে তাঁর এই সকল শহর
হস্তগত করলেন, যথা: বেথেল ও তার উপনগরগুলো, যেশানা ও তার উপনগরগুলো এবং এফ্রোন ও তার
উপনগরগুলো।
২০ আবিয়ার জীবনকালে যেরবোয়ামের আর কোন বল থাকল না; প্রভু তাঁকে আঘাত করলেন আর তিনি
মরলেন। ২১ কিন্তু আবিয়া বলবান হয়ে উঠলেন; তিনি চৌদ্দজন স্ত্রী নিলেন ও বাইশজন পুত্রসন্তান ও ষোলজন
কন্যার পিতা হলেন।
২২ আবিয়ার বাকি যত কর্মকীর্তি, তাঁর সমস্ত কর্মবিবরণ ও উক্তি ইদ্দো নবীর ব্যাখ্যা-গ্রন্থে লিপিবদ্ধ রয়েছে।
২৩ পরে আবিয়া তাঁর পিতৃপুরুষদের সঙ্গে নিদ্রা গেলেন; তাঁকে দাউদ-নগরীতে সমাধি দেওয়া হল, আর তাঁর সন্তান
আসা তাঁর পদে রাজা হলেন।

আসার রাজ্য

তাঁর আমলে দশ বছর ধরে দেশ স্বস্তি ভোগ করল।
১৪ আসা তাঁর পরমেশ্বর প্রভুর দৃষ্টিতে যা মঙ্গলময় ও ন্যায় তেমন কাজই করলেন। [২] তিনি বিজাতীয় যত যজ্ঞবেদি
ও উচ্চস্থান উঠিয়ে ফেললেন, স্মৃতিস্তম্ভগুলো টুকরো টুকরো করলেন ও পবিত্র দণ্ডগুলো উচ্ছেদ করলেন। [৩] তিনি
যুদার লোকদের তাদের পিতৃপুরুষদের পরমেশ্বর প্রভুর অন্বেষণ করতে ও তাঁর বিধান ও আজ্ঞা পালন করতে প্রেরণা
দিলেন। [৪] যুদার সমস্ত শহরের মধ্য থেকে তিনি উচ্চস্থান ও সূর্য-প্রতিমাগুলো উঠিয়ে ফেললেন। তাঁর আমলে রাজ্য
স্বস্তি ভোগ করল।

[৫] তিনি যুদায় প্রাচীরে ঘেরা নগরগুলো পুনর্নির্মাণ করলেন, কেননা দেশ স্বস্তি ভোগ করছিল আর সেই বছরগুলো
ধরে দেশের বিরুদ্ধে কোন যুদ্ধ হল না, যেহেতু প্রভু তাঁকে বিশ্রাম মঞ্জুর করেছিলেন। [৬] তাই তিনি যুদাকে বললেন,
‘এসো, এই সকল শহর পুনর্নির্মাণ করি, তাদের চারদিকে প্রাচীর, দুর্গ, নগরদ্বার ও অর্গল নির্মাণ করি; দেশ তো
এখন পর্যন্ত আমাদের হাতেই রয়েছে, কেননা আমরা আমাদের পরমেশ্বর প্রভুর অন্বেষণ করেছি; হ্যাঁ, আমরা তাঁর
অন্বেষণ করেছি আর তিনি আমাদের চারদিকে বিশ্রাম মঞ্জুর করেছেন।’ তাই তারা শহরগুলো পুনর্নির্মাণ করল ও
সমৃদ্ধি ভোগ করল।

[৭] আসার বড় বড় ঢাল ও বর্শাধারী বহু সৈন্য ছিল, তারা ছিল যুদার মানুষ, সংখ্যায় তিন লক্ষ; আবার তাঁর ছিল
বেঞ্জামিনের দু’লক্ষ আশি হাজার লোক, তারা ছোট ঢালে ও ধনুকে সজ্জিত ছিল: সকলেই শক্তিশালী বীর।
[৮] ইথিওপীয় জেরাহ্ দশ লক্ষ সৈন্য ও তিনশ’টা রথ সঙ্গে নিয়ে তাদের বিরুদ্ধে বেরিয়ে মারেসা পর্যন্ত এগিয়ে এলেন।
[৯] আসা তাঁর বিরুদ্ধে বের হলেন; ওরা মারেসার কাছে অবস্থিত সেফাথা উপত্যকায় সৈন্যশ্রেণী বিন্যাস করল।
[১০] আসা তাঁর পরমেশ্বর প্রভুকে ডাকলেন, বললেন, ‘প্রভু, তুমি ছাড়া এমন আর কেউই নেই যে বলবানের ও
বলহীনের মধ্যে হস্তক্ষেপ করে; হে আমাদের পরমেশ্বর প্রভু, আমাদের সাহায্য কর, কেননা তোমার উপরে নির্ভর
করে আমরা তোমার নামে এই বিপুল জনসমারোহের সম্মুখীন হয়েছি। প্রভু, তুমি আমাদের পরমেশ্বর, তোমার
বিরুদ্ধে মর্তমানুষ প্রবল না হোক!’ [১১] তখন প্রভু আসা ও যুদার সামনে ইথিওপীয়দের পরাস্ত করলেন; ফলে
ইথিওপীয়েরা পালিয়ে গেল, [১২] আর আসা ও তাঁর সঙ্গীরা গেরার পর্যন্ত তাদের পিছনে ধাওয়া করলেন। এত
ইথিওপীয় মারা পড়ল যে, তারা আর সবল হয়ে উঠতে পারল না, কারণ প্রভু ও তাঁর সেনাবাহিনী দ্বারা তারা টুকরো
টুকরো হয়ে গেল। লোকেরা অতিপ্রচুর লুটের মাল নিল। [১৩] তারা গেরারের চারদিকের সমস্ত শহর আঘাত করল,
কেননা প্রভুর ভয় ওদের উপরে নেমে পড়েছিল; আর যে সকল শহরে লুট করার মত বেশ কিছু ছিল, তারা সেই
শহরগুলোও লুট করল। [১৪] তারা রাখালদের তাঁবুগুলোর উপরেও ঝাঁপিয়ে পড়ল, এবং বহু বহু মেষ ও উট কেড়ে
নিয়ে যেরুসালেমে ফিরে গেল।
১৫ পরমেশ্বরের আত্মা ওদেদের সন্তান আজারিয়ার উপরে প্রবলভাবে নেমে পড়ল। [২] তিনি আসার সঙ্গে সাক্ষাৎ
করতে গেলেন; গিয়ে তাঁকে বললেন, ‘হে আসা, তোমরাও, হে যুদা ও বেঞ্জামিনের সকল লোক, আমার কথা শোন:
তোমরা যতদিন প্রভুর সঙ্গে থাক, ততদিন তিনিও তোমাদের সঙ্গে থাকবেন। তোমরা তাঁর অন্বেষণ করলে তিনি
তোমাদের তাঁর উদ্দেশ পেতে দেবেন; কিন্তু যদি তাঁকে ত্যাগ কর, তবে তিনি তোমাদের ত্যাগ করবেন। [৩] বহুদিন
ধরে ইস্রায়েল সত্যকার ঈশ্বরবিহীন, শিক্ষাদায়ক যাজকবিহীন ও বিধানবিহীন ছিল; [৪] কিন্তু সঙ্কটে যখন তারা
ইস্রায়েলের পরমেশ্বর প্রভুর প্রতি ফিরে তাঁর অন্বেষণ করল, তখন তিনি তাদের তাঁর উদ্দেশ পেতে দিলেন।
[৫] সেসময় পরিভ্রমণ করত যারা, তাদের কারও জন্য নিরাপত্তা ছিল না; দেশ-নিবাসী সকলের মধ্যে বড় অস্থিরতা
বিরাজ করত। [৬] এক দেশ অন্য দেশ দ্বারা, ও এক শহর অন্য শহর দ্বারা চূর্ণ হত, কেননা পরমেশ্বর সবরকম সঙ্কট
দ্বারা তাদের আঘাত করতেন। [৭] সুতরাং তোমরা বলবান হও, তোমাদের হাত দুর্বল না হোক, কেননা তোমাদের
কাজের মজুরি হবেই।’

[৮] যখন আসা এই সমস্ত কথা ও নবীর এই বাণী শুনলেন, তখন তিনি সাহস পেয়ে যুদা ও বেঞ্জামিনের সমস্ত দেশ
থেকে এবং এফ্রাইমের পার্বত্য অঞ্চলে তিনি যে সকল শহর হস্তগত করেছিলেন, সেই সকল শহর থেকে যত ঘৃণ্য বস্তু
দূর করলেন এবং প্রভুর গৃহের বারান্দার সামনে প্রভুর যে বেদি ছিল, তা মেরামত করালেন। [৯] তিনি সমস্ত যুদা ও
বেঞ্জামিনকে এবং এফ্রাইম, মানাসে ও সিমেয়োন থেকে আসা যত লোক তাদের মধ্যে প্রবাসী হয়ে ছিল তাদের
সকলকে জড় করলেন; কেননা তাঁর পরমেশ্বর প্রভু তাঁর সঙ্গে আছেন দে’খে, ইস্রায়েল থেকে বহু লোক এসে তাঁর
পক্ষে যোগ দিয়েছিল। [১০] আসার রাজত্বকালের পঞ্চদশ বছরের তৃতীয় মাসে লোকেরা যেরুসালেমে এসে একত্রে
সম্মিলিত হল। [১১] সেদিন তারা কেড়ে নেওয়া লুটের মাল থেকে সাতশ’টা বলদ ও সাত হাজার মেষ প্রভুর উদ্দেশে
বলিদান করল। [১২] পরে তারা এই সন্ধিতে নিজেদের আবদ্ধ করল যে, তাদের সমস্ত হৃদয় ও সমস্ত প্রাণ দিয়ে তাদের
পিতৃপুরুষদের পরমেশ্বর প্রভুর অন্বেষণ করবে: [১৩] ছোট কি বড়, নর কি নারী, যে কেউ ইস্রায়েলের পরমেশ্বর প্রভুর
অন্বেষণ করবে না, তার প্রাণদণ্ড হবে। [১৪] তারা উচ্চকণ্ঠে জয়ধ্বনি তুলে তুরি ও শিঙা বাজিয়ে প্রভুর সামনে শপথ
করল। [১৫] এই শপথের জন্য সমস্ত যুদা আনন্দ করল, কেননা তারা তাদের সমস্ত হৃদয় দিয়েই শপথ করেছিল। তারা
এমন একাগ্রতার সঙ্গে প্রভুর অন্বেষণ করল যে, তিনি তাদের তাঁর উদ্দেশ পেতে দিলেন। তাই প্রভু চারদিকে তাদের
বিশ্রাম মঞ্জুর করলেন।

১৬ আসা রাজার মাতা মায়াখা আশেরা-দেবীর উদ্দেশে ভীষণ একটা জঘন্য বস্তু তৈরি করেছিলেন বিধায় আসা
তাঁকে মাতারানীর মর্যাদা থেকে বঞ্চিত করলেন; আসা তাঁর সেই জঘন্য বস্তু নামিয়ে দিয়ে চূর্ণ করলেন ও কেদ্রোন
খরস্রোতের ধারে তা পুড়িয়ে দিলেন। ১৭ ইস্রায়েলের মধ্য থেকে উচ্চস্থানগুলি দূর করা না হলেও তবু আসার হৃদয়
সারা জীবন ধরে একনিষ্ঠ ছিল। ১৮ তিনি তাঁর পিতা দ্বারা পবিত্রীকৃত ও নিজের দ্বারা পবিত্রীকৃত রুপো, সোনা ও
পাত্রগুলো পরমেশ্বরের গৃহে আনালেন। ১৯ আসার রাজত্বকালের পঞ্চত্রিংশ বছর পর্যন্ত আর কোন যুদ্ধ হল না।
১৬ আসার রাজত্বকালের ষটত্রিংশ বছরে ইস্রায়েল-রাজ বায়াশা যুদার বিরুদ্ধে রণ-অভিযান চালালেন; যুদা-রাজ
আসার সঙ্গে যোগাযোগ রোধ করার উদ্দেশ্যে তিনি রামা প্রাচীরবেষ্টিত করলেন। ২ তখন আসা প্রভুর গৃহের ও
রাজপ্রাসাদের ভাণ্ডার থেকে রুপো ও সোনা বের করে দামাস্কাস-নিবাসী আরাম-রাজ বেন্-হাদাদের কাছে এই বলে
পাঠিয়ে দিলেন: ৩ ‘আমার ও আপনার মধ্যে, আমার পিতা ও আপনার পিতার মধ্যে সন্ধি হোক; দেখুন, আমি
আপনার কাছে রুপো ও সোনা পাঠাচ্ছি; আপনি গিয়ে, ইস্রায়েল-রাজ বায়াশার সঙ্গে আপনার যে সন্ধি আছে, তা ভঙ্গ
করুন, তাহলে সে আমাকে ছেড়ে চলে যাবে।’ ৪ বেন্-হাদাদ আসা রাজার কথায় কান দিলেন: তিনি ইস্রায়েলের
শহরগুলোর বিরুদ্ধে তাঁর সেনাপতিদের পাঠালেন, এবং তারা ইয়োন, দান, আবেল-মাইম ও নেফ্‌তালির সমস্ত
ভাণ্ডার-নগর দখল করল। ৫ কথাটা শুনে বায়াশা রামার প্রাচীরবেষ্টনীর কাজ বন্ধ করে তাঁর সেই কাজ ছেড়ে দিলেন।
৬ পরে আসা রাজা গোটা যুদাকে একত্রে সমবেত করলেন, রামায় বায়াশা যে পাথর ও কাঠ দিয়ে প্রাচীরবেষ্টনী
দিচ্ছিলেন, তারা সেইসব নিয়ে গেল আর আসা রাজা সেগুলো দিয়ে গেবা ও মিস্পা প্রাচীরবেষ্টিত করলেন।
৭ সেসময়েই হানানি দৈবদ্রষ্টা যুদা-রাজ আসার কাছে এসে বললেন, ‘আপনি আপনার পরমেশ্বর প্রভুর উপরে
নির্ভর না করে আরাম-রাজের উপরে নির্ভর করলেন বিধায় আরাম-রাজের সৈন্য আপনার হাত এড়াবে। ৮ ইথিওপীয়
ও লিবীয়দের কি বিরাট সৈন্যদল এবং বহু বহু রথ ও অশ্বারোহী ছিল না? অথচ আপনি প্রভুর উপরে নির্ভর করায়
তিনি তাদের আপনার হাতে তুলে দিয়েছিলেন। ৯ বাস্তবিকই প্রভুর প্রতি যাদের হৃদয় একনিষ্ঠ, তাদের পক্ষে নিজেকে
শক্তিশালী দেখাবার জন্য প্রভুর চোখ পৃথিবীর সর্বত্রই ভ্রমণ করে। এই ব্যাপারে আপনি নির্বোধের মত কাজ করেছেন,
তাই এখন থেকে আপনাকে যুদ্ধের পর যুদ্ধ ভোগ করতে হবে।’ ১০ আসা দৈবদ্রষ্টার প্রতি ক্ষুব্ধ হয়ে তাঁকে কারাগারে
রাখলেন, কেননা সেই কথার জন্য তিনি তাঁর উপরে ক্রুদ্ধ হয়েছিলেন। সেসময় আসা জনগণের বেশ কয়েকজনের
প্রতিও দুর্ব্যবহার করলেন।
১১ দেখ, আসার কর্মকীর্তি—প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত তাঁর যত কর্মকীর্তি—যুদা ও ইস্রায়েল-রাজার
ইতিহাস-পুস্তকে লিপিবদ্ধ রয়েছে। ১২ আসার রাজত্বকালের ঊনচত্বারিংশ বছরে তাঁর পায়ে ভীষণ রোগ হয়; তাঁর সেই
অসুস্থতার সময়েও তিনি প্রভুর অন্বেষণ না করে বরং তাঁর চিকিৎসকদের অন্বেষণ করলেন। ১৩ পরে আসা তাঁর
পিতৃপুরুষদের সঙ্গে নিদ্রা গেলেন, তাঁর রাজত্বকালের একচত্বারিংশ বছরে প্রাণত্যাগ করলেন। ১৪ দাউদ-নগরীতে
তিনি নিজের জন্য যে সমাধিগুহা খনন করেছিলেন, তাঁকে তার মধ্যে সমাধি দেওয়া হল, এবং এমন শয্যায় তাঁকে
শুইয়ে রাখা হল, যা সুগন্ধি-প্রস্তুতকারকের প্রক্রিয়ায় প্রস্তুত করা নানা প্রকার গন্ধদ্রব্যে পরিপূর্ণ ছিল; তাঁর জন্য বড়
দাহ-অনুষ্ঠানও করা হল।

যোসাফাতের রাজ্য

১৭ যখন তাঁর সন্তান যোসাফাৎ তাঁর পদে রাজা হলেন, তখন ইস্রায়েলের বিরুদ্ধে নিজেকে দৃঢ় করলেন। ২ তিনি
যুদার সকল দুর্গে সৈন্যদের মোতায়েন রাখলেন, এবং যুদা এলাকায় ও এফ্রাইমের যে সকল শহর তাঁর পিতা আসা
দখল করেছিলেন, সেই সকল শহরে সৈন্যদল মোতায়েন রাখলেন।
৩ প্রভু যোসাফাতের সঙ্গে ছিলেন, কারণ তিনি তাঁর পূর্বপুরুষ দাউদের প্রথম দিনগুলির পথে চললেন ও
বায়াল-দেবদের অন্বেষণ করলেন না, ৪ বরং ইস্রায়েলের অনুকরণ না করে তাঁর পৈতৃক পরমেশ্বরেরই অন্বেষণ
করলেন ও তাঁর সকল আজ্ঞা পথে চললেন। ৫ প্রভু তাঁর হাতে রাজ্য দৃঢ়প্রতিষ্ঠিত করলেন, আর গোটা যুদা
যোসাফাতের কাছে এতগুলো উপহার আনল যে, তাঁর ধন ও গৌরব অধিক বৃদ্ধি পেল। ৬ প্রভুর অনুসরণে তাঁর হৃদয়
বলবান হল; তিনি যুদার মধ্য থেকে উচ্চস্থানগুলো ও পবিত্র দণ্ডগুলো নিশ্চিহ্ন করলেন।
৭ তাঁর রাজত্বকালের তৃতীয় বছরে তিনি যুদার সকল শহরে সদুপদেশ দিতে প্রধান কর্মচারীদের, যথা
বেন্-হাইল, ওবাদিয়া, জাখারিয়া, নেথানেল ও মিখাইয়াকে পাঠালেন। ৮ তাঁদের সঙ্গে কয়েকজন লেবীয়কে, যথা
শেমাইয়া, নেথানিয়া, জেবাদিয়া, আসাহেল, শেমিরামোৎ, যেহোনাথান, আদোনিয়া, তোবিয়াসকে এবং যাজক
এলিসামা ও যেহোরামকে পাঠালেন। ৯ তাঁরা প্রভুর বিধান-পুস্তক সঙ্গে নিয়ে যুদায় সদুপদেশ দিতে লাগলেন ও যুদার
শহরে শহরে গিয়ে লোকদের উপদেশ দিলেন।
১০ যুদার চতুর্দিকের যত দেশ ছিল, সেই দেশগুলোর সকল রাজ্যের উপর প্রভু থেকে এমন ভয় নেমে পড়ল যে,
তারা যোসাফাতের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করল না। ১১ ফিলিস্তীনিদেরও কেউ কেউ যোসাফাতের কাছে নানা উপহার ও রাশি
রাশি রুপো আনল; আরবীয়েরাও তাঁর কাছে পশুপাল, সাত হাজার সাতশ’টা মেষ ও সাত হাজার সাতশ’টা ছাগ
আনল।
১২ যোসাফাৎ উত্তরোত্তর মহীয়ান হয়ে উঠলেন। যুদায় অনেক দুর্গ ও ভাণ্ডার-নগর নির্মাণ করলেন, ১৩ এবং যুদার
শহরগুলোর মধ্যে তাঁর অনেক সরবরাহ-কেন্দ্র ছিল। যেরুসালেমে তাঁর শক্তিশালী বীরযোদ্ধারা থাকত। ১৪ তাদের

পিতৃকুল অনুসারে তাদের লোকগণনা এই: যুদার সহস্রপতিদের মধ্যে আদ্না সেনাপতি ছিলেন, তাঁর সঙ্গে ছিল তিন
লক্ষ শক্তিশালী বীর। ১৫ তাঁর অধীনে যেহোহানান সেনাপতি, তাঁর সঙ্গে দু'লক্ষ আশি হাজার লোক। ১৬ তাঁর অধীনে
জিখ্রির সন্তান আমাসিয়া; লোকটি প্রভুর উদ্দেশে নিজেকে স্বেচ্ছায় উৎসর্গ করেছিলেন; তাঁর সঙ্গে ছিল দু'লক্ষ
শক্তিশালী বীর। ১৭ আর বেঞ্জামিনের পক্ষ থেকে শক্তিশালী বীর এলিয়াদা, যাঁর সঙ্গে ছিল ঢাল-সজ্জিত দু'লক্ষ
তীরন্দাজ। ১৮ তাঁর অধীনে যেহোজাবাদ; তাঁর সঙ্গে যুদ্ধের জন্য সজ্জিত এক লক্ষ আশি হাজার লোক ছিল। ১৯ এঁরা
রাজার পরিচর্যায় ছিলেন; আর এঁদের কথা বাদে রাজা যুদার সর্বত্র প্রাচীরবেষ্টিত নগরগুলিতে সৈন্যদলও মোতায়েন
রাখলেন।
১৮ যোসাফাতের যথেষ্ট ঐশ্বর্য ও গৌরব থাকলেও তিনি আহাবের সঙ্গে আত্মীয়তা করলেন। ২ কয়েক বছর পরে
তিনি সামারিয়াতে আহাবের কাছে গেলেন, আর আহাব তাঁর জন্য ও তাঁর সঙ্গী লোকদের জন্য বহু মেষ ও বলদ
মারলেন, এবং রামোৎ-গিলেয়াদ আক্রমণ করতে তাঁকে প্ররোচিত করলেন। ৩ তখন ইস্রায়েল-রাজ আহাব যুদা-রাজ
যোসাফাৎকে বললেন, 'আপনি আমার সঙ্গে কি রামোৎ-গিলেয়াদ আক্রমণ করতে আসবেন?' তিনি উত্তর দিলেন,
'আমি ও আপনি, আমার লোক ও আপনার লোক, সবই এক! আমরা যুদ্ধে আপনার সঙ্গী হব।' ৪ যোসাফাৎ
ইস্রায়েল-রাজাকে বললেন, 'আজই প্রভুর অভিমত যাচ্না করুন।' ৫ ইস্রায়েলের রাজা নবীদের—সংখ্যায়
চারশ'জনকে—একত্রে সমবেত করে জিজ্ঞাসা করলেন, 'আমাদের কি রামোৎ-গিলেয়াদের বিরুদ্ধে রণ-অভিযান
চালাতে হবে, না আমাকে পিছটান দিতে হবে?' তারা উত্তর দিল, 'রণ-অভিযান চালান; পরমেশ্বর তা মহারাজের
হাতে তুলে দিলেন!' ৬ কিন্তু যোসাফাৎ বললেন, 'যার দ্বারা অভিমত অনুসন্ধান করতে পারি, প্রভুর এমন আর কোন
নবী কি এখানে নেই?' ৭ ইস্রায়েলের রাজা যোসাফাৎকে বললেন, 'যার দ্বারা আমরা প্রভুর অভিমত যাচ্না করতে
পারি, এমন আর একজন আছে; কিন্তু আমি তাকে ঘৃণা করি, কারণ আমার পক্ষে তার কোন বাণী কখনও মঙ্গলসূচক
নয়, সবসময় শুধু অমঙ্গলেরই ভবিষ্যদ্বাণী দেয়; সে ইম্লার ছেলে মিখা।' যোসাফাৎ বললেন, 'মহারাজ এমন কথা
যেন না বলেন!' ৮ তখন ইস্রায়েলের রাজা একজন কর্মচারীকে ডেকে হুকুম দিলেন: 'ইম্লার ছেলে মিখাকে শীঘ্র
আন।'
৯ ইস্রায়েলের রাজা ও যুদা-রাজ যোসাফাৎ দু'জনে নিজ নিজ রাজবসন পরে নিজ নিজ সিংহাসনে আসীন হয়ে
সামারিয়ার নগরদ্বার-প্রবেশস্থানের কাছে খোলা জায়গায় বসে ছিলেন; তাঁদের সামনে নবীরা সকলে আত্মহারা
অবস্থায় ছিল। ১০ কেনায়ানার সন্তান সেদেকিয়া—সে নিজের জন্য লোহার শৃঙ্গযুগল তৈরি করেছিল—বলে উঠল,
'প্রভু একথা বলছেন: এর মত শৃঙ্গযুগল দ্বারা আপনি আরামের বিনাশ সাধন না করা পর্যন্ত গোঁতাবেন।' ১১ নবীরা
সকলে আত্মহারা অবস্থায় একই ধরনের বাণী দিচ্ছিল; তারা বলছিল: 'আপনি রামোৎ-গিলেয়াদ আক্রমণ করুন,
সফল হবেন! কেননা প্রভু তা মহারাজের হাতে তুলে দিলেন।'
১২ যে দূত মিখাকে ডাকতে গিয়েছিল, সে তাঁকে বলল, 'দেখুন, নবীদের যত বাণী একমুখেই রাজার পক্ষে মঙ্গল
পূর্বঘোষণা করছে; আপনার বাণীও ওদের বাণীর মত হোক; আপনিও মঙ্গলসূচক বাণী দিন।' ১৩ মিখা বললেন,
'জীবনময় প্রভুর দিব্যি, আমার পরমেশ্বর যা বলবেন, আমি তাই বলব!' ১৪ তিনি রাজার সামনে এসে উপস্থিত হলে
রাজা তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'মিখা, আমরা রামোৎ-গিলেয়াদকে আক্রমণ করতে যাব, না আমি পিছটান দেব?'
তিনি উত্তর দিয়ে বললেন, 'আক্রমণ চালান, বিজয়ী হবেন, সেখানকার লোকদের আপনাদের হাতে তুলে দেওয়া
হবে!' ১৫ রাজা তাঁকে বললেন, 'তুমি প্রভুর নামে আমাকে সত্যকথা ছাড়া আর কিছুই বলবে না, আমাকে কতবার
এই শপথ তোমাকে করাতে হবে?' ১৬ তিনি উত্তরে বললেন,

'আমি দেখতে পাচ্ছি:
সমস্ত ইস্রায়েল পালকবিহীন মেষপালের মত
পর্বতে পর্বতে বিক্ষিপ্ত হয়ে বেড়াচ্ছে!
প্রভু একথা বলছেন, তাদের জননায়ক নেই;
প্রত্যেকে শান্তিতে যে যার ঘরে ফিরে যাক!'

১৭ ইস্রায়েলের রাজা যোসাফাৎকে বললেন, 'আমি কি আগেই আপনাকে বলছিলাম না যে, লোকটা আমার জন্য
মঙ্গলের নয়, কেবল অমঙ্গলেরই বাণী দেয়?' ১৮ মিখা বলে চললেন, 'এজন্য আপনারা প্রভুর বাণী শুনুন: আমি
দেখতে পেলাম: প্রভু সিংহাসনে আসীন, তাঁর ডান ও বাঁ পাশে স্বর্গের সমস্ত বাহিনী তাঁকে ঘিরে আছে। ১৯ প্রভু
জিজ্ঞাসা করলেন, কে গিয়ে ইস্রায়েল-রাজ আহাবের মন ভোলাবে, সে যেন রণ-অভিযান চালিয়ে রামোৎ-গিলেয়াতে
মারা পড়ে? কেউ এক ধরনের উত্তর দিল, কেউ অন্য ধরনের উত্তর দিল; ২০ শেষে এক আত্মা এগিয়ে এসে প্রভুর
সামনে দাঁড়িয়ে বলল, আমিই তার মন ভোলাব! প্রভু তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, কেমন করে? ২১ সে উত্তর দিল, আমি
গিয়ে তার সকল নবীর মুখে মিথ্যাবাদী আত্মা হব। তিনি বললেন, তুমি নিশ্চয়ই তার মন ভোলাবে, তুমি অবশ্যই
সফল হবে; যাও, সেইমত কর! ২২ সুতরাং দেখুন, প্রভু আপনার এই সকল নবীর মুখে মিথ্যাবাদী আত্মা দিয়েছেন;
কিন্তু আপনার বিষয়ে প্রভু সর্বনাশেরই বাণী দিয়েছেন।'
২৩ তখন কেনায়ানার সন্তান সেদেকিয়া এগিয়ে এসে মিখার গালে চড় মেরে বলল, 'প্রভুর আত্মা তোমার সঙ্গে
কথা বলার জন্য আমার কাছ থেকে কোন্ পথে গিয়েছিল?' ২৪ মিখা বললেন, 'দেখ, যেদিন তুমি নিজেকেই লুকোবার

জন্য এঘর ওঘর করবে, সেইদিন তা জানতে পারবে।’ ২৫ ইস্রায়েলের রাজা বললেন, ‘মিখাকে ধরে আবার শহরের
অধ্যক্ষ আমোনের ও রাজপুত্র যোয়াশের হাতে তুলে দাও। ২৬ তাদের বলবে, রাজা একথা বলছেন: একে কারাগারে
আটকিয়ে রাখ, এবং যে পর্যন্ত আমি নিরাপদে ফিরে না আসি, সেপর্যন্ত একে সামান্য রুটি ও জল ছাড়া আর কিছুই
খেতে দেবে না।’ ২৭ মিখা বললেন, ‘যদি আপনি কোনমতেই নিরাপদে ফিরে আসেন, তবে প্রভু আমার মধ্য দিয়ে
কথা বলেননি।’ তিনি বলে চললেন, ‘হে জাতি সকল, তোমরা সকলে শোন!’
২৮ পরে ইস্রায়েলের রাজা ও যুদা-রাজ যোসাফাৎ রামোৎ-গিলেয়াদের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করলেন। ২৯ ইস্রায়েলের
রাজা যোসাফাৎকে বললেন, ‘আমি অন্য বেশ ধারণ করেই যুদ্ধে নামব, কিন্তু আপনি আপনার রাজবসন পরে
থাকুন।’ তাই ইস্রায়েলের রাজা অন্য বেশ ধারণ করলে তাঁরা যুদ্ধে নামলেন। ৩০ আরামের রাজা তাঁর রথাধ্যক্ষদের
এই আজ্ঞা দিয়েছিলেন: ‘তোমরা কেবল ইস্রায়েলের রাজা ছাড়া ছোট কি বড় কারও সঙ্গেই লড়াই করবে না।’ ৩১ তাই
যোসাফাৎকে দেখামাত্র রথাধ্যক্ষেরা বলল, ‘উনিই অবশ্য ইস্রায়েলের রাজা!’ আর তাই বলে তাঁর সঙ্গে লড়াই করার
জন্য চারদিক দিয়ে তাঁকে ঘিরে ফেলল। কিন্তু যখন যোসাফাৎ নিজের রণধ্বনি তুললেন, তখন প্রভু তাঁকে সাহায্য
করতে এলেন, এবং পরমেশ্বর তাঁর কাছ থেকে তাদের দূরে সরিয়ে দিলেন। ৩২ যখন রথাধ্যক্ষেরা বুঝতে পারল, ইনি
ইস্রায়েলের রাজা নন, তখন তাঁর পিছু ধাওয়াটা বন্ধ করল। ৩৩ কিন্তু একটা লোক দৈবাৎ ধনুক টেনে ইস্রায়েলের
রাজার বর্মের ও বুকপাটার জোড়স্থানে তীর দ্বারা আঘাত করল; রাজা তাঁর রথচালককে বললেন, ‘রথ ফেরাও,
সৈন্যদলের মধ্য থেকে আমাকে বের করে নাও; আমি আহত হয়েছি!’ ৩৪ সেদিন সারাদিন ধরে তুমুল যুদ্ধ হল;
ইস্রায়েলের রাজা আরামীয়দের সামনে সন্ধ্যা পর্যন্ত তাঁর নিজের রথে দাঁড়িয়ে থাকলেন, পরে, সূর্যাস্তের সময়ে, মারা
গেলেন।
১৯ যুদা-রাজ যোসাফাৎ নিরাপদে যেরুসালেমে ঘরে ফিরে গেলেন। ২ হানানির সন্তান যেহু দৈবদ্রষ্টা তাঁর সঙ্গে
সাক্ষাৎ করতে গিয়ে যোসাফাৎ রাজাকে বললেন, ‘দুর্জনকে সাহায্য করা কি উচিত? প্রভুর বিদ্বেষীদের ভালবাসা কি
আপনার উচিত? এজন্য প্রভুর কোপ আপনার উপরে নেমে পড়ছে! ৩ যাই হোক, আপনার মধ্যে ভাল কিছু পাওয়া
গেছে, কেননা আপনি দেশ থেকে পবিত্র দণ্ডগুলো নিশ্চিহ্ন করেছেন এবং আপনার হৃদয়কে প্রভুর অন্বেষণে নিবদ্ধ
করেছেন।’
৪ যোসাফাৎ যেরুসালেমে কিছু সময় থাকার পর আবার বের্‌শেবা থেকে এফ্রাইমের পার্বত্য অঞ্চলে তাঁর নিজের
লোকদের মধ্যে গিয়ে তাদের পিতৃপুরুষদের পরমেশ্বর প্রভুর কাছে তাদের ফিরিয়ে আনলেন। ৫ তিনি দেশের মধ্যে,
যুদার প্রতিটি প্রাচীরে ঘেরা নগরের মধ্যে, শহরে শহরে বিচারক নিযুক্ত করলেন। ৬ সেই বিচারকদের তিনি বললেন,
‘তোমরা যা করবে, বিচার-বিবেচনা করেই কর, কেননা তোমরা মানুষের জন্য নয়, প্রভুর জন্যই বিচার কর, আর
রায় দেওয়ার সময়ে তিনি তোমাদের সঙ্গে থাকবেন। ৭ সুতরাং প্রভুভয় তোমাদের অন্তরে বিরাজ করুক;
বিচার-সম্পাদনে সতর্ক থাক, কেননা আমাদের পরমেশ্বর প্রভুর ক্ষেত্রে অন্যায় বা পক্ষপাত বা উৎকোচ-গ্রহণ চলে
না।’ ৮ প্রভুর মন অনুসারে বিচার করার জন্য ও যেরুসালেম-অধিবাসীদের পক্ষসমর্থনের জন্য যোসাফাৎ
যেরুসালেমেও লেবীয়দের, যাজকদের ও ইস্রায়েলের পিতৃকুলপতিদের কয়েকজনকে নিযুক্ত করলেন। ৯ তাঁদের তিনি
এই আজ্ঞা দিলেন, ‘তোমরা প্রভুভয়ে বিশ্বস্তভাবে ও একনিষ্ঠ হৃদয়ে একাজ কর। ১০ রক্তপাতের বিষয়ে, বিধান বা
আজ্ঞা, বিধি বা নিয়মনীতির বিষয়ে যে কোন বিচারের ব্যাপারে যে যার শহরে অধিবাসী তোমাদের ভাইয়েরা
তোমাদের কাছে আসে, সেবিষয়ে তাদের এমন সদুপদেশ দেবে, যেন তারা প্রভুর সামনে অপরাধী না হয়, পাছে
তোমাদের উপরে ও তোমাদের ভাইদের উপরে তাঁর কোপ নেমে পড়ে। তেমনিই ব্যবহার করলে তোমরা অপরাধী
হবে না। ১১ আর দেখ, ধর্ম-সংক্রান্ত সমস্ত বিচারে প্রধান যাজক আমারিয়া, এবং সামাজিক সমস্ত বিচারে
ইস্‌মায়েলের সন্তান যুদাকুলের জননায়ক জেবাদিয়া তোমাদের চালনা করবে; কর্মসচিব হিসাবে লেবীয়েরা আছে।
সাহস ধর, কাজে নাম। যে কেউ মঙ্গল করবে, প্রভু তারই সঙ্গে থাকুন!’
২০ পরবর্তীকালে মোয়াবীয়েরা ও আম্মোনীয়েরা এবং তাদের সঙ্গে মেউনীয়েরা যোসাফাতের বিরুদ্ধে রণ-অভিযান
চালাল। ২ তখন যোসাফাতের কাছে এই খবর এল, ‘সাগরের ওপার থেকে, এদোম থেকে বিপুল লোকসমারোহ
আপনার বিরুদ্ধে এগিয়ে আসছে। দেখুন, তারা হাৎসাসন-তামারে, অর্থাৎ এন্‌-গেদিতে এসে পৌঁছেছে।’ ৩ ভয়ে
অভিভূত হয়ে যোসাফাৎ প্রভুর উপর নির্ভর করবেন বলে স্থির করলেন, এই মর্মে যুদার সর্বত্রই উপবাস ঘোষণা
করিয়ে দিলেন। ৪ যুদার লোকেরা প্রভুর কাছে সাহায্য যাচ্‌না করার জন্য একত্রে সমবেত হল; যুদার সমস্ত শহর
থেকেই লোকেরা প্রভুর অন্বেষণ করতে এল।
৫ প্রভুর গৃহে, নতুন প্রাঙ্গণের সামনাসামনি, যুদার ও যেরুসালেমের জনসমাবেশের মধ্যে দাঁড়িয়ে যোসাফাৎ
বললেন, ৬ ‘হে আমাদের পিতৃপুরুষদের পরমেশ্বর প্রভু, তুমি কি স্বর্গেশ্বর নও? তুমি কি জাতিগুলোর সমস্ত রাজ্যের
শাসনকর্তা নও? শক্তি ও পরাক্রম তো তোমারই হাতে; তোমার বিরুদ্ধে দাঁড়াবে, তেমন সাধ্য কারও নেই! ৭ হে
আমাদের পরমেশ্বর, তুমিই কি তোমার আপন জনগণ ইস্রায়েলের জন্য এই অঞ্চলের অধিবাসীদের দেশছাড়া করনি?
তুমি কি এই দেশ তোমার বন্ধু আব্রাহামের বংশকেই চিরকালের মত দাওনি? ৮ ইস্রায়েলীয়েরা এই দেশে বসবাস
করেছে, এবং এই দেশে তোমার নামের উদ্দেশে এক পবিত্রধাম গেঁথে তুলে বলেছে: ৯ যদি খড়্গ বা শাস্তি বা
মহামারী বা দুর্ভিক্ষের মত অমঙ্গল আমাদের মাথায় নেমে পড়ে, এবং আমরা এই গৃহের সামনে, তোমারই সামনে

দাঁড়াই—কেননা এই গৃহে তোমার আপন নাম উপস্থিত,—এবং আমাদের সঙ্কটে তোমার কাছে হাহাকার করি,
তাহলে তুমি শুনে ত্রাণকর্ম সাধন করবেই। ১০ এখন দেখ, আম্মোনীয়েরা ও মোয়াবীয়েরা এবং সেইর পর্বতনিবাসীরা,
মিশর দেশ থেকে আসবার সময়ে তুমি ইস্রায়েলকে যাদের দেশ জুড়ে ছড়িয়ে পড়তে দাওনি, বরং এরা ওদের কাছ
থেকে দূরেই থেকেছিল ও ওদের বিনাশ করেনি, ১১ দেখ, ওরা আমাদের কেমন অপকার করছে: তুমি যা আমাদের
জন্য বণ্টন করেছ, তোমার সেই স্বত্বাধিকার থেকে আমাদের দেশছাড়া করতে আসছে। ১২ হে আমাদের পরমেশ্বর,
তুমি কি ওদের বিচার করবে না? আমাদের বিরুদ্ধে ওই যে বিরাট দল আসছে, ওদের বিরুদ্ধে আমরা তো নিরুপায়।
কী করতে হবে, তাও আমরা জানি না; এজন্যই আমরা কেবল তোমারই দিকে চেয়ে আছি।’
১৩ শিশু, স্ত্রীলোক ও ছেলেমেয়েদের সঙ্গে সমস্ত যুদা এইভাবে প্রভুর সামনে দাঁড়িয়ে আছে, ১৪ এমন সময়ে
জনসমাবেশের মধ্যে যাহাজিয়েল নামে একজন লেবীয়ের উপর প্রভুর আত্মা নেমে পড়ল; তিনি আসাফ-গোত্রের
মাত্তানিয়ার প্রপৌত্র যেইয়েলের পৌত্র বেনাইয়ার পুত্র জাখারিয়ার সন্তান। ১৫ তিনি বললেন, ‘হে সমগ্র যুদা, হে
যেরুসালেম-বাসীরা, আর আপনিও, হে মহারাজ যোসাফাৎ, সকলে শোন: প্রভু তোমাদের এই কথা বলছেন, ওই
বিপুল লোকসমারোহকে ভয় পেয়ো না, নিরাশও হয়ো না, কারণ এই যুদ্ধ তোমাদের নয়, পরমেশ্বরেরই ব্যাপার!
১৬ তোমরা আগামীকাল ওদের বিরুদ্ধে নাম; দেখ, ওরা সিস্ চড়াই পথ দিয়ে আসবে। তোমরা ওদের সঙ্গে মিলবে
গিরিখাতের শেষপ্রান্তে, যা যেরুয়েল মরুপ্রান্তরের সামনে। ১৭ সেই মুহূর্তে তোমাদের যুদ্ধ করতে হবে না; তোমরা
সারিবদ্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে থাক, তবেই, হে যুদা, হে যেরুসালেম, তোমরা দেখতে পাবে তোমাদের জন্য প্রভু কেমন
ত্রাণকর্ম সাধন করতে যাচ্ছেন। ভয় পেয়ো না, নিরাশ হয়ো না; আগামীকাল ওদের বিরুদ্ধে অভিযান চালাও, আর
প্রভু তোমাদের সঙ্গে সঙ্গে থাকবেন!’
১৮ যোসাফাৎ মাটিতে অধোমুখ হয়ে প্রণাম করলেন, এবং সমগ্র যুদা ও যেরুসালেম-বাসীরা প্রভুকে পূজা করতে
প্রভুর সামনে মাটিতে লুটিয়ে পড়ল। ১৯ কেহাৎ ও কোরাহ্ উভয় বংশের লেবীয়েরা জোর গলায় ইস্রায়েলের পরমেশ্বর
প্রভুর প্রশংসা করতে উঠে দাঁড়াল।
২০ পরদিন খুব সকালে তারা তেকোয়া মরুপ্রান্তরের দিকে রওনা দিতে প্রস্তুতি নিল। তারা রওনা দিতে উদ্যত
হচ্ছিল এমন সময় যোসাফাৎ উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, ‘হে যুদা, হে যেরুসালেম-বাসীরা, আমার কথা শোন! তোমরা
তোমাদের পরমেশ্বর প্রভুতে আস্থা রাখ, তবেই সুস্থির হবে; তাঁর নবীদের উপরে আস্থা রাখ, তবেই সফল হবে।’
২১ পরে লোকদের সঙ্গে পরামর্শ করে তিনি পবিত্র বসনে ভূষিত প্রভুর গায়কদলকে অস্ত্রসজ্জিত লোকদের পুরোভাগে
রাখলেন, তারা যেন প্রভুর প্রশংসাগান করতে করতে বলে, *প্রভুর স্তবগান কর, তাঁর কৃপা যে চিরস্থায়ী!*
২২ তারা আনন্দগান ও প্রশংসাগান শুরু করামাত্র প্রভু, যুদার বিরুদ্ধে যারা আসছিল, সেই আম্মোনীয়, মোয়াবীয়
ও সেইর-পাহাড়িয়া লোকদের বিরুদ্ধে ফাঁদ ছুড়ে মারলেন, ফলে ওরা পরাস্ত হল, ২৩ কেননা আম্মোনীয়েরা ও
মোয়াবীয়েরা সেইর-পাহাড়িয়া লোকদের বিরুদ্ধে উঠল, বিনাশ-অভিশাপের হাতে তাদের তুলে দিল, এবং সেইরের
লোকদের সংহার করার পর একে অপরকে বিনাশ করার জন্য একে অপরকে সহযোগিতা করল! ২৪ যখন যুদার
লোকেরা সেই উপপর্বতে এসে পৌঁছল যেখান থেকে মরুপ্রান্তর দেখা যায়, তখন সেই লোকসমারোহের দিকে তাকাল,
আর দেখ, মাটিতে শুধু লাশ ছড়িয়ে রয়েছে, কেউই রেহাই পায়নি! ২৫ যোসাফাৎ লুটের মাল নিয়ে যাবার জন্য ওখানে
এসে পৌঁছলে তারা বহু বহু গবাদি পশু, প্রচুর সম্পত্তি, পোশাক ও বহুমূল্য জিনিসপত্র পেল; তারা নিজেদের জন্য
এত ধন নিল যে, সবকিছু নিয়ে যেতে পারল না; সেই লুটের মাল এতই প্রচুর ছিল যে, তা কুড়োতে তাদের তিন দিন
লাগল। ২৬ চতুর্থ দিনে তারা বেরাখা-উপত্যকায় একত্রে সমবেত হল; সেখানে তারা প্রভুকে ধন্য বলল বিধায় সেই
স্থানের নাম বেরাখা রাখল; নামটি আজ পর্যন্তও প্রচলিত। ২৭ পরে যুদা ও যেরুসালেমের সমস্ত লোক, এবং তাদের
আগে আগে যোসাফাৎ, আনন্দে পরিপূর্ণ হয়ে যেরুসালেমে ফিরে গেলেন, কেননা প্রভু তাঁদের শত্রুদের উপরে তেমন
আনন্দ করার সুযোগ দিয়েছিলেন। ২৮ তাঁরা সেতার, বীণা ও তুরি বাজাতে বাজাতে যেরুসালেমে, প্রভুর গৃহেই
এলেন। ২৯ প্রভু ইস্রায়েলের শত্রুদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছেন, এই জনরব অন্য দেশীয় সকল রাজ্যের লোক শুনলে
ঈশ্বরভয় তাদের মাঝে ছড়িয়ে পড়ল। ৩০ এইভাবে যোসাফাতের রাজ্য নিরাপদ হল, তাঁর পরমেশ্বর চারদিকে তাঁকে
বিশ্রাম মঞ্জুর করলেন।
৩১ যোসাফাৎ যুদার উপরে রাজত্ব করলেন। তিনি পঁয়ত্রিশ বছর বয়সে রাজ্যভার গ্রহণ করে যেরুসালেমে পঁচিশ
বছর রাজত্ব করেন; তাঁর মাতার নাম আজুবা, তিনি শিল্‌হির কন্যা। ৩২ যোসাফাৎ তাঁর পিতা আসার পথে চললেন,
সেই পথ থেকে সরে না গিয়ে প্রভুর দৃষ্টিতে যা ন্যায় তেমন কাজই করলেন; ৩৩ কিন্তু তবুও উচ্চস্থানগুলি নিশ্চিহ্ন করা
হল না: লোকেরা তখনও তাদের পিতৃপুরুষদের পরমেশ্বরের প্রতি হৃদয় নিবদ্ধ রাখল না।
৩৪ দেখ, যোসাফাতের বাকি যত কর্মকীর্তি—প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত তাঁর যত কর্মকীর্তি—ইস্রায়েল-রাজাদের
ইতিহাস-পুস্তকের অন্তর্ভুক্ত হানানির সন্তান যেহুর পুস্তকে লিপিবদ্ধ রয়েছে।
৩৫ পরে যুদা-রাজ যোসাফাৎ ইস্রায়েল-রাজ আহাজিয়ার মিত্র হলেন, সেই লোক দুরাচারী; ৩৬ তিনি তার্সিসে
যাবার জন্য জাহাজ তৈরি করতে তাঁকে সহযোগিতা করলেন, আর তাঁরা এৎসিয়োন-গেবেরে সেই জাহাজগুলো তৈরি
করলেন। ৩৭ কিন্তু মারেসীয় দোদাবাহ্‌র সন্তান এলিয়েজের যোসাফাতের বিরুদ্ধে এই ভবিষ্যদ্বাণী দিলেন: ‘আপনি

আহাজিয়ার মিত্র হলেন, তাই প্রভু আপনার সমস্ত প্রচেস্টা একেবারে ব্যর্থ করলেন।’ হ্যাঁ, ওই সকল জাহাজ ভেঙে
গেল, তার্সিসে কখনও যেতে পারল না।
২১ পরে যোসাফাৎ তাঁর পিতৃপুরুষদের সঙ্গে নিদ্রা গেলেন, তাঁকে তাঁদের সঙ্গে দাউদ-নগরীতে সমাধি দেওয়া হল,
আর তাঁর সন্তান যেহোরাম তাঁর পদে রাজা হলেন।

যেহোরামের রাজ্য

২ যোসাফাতের সন্তানেরা যারা ছিল যেহোরামের ভাই, তারা এই এই: আজারিয়া, যেহিয়েল, জাখারিয়া,
আজারিয়াহু, মিখায়েল ও শেফাটিয়া, এরা সকলে ইস্রায়েল-রাজ যোসাফাতের সন্তান। ৩ তাদের পিতা তাদের বহু
সম্পত্তি, যথা রুপো, সোনা ও মূল্যবান জিনিস এবং সেইসঙ্গে যুদা দেশে প্রাচীরে ঘেরা কয়েকটা নগরও দান
করেছিলেন, কিন্তু যেহোরাম জ্যেষ্ঠ বলে তাঁকে রাজ্য দিয়েছিলেন। ৪ যেহোরাম তাঁর পিতার রাজ্যভার গ্রহণ করে
নিজেকে বলবান করার পর তাঁর সকল ভাইকে ও ইস্রায়েলের কয়েকজন অধ্যক্ষকেও খড়্গের আঘাতে প্রাণে
মারলেন।
৫ যেহোরাম বত্রিশ বছর বয়সে রাজ্যভার গ্রহণ করে যেরুসালেমে আট বছর রাজত্ব করেন। ৬ আহাবের কুল
যেমন করছিল, তিনিও তেমনি ইস্রায়েলের রাজাদের পথে চললেন, কারণ তিনি আহাবের কন্যাকে বিবাহ
করেছিলেন। তাই প্রভুর দৃষ্টিতে যা অন্যায়, তিনি তেমন কাজই করলেন। ৭ তথাপি দাউদের সঙ্গে তাঁর সন্ধি ও
প্রতিশ্রুতির খাতিরে প্রভু যুদাকে বিনাশ করতে চাইলেন না; তিনিই তো তাঁকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন যে, তাঁর ও
তাঁর সন্তানদের জন্য সর্বদাই এক প্রদীপ যুগিয়ে দেবেন।
৮ তাঁর আমলে এদোম যুদার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে নিজের উপরে একজনকে রাজা করল। ৯ তখন যেহোরাম তাঁর
সেনাপতিদের ও সমস্ত রথ সঙ্গে নিয়ে সীমানা পার হলেন। রাত্রিবেলায় উঠে তিনি ও তাঁর সমস্ত রথ, যারা তাঁকে
ঘিরে ফেলেছিল, সেই এদোমীয়দের মধ্য দিয়ে সবলে নিজের জন্য পথ করে নিলেন। ১০ এইভাবে এদোম যুদার
বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে আজ পর্যন্ত স্বাধীন হয়ে রয়েছে। সেসময় লিব্‌নাও তাঁর শাসনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করল, কেননা
তিনি তাঁর পিতৃপুরুষদের পরমেশ্বর প্রভুকে ত্যাগ করেছিলেন। ১১ আরও, তিনি যুদার নানা পর্বতে উচ্চস্থানের ব্যবস্থা
করলেন, যেরুসালেম-অধিবাসীদের ব্যভিচারে প্ররোচিত করলেন ও যুদাকে পথভ্রষ্ট করলেন। ১২ পরে এলিয় নবীর
একটা লেখা তাঁর হাতে পড়ল যার কথা এই: ‘তোমার পিতৃপুরুষ দাউদের পরমেশ্বর প্রভু একথা বলছেন, যেহেতু
তুমি তোমার পিতা যোসাফাতের পথে ও যুদা-রাজ আসার পথে চলনি, ১৩ বরং ইস্রায়েলের রাজাদের পথেই চলেছ ও
আহাবকুলের কাজকর্ম অনুসারে যুদাকে ও যেরুসালেম-অধিবাসীদের ব্যভিচারে প্ররোচিত করেছ; আরও, তোমার
চেয়ে উত্তম যে তোমার পিতৃকুলজাত ভাইয়েরা, যেহেতু তুমি তাদের প্রাণে মেরেছ, ১৪ সেজন্য দেখ, প্রভু তোমার
প্রজাদের, তোমার ছেলেদের, তোমার বধূদের ও তোমার সমস্ত সম্পত্তির উপরে ভীষণ আঘাত হানবেন। ১৫ তুমি
অন্ত্রের পীড়ায় এতই পীড়িত হবে যে, সেই পীড়া দিনের পর দিন বাড়তে বাড়তে শেষে তোমার নাড়িভুঁড়ি বের হয়ে
পড়বে।’
১৬ প্রভু যেহোরামের বিরুদ্ধে ফিলিস্তীনিদের মন ও ইথিওপীয়দের নিকটবর্তী আরবীয়দের মন উত্তেজিত করলেন,
১৭ তাই তারা যুদা জুড়ে ছড়িয়ে পড়ে নগরপ্রাচীর ভেঙে রাজার প্রাসাদের যত সম্পত্তি লুট করে তাঁর ছেলেদের ও তাঁর
বধূদেরও কেড়ে নিয়ে গেল। কনিষ্ঠ পুত্র যেহোয়াহাজ ছাড়া তাঁর একটা সন্তানও অবশিষ্ট থাকল না। ১৮ এই সমস্ত
ঘটনার পরে প্রভু তাঁকে এমন অন্ত্রের পীড়ায় আঘাত করলেন, যা নিরাময়ের অতীত। ১৯ তিনি মোটামুটি এক বছর
এগিয়ে গেলেন, দ্বিতীয় বছরের শেষের দিকে সেই রোগে তাঁর নাড়িভুঁড়ি বের হয়ে পড়ল আর এইভাবে তিনি ভীষণ
যন্ত্রণার মধ্যে মারা পড়লেন। তাঁর প্রজারা তাঁর জন্য তাঁর পিতৃপুরুষদের প্রথা অনুযায়ী ধূপ জ্বালাল না। ২০ তিনি
বত্রিশ বছর বয়সে রাজ্যভার গ্রহণ করে যেরুসালেমে আট বছর রাজত্ব করেন; তিনি মারা গেলে কেউই শোক প্রকাশ
করল না। তাঁকে দাউদ-নগরীতে সমাধি দেওয়া হল, কিন্তু রাজাদের সমাধিস্থানে নয়।

আহাজিয়ার রাজ্য

২২ যেরুসালেমের অধিবাসীরা তাঁর কনিষ্ঠ পুত্র আহাজিয়াকে তাঁর পদে রাজা করল, কারণ আরবীয়দের সঙ্গে
শিবিরে যে দল হানা দিয়েছিল, তারা তাঁর বড় সন্তান সকলকে বধ করেছিল। অতএব যুদা-রাজ যেহোরামের সন্তান
আহাজিয়াই রাজা হলেন। ২ আহাজিয়া বাইশ বছর বয়সে রাজ্যভার গ্রহণ করে যেরুসালেমে এক বছর রাজত্ব করেন।
তাঁর মাতার নাম আথালিয়া, তিনি ইস্রায়েল-রাজ অম্রির পৌত্রী। ৩ আহাজিয়ার মাতা তাঁকে কদাচরণ করতে পরামর্শ
দিলেন বিধায় তিনিও আহাবকুলের পথে চললেন; ৪ আহাবকুল যেমন করছিল, তেমনি প্রভুর দৃষ্টিতে যা অন্যায়,
তিনি তেমন কাজই করলেন, কেননা পিতার মৃত্যুর পরে তারাই তাঁর সর্বনাশের জন্য তাঁর মন্ত্রী হল। ৫ তাদেরই
মন্ত্রণায় তিনি ইস্রায়েল-রাজ আহাবের সন্তান যেহোরামের সঙ্গে রামোৎ-গিলেয়াদে আরাম-রাজ হাজায়েলের বিরুদ্ধে
যুদ্ধ করতে গেলেন, আর আরামীয়েরা যোরামকে আহত করল। ৬ তাই যেহোরাম আরাম-রাজ হাজায়েলের বিরুদ্ধে
যুদ্ধ করার সময়ে রামায় আরামীয়েরা তাঁকে যে সকল আঘাত করে, তা থেকে সুস্থতা লাভের জন্য তিনি যেস্রেয়েলে
ফিরে গেলেন। যেহেতু আহাবের সন্তান যোরাম অসুস্থ ছিলেন, সেজন্য যুদা-রাজ যেহোরামের সন্তান আহাজিয়া তাঁকে
দেখতে যেস্রেয়েলে নেমে গেলেন।

৭ কিন্তু পরমেশ্বরেরই ইচ্ছা অনুসারে এমনটি ঘটল যে, আহাজিয়া তাঁর নিজের সর্বনাশের জন্য যোরামের কাছে
যাবেন; কেননা তিনি যখন গেলেন, তখন যেহোরামের সঙ্গে নিম্‌শির সন্তান সেই যেহুর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে বেরিয়ে
গেলেন, যাঁকে পরমেশ্বর আহাবকুলকে উচ্ছেদ করার জন্য অভিষিক্ত করেছিলেন। ৮ যেহু যেসময় আহাবকুলকে শাস্তি
দিচ্ছিলেন, সেসময় তিনি যুদার জননেতাদের ও আহাজিয়ার পরিচর্যায় নিযুক্ত তাঁর ভাগ্নীদের পেয়ে তাঁদের বধ
করলেন। ৯ পরে তিনি আহাজিয়ার খোঁজে গেলেন; ইতিমধ্যে আহাজিয়া সামারিয়াতে লুকিয়ে ছিলেন; লোকেরা
তাঁকে ধরে যেহুর কাছে এনে বধ করল; তবু তাঁকে সমাধি দিল, কেননা তারা বলছিল, 'যে যোসাফাৎ সমস্ত হৃদয়
দিয়ে প্রভুর অন্বেষণ করতেন, এ তাঁরই ছেলে।' আহাজিয়ার কুলের মধ্যে রাজত্ব করার ক্ষমতা কারও ছিল না।

আথালিয়া দ্বারা যুদার রাজকুলকে হত্যা

১০ আহাজিয়ার মাতা আথালিয়া যখন দেখলেন যে, তাঁর সন্তান মারা গেছেন, তখন তিনি সঙ্গে সঙ্গে যুদাকুলের
সমস্ত রাজবংশকে বধ করালেন। ১১ কিন্তু রাজকন্যা যেহোশাবেয়াৎ, যাদের হত্যা করার কথা, সেই রাজপুত্রদের মধ্য
থেকে আহাজিয়ার সন্তান যোয়াশকে গোপনে সরিয়ে নিয়ে তাঁর ধাইমার সঙ্গে শয্যাগারে রাখলেন। এইভাবে
যেহোইয়াদা যাজকের স্ত্রী, যেহোরাম রাজার কন্যা এবং আহাজিয়ার বোন সেই যেহোশাবেয়াৎ তাঁকে আথালিয়ার হাত
থেকে লুকিয়ে রাখলেন, ফলে তিনি তাঁকে বধ করতে পারলেন না। ১২ যোয়াশ তাঁদের সঙ্গে পরমেশ্বরের গৃহে ছ'বছর
ধরে লুকিয়ে রইলেন; ইতিমধ্যে আথালিয়াই দেশের উপরে রাজত্ব করছিলেন।
২৩ সপ্তম বছরে যেহোইয়াদা নিজেকে বলবান করে শতপতিদের নিয়ে, অর্থাৎ যেরোহামের সন্তান আজারিয়া,
যেহোহানানের সন্তান ইস্মায়েল, ওবেদের সন্তান আজারিয়া, আদাইয়ার সন্তান মাসেইয়া ও জিখ্রির সন্তান
এলিসাফাটকে নিয়ে তাঁদের সঙ্গে সন্ধি স্থাপন করলেন। ২ তাঁরা যুদা দেশ ঘুরে যুদার সমস্ত শহর থেকে লেবীয়দের ও
ইস্রায়েলের পিতৃকুলপতিদের সমবেত করলে তারাও যেরুসালেমে এল। ৩ গোটা জনসমাবেশ পরমেশ্বরের গৃহে
রাজার সঙ্গে সন্ধি স্থাপন করল। যেহোইয়াদা তাদের বললেন, 'দেখ, দাউদের সন্তানদের বিষয়ে প্রভু যে কথা
বলেছেন, সেই কথামত রাজপুত্রই রাজত্ব করবেন। ৪ তোমরা একাজ করবে: তোমাদের অর্থাৎ যাজকদের ও
লেবীয়দের মধ্যে যারা সাব্বাৎ দিনেই পাহারা দিতে আসবে, তাদের তিন ভাগের এক ভাগ দরজাগুলোতে, ৫ তিন
ভাগের এক ভাগ রাজপ্রাসাদে, এবং তিন ভাগের এক ভাগ যেসোদ-দ্বারে পাহারা দেবে, এবং সমস্ত লোক প্রাঙ্গণে
প্রাঙ্গণে থাকবে। ৬ কিন্তু যাজকদের ও কর্মরত লেবীয়দের ছাড়া আর কাউকেও প্রভুর গৃহে ঢুকতে দেবে না, কেবল
ওরাই ঢুকবে, কেননা ওরা পবিত্রিত হয়েছে; গোটা জনগণ প্রভুর আদেশ মেনে চলবে। ৭ লেবীয়েরা যে যার অস্ত্র
হাতে নিয়ে রাজাকে ঘিরে রাখবে, আর যে কেউ গৃহের ভিতরে আসবার চেষ্টা করবে, তাকে হত্যা করা হবে। রাজা
বাইরে যান কিংবা ভিতরে আসুন, তারা সবসময়ই তাঁর সঙ্গে সঙ্গে থাকবে।' ৮ যেহোইয়াদা যাজক যা কিছু করতে
আজ্ঞা করেছিলেন, লেবীয়েরা ও যুদার সকল লোক সেইমত সবই করল। তারা প্রত্যেকে নিজ নিজ লোকদের মধ্যে
যারা সাব্বাৎ দিনে পাহারা দিতে আসে এবং যারা পাহারা থেকে ছুটি পায়, তাদের সকলকে সঙ্গে নিয়ে যেহোইয়াদা
যাজকের কাছে গেল। ৯ যেহোইয়াদা যাজক তখন দাউদ রাজার যে ছোট ও বড় ঢাল এবং বর্শা পরমেশ্বরের গৃহে রাখা
ছিল, সেগুলিকে শতপতিদের হাতে দিলেন। ১০ তিনি গোটা জনগণকে, যে যার অস্ত্র হাতে নিয়ে, গৃহের দক্ষিণ মহল
থেকে উত্তর মহল পর্যন্ত যজ্ঞবেদি ও গৃহের সামনে স্থাপন করলেন, যেন তারা রাজাকে চারপাশেই ঘিরে রাখে।
১১ তখন তাঁরা রাজপুত্রকে বাইরে এনে তাঁর মাথায় মুকুট পরিয়ে দিলেন ও তাঁর হাতে রাজসনদ তুলে দিলেন: তাঁকে
রাজা বলে ঘোষণা করা হল, যেহোইয়াদা ও তাঁর সন্তানেরা তাঁকে অভিষিক্ত করলেন, এবং উপস্থিত সকলে চিৎকার
করে বলল, 'রাজা দীর্ঘজীবী হোন!'

১২ লোকেরা দৌড়াদৌড়ি করে রাজার প্রশংসা করলে আথালিয়া সেই কোলাহল শুনে প্রভুর গৃহের দিকে লোকদের
কাছে গেলেন। ১৩ তিনি তাকালেন, আর দেখ, প্রবেশস্থানে রাজা মঞ্চের উপরে দাঁড়িয়ে আছেন; সেনাপতিরা ও
তুরিবাদকের দল রাজার চারপাশে আছে, দেশের সমস্ত লোক আনন্দে মেতে উঠছে ও তুরি বাজাচ্ছে, এবং গায়কেরা
বাদ্যযন্ত্র নিয়ে প্রশংসাগান করছে। তখন নিজের পোশাক ছিঁড়ে ফেলে আথালিয়া চিৎকার করে বলে উঠলেন,
'রাজদ্রোহ! রাজদ্রোহ!' ১৪ কিন্তু যেহোইয়াদা যাজক সৈন্যদলের উপরে নিযুক্ত শতপতিদের বাইরে এনে হুকুম
দিলেন, 'ওকে সৈন্যসারির মাঝখান দিয়ে বাইরে নিয়ে যাও, আর যে কেউ তার পিছনে যায়, তাকে খড়্গের আঘাতে
মেরে ফেলা হোক।' কেননা যাজক আগে থেকে বলে দিয়েছিলেন, 'ওকে প্রভুর গৃহের মধ্যে হত্যা করবে না।' ১৫ তাই
তারা তাঁর জন্য দুই পঙক্তি হয়ে পথ ছাড়লে তিনি অশ্বদ্বারের পথ দিয়ে রাজপ্রাসাদে এসে পৌঁছলেন আর সেইখানে
তারা তাঁকে হত্যা করল।

১৬ যেহোইয়াদা তখন নিজের, রাজার ও গোটা জনগণের মধ্যে এই সন্ধি সম্পাদন করলেন যে, তারা প্রভুর
জনগণ হয়ে থাকবে। ১৭ পরে সমস্ত লোক বায়াল-দেবের মন্দিরে গিয়ে তা ভেঙে ফেলল, তার যত যজ্ঞবেদি ও মূর্তি
টুকরো টুকরো করে চুরমার করে দিল, এবং বায়াল-দেবের যাজক মাত্তানকে বেদিগুলোর সামনে মেরে ফেলল।
১৮ দাউদের বিধিমতে আনন্দ ও গানের সঙ্গে মোশীর বিধানের লেখা অনুসারে প্রভুর উদ্দেশে আহুতি দিতে দাউদ যে
লেবীয় যাজকদের শ্রেণীভুক্ত করে নিরূপণ করেছিলেন, তাদের হাতে যেহোইয়াদা প্রভুর গৃহের তত্ত্বাবধানের ভার
দিলেন। ১৯ আর যেন কোন প্রকার অশুচি লোক না ঢোকে, সেই উদ্দেশ্যে তিনি প্রভুর গৃহের সকল দরজায়
দ্বারপালদের মোতায়েন রাখলেন। ২০ পরে তিনি শতপতিদের, গণ্যমান্য লোকদের ও দেশের জনগণের মধ্যে যাদের

অধিকার ছিল, তাদের সকলকে সঙ্গে নিলেন এবং প্রভুর গৃহ থেকে রাজাকে নামিয়ে আনলেন; পরে তাঁরা উপরের
দ্বারের পথ দিয়ে রাজপ্রাসাদে ঢুকে রাজাকে রাজাসনে বসিয়ে দিলেন। ২১ দেশের সমস্ত লোক আনন্দিত ছিল। শহর
শান্ত থাকল, যদিও আথালিয়াকে খড়্গের আঘাতে হত্যা করা হয়েছিল।

যোয়াশের রাজ্য

২৪ যোয়াশ সাত বছর বয়সে রাজ্যভার গ্রহণ করে যেরুসালেমে চল্লিশ বছর রাজত্ব করেন; তাঁর মাতার নাম সিবিয়া,
তিনি বের্‌শেবা-নিবাসিনী। ২ প্রভুর দৃষ্টিতে যা ন্যায়, তিনি যেহোইয়াদা যাজকের সমস্ত জীবনকালে তেমন কাজই
করলেন। ৩ যেহোইয়াদা তাঁর দু'টো বিবাহ দিলেন, আর তিনি পুত্রকন্যার পিতা হলেন।
৪ পরে যোয়াশ প্রভুর গৃহ মেরামত করবেন বলে মনস্থ করলেন। ৫ তিনি যাজকদের ও লেবীয়দের সমবেত করে
বললেন, 'তোমরা যুদার শহরে শহরে যাও, এবং প্রতি বছর তোমাদের পরমেশ্বরের গৃহ মেরামত করার জন্য গোটা
ইস্রায়েলের কাছ থেকে অর্থ সংগ্রহ কর। কাজটা যেন শীঘ্রই করা হয়।' কিন্তু লেবীয়েরা তা শীঘ্রই করল না। ৬ তখন
রাজা তাদের প্রধান সেই যেহোইয়াদাকে ডাকিয়ে বললেন, 'আপনি কেন লেবীয়দের বলে দেননি, তারা যেন,
সাক্ষাৎ-তাঁবুর জন্য পরমেশ্বরের দাস মোশী ও ইস্রায়েলের জনসমাবেশ দ্বারা যে কর নিরূপিত হয়েছে, তা যুদা ও
যেরুসালেম থেকে আনে? ৭ কেননা সেই দুষ্টা স্ত্রীলোক আথালিয়ার ছেলেরা পরমেশ্বরের গৃহের যথেষ্ট স্থান ভেঙে
দিয়েছে ও প্রভুর গৃহের মধ্যে যত পবিত্রীকৃত বস্তু ছিল, তা নিয়ে বায়াল-দেবদের জন্যই ব্যয় করেছে।'
৮ রাজার আজ্ঞামত তারা একটা সিন্দুক তৈরি করে প্রভুর গৃহের দরজার সামনে বসাল। ৯ পরে যুদা ও
যেরুসালেমে তারা একথা ঘোষণা করল, যেন, পরমেশ্বরের দাস মোশী যে কর মরুপ্রান্তরে ইস্রায়েলের দেয় বলে
নিরূপণ করেছিলেন, প্রভুর উদ্দেশে তা আনা হয়। ১০ সকল সমাজনেতা ও গোটা জনগণ এতে আনন্দিত হল, এবং
সিন্দুকটা পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত তারা কর এনে সিন্দুকে দিতে থাকল। ১১ যেসময় লেবীয়েরা হাতে করে সেই সিন্দুক
রাজার নিযুক্ত লোকদের কাছে আনত, তখন তার মধ্যে অনেক টাকা দেখা গেলে রাজসচিব এবং প্রধান যাজকের
নিযুক্ত একজন লোক এসে সিন্দুকটা শূন্য করত, পরে আবার তা তুলে তার জায়গায় রাখত। তারা দিনের পর দিন
তাই করল, আর এভাবে অনেক টাকা জমাল। ১২ রাজা ও যেহোইয়াদা তা প্রভুর গৃহে নিযুক্ত কর্মাধ্যক্ষদের হাতে
দিতেন, আর এঁরা, প্রভুর গৃহে যারা মেরামত কাজ করত, সেই সকল পাথরকাটিয়ে ও ছুতোরের হাতে তুলে দিতেন;
প্রভুর গৃহ-সংস্কারের জন্য লোহা ও ব্রঞ্জের কর্মকারদেরও নিযুক্ত করা হল। ১৩ কর্মাধ্যক্ষেরা যথেষ্ট সক্রিয়তা
দেখালেন; তাঁদের হাতে কাজ এগিয়ে চলল; তাঁরা পরমেশ্বরের গৃহ সংস্কার করে আবার আগের মত দৃঢ় করলেন।
১৪ কাজ শেষ করে তাঁরা বাকি টাকা রাজা ও যেহোইয়াদার সামনে আনলেন, এবং তা দিয়ে প্রভুর গৃহের জন্য নানা
পাত্র, যথা উপাসনা-কর্মের জন্য ও আহুতির জন্য পাত্র, কলস আর সোনার ও রুপোর পাত্র তৈরি করা হল।
যেহোইয়াদার সমস্ত জীবনকালে প্রভুর গৃহে আহুতিবলি নিবেদন করা হল।
১৫ পরে যেহোইয়াদা, বৃদ্ধ ও পূর্ণায়ু হয়ে, একশ' ত্রিশ বছর বয়সে মরলেন। ১৬ তাঁকে দাউদ-নগরীতে রাজাদের
সঙ্গে সমাধি দেওয়া হল, কেননা তিনি ইস্রায়েলের মধ্যে, এবং পরমেশ্বরের ও তাঁর গৃহের সেবায় উত্তম কাজ সাধন
করেছিলেন।
১৭ যেহোইয়াদার মৃত্যুর পরে যুদার সমাজনেতারা এসে রাজার কাছে প্রণিপাত করল, আর রাজা তাদের কথায়
কান দিলেন। ১৮ তারা তাদের পিতৃপুরুষদের পরমেশ্বর প্রভুর গৃহ অবহেলা করে পবিত্র দণ্ডগুলো ও নানা দেবমূর্তি
পূজা করতে লাগল। তাদের এই অপরাধের কারণে যুদা ও যেরুসালেমের উপরে ঐশক্রোধ নেমে পড়ল। ১৯ কিন্তু
তবুও নিজের কাছে তাদের ফিরিয়ে আনবার জন্য প্রভু তাদের কাছে নানা নবী প্রেরণ করলেন। এই নবীরা তাদের
কাছে তাঁদের বাণী শোনালেন, কিন্তু লোকেরা কান দিতে চাইল না। ২০ তখন পরমেশ্বরের আত্মা যেহোইয়াদা যাজকের
সন্তান জাখারিয়াকে ঘিরে আবিষ্ট করল, আর তিনি জনগণের মধ্যে উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, 'পরমেশ্বর একথা
বলছেন: তোমরা কেন প্রভুর আজ্ঞা লঙ্ঘন করছ? তোমরা সফল হবে না! তোমরা প্রভুকে ত্যাগ করেছ বিধায় তিনিও
তোমাদের ত্যাগ করলেন।' ২১ তখন লোকেরা তাঁর বিরুদ্ধে চক্রান্ত করে রাজার আজ্ঞায় প্রভুর গৃহের প্রাঙ্গণে তাঁকে
পাথর ছুড়ে বধ করল। ২২ তাঁর পিতা যেহোইয়াদা যে সহৃদয়তা তাঁর নিজের প্রতি দেখিয়েছিলেন, তা স্মরণ না করে
যোয়াশ রাজা তাঁর সন্তানকে বধ করলেন; তিনি মৃত্যুকালে বললেন, 'প্রভু এমনটি দে'খে যেন তোমাদের কাছে
জবাবদিহি চান!'
২৩ নববর্ষের শুরুতে আরামের সৈন্যদল যোয়াশের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে এল। তারা যুদায় ও যেরুসালেমে এসে
লোকদের মধ্যে জননেতা সকলকে বিনাশ করল ও তাদের সবকিছু লুট করে দামাস্কাসের রাজার কাছে পাঠিয়ে দিল।
২৪ আসলে আরামের সৈন্যদল অল্পজন লোক নিয়ে এসেছিল, কিন্তু প্রভু তাদের হাতে অতি বিপুল এক সৈন্যদলকে
তুলে দিলেন, কারণ জনগণ তাদের পিতৃপুরুষদের পরমেশ্বর প্রভুকে ত্যাগ করেছিল। এইভাবে আরামীয়েরা
যোয়াশের উপরে বিচার ঘটাল। ২৫ তারা তাঁকে মারাত্মক আহত অবস্থায় ফেলে রেখে চলে গেলে পর, তাঁর পরিষদেরা
যেহোইয়াদা যাজকের সন্তানের রক্তপাতের কারণে তাঁর বিরুদ্ধে চক্রান্ত করে তাঁর নিজের শয্যায় তাঁকে বধ করল।
তাই তিনি মরলেন, আর তাঁকে দাউদ-নগরীতে সমাধি দেওয়া হল, কিন্তু রাজাদের সমাধিস্থানে নয়। ২৬ আম্মোনীয়
শিমেয়াতের সন্তান সাবাদ ও মোয়াবীয়া সিম্রিতের সন্তান যেহোজাবাদ, এই দু'জন তাঁর বিরুদ্ধে চক্রান্ত করেছিল।

২৭ তাঁর সন্তানদের কথা, তাঁর করের গুরুত্বের কথা, পরমেশ্বরের গৃহ-সংস্কারের কথা, দেখ, এই সমস্ত কথা
রাজাদের ইতিহাস-পুস্তকের ব্যাখ্যা-গ্রন্থে লিপিবদ্ধ রয়েছে। তাঁর সন্তান আমাজিয়া তাঁর পদে রাজা হলেন।

আমাজিয়ার রাজ্য

২৫ আমাজিয়া পঁচিশ বছর বয়সে রাজ্যভার গ্রহণ করে যেরুসালেমে উনত্রিশ বছর রাজত্ব করেন; তাঁর মাতার নাম
যেহোয়াদ্দান, তিনি যেরুসালেম-নিবাসিনী। ২ প্রভুর দৃষ্টিতে যা ন্যায়, তিনি তেমন কাজই করলেন; কিন্তু তাঁর হৃদয়
একনিষ্ঠ ছিল না।

৩ রাজ্য যখন তাঁর হাতে সুদৃঢ় হল, তখন তিনি, যে সকল অধিনায়ক তাঁর পিতা রাজাকে মেরে ফেলেছিল,
তাদের হত্যা করলেন; ৪ কিন্তু তাদের ছেলেদের হত্যা করলেন না, কেননা মোশীর বিধান-পুস্তকে প্রভুর এই আজ্ঞা
লেখা আছে যে, '*ছেলের জন্য পিতার, কিংবা পিতার জন্য ছেলের প্রাণদণ্ড দেওয়া যাবে না; এক একজন নিজ নিজ
পাপের জন্য প্রাণদণ্ড ভোগ করবে।*'

৫ আমাজিয়া যুদার লোকদের সমবেত ক'রে, সমস্ত যুদা ও সমস্ত বেঞ্জামিন অঞ্চল জুড়ে পিতৃকুল অনুসারে
সহস্রপতি ও শতপতিদের অধীনে তাদের ভাগ ভাগ করে দিলেন। কুড়ি বছর ও তার বেশি বয়সের লোকদের গণনা
করে তিনি দেখলেন, যুদ্ধে নামতে উপযুক্ত ও বর্শা ও ঢাল ধরতে সক্ষম তিন লক্ষ সেরা যোদ্ধা আছে। ৬ তিনি একশ'
বাট করে রুপো বেতনের ভিত্তিতে ইস্রায়েল থেকে এক লক্ষ শক্তিশালী বীরপুরুষ নিলেন। ৭ পরে পরমেশ্বরের একজন
মানুষ তাঁর কাছে এসে বললেন, 'হে রাজন্, ইস্রায়েলের সৈন্য আপনার সঙ্গে যোগ না দিক, কারণ প্রভু ইস্রায়েলের
সঙ্গেও নন, এফ্রাইম-সন্তানদের একজনের সঙ্গেও নন। ৮ তবু আপনি যদি তাদের সঙ্গে রণ-অভিযানে যেতে চান,
আচ্ছা, যান! যুদ্ধের জন্য নিজেকে বলবান করুন! কিন্তু পরমেশ্বর আপনাকে শত্রুর সামনে লুটিয়ে দেবেন, কেননা
সাহায্য করতে ও লুটিয়ে দিতে পরমেশ্বরের ক্ষমতা আছে।' ৯ আমাজিয়া উত্তরে পরমেশ্বরের মানুষকে বললেন,
'ভাল! কিন্তু সেই ইস্রায়েলীয় সৈন্যদলকে যে একশ' বাট রুপো দিয়েছি, তার কী হবে?' পরমেশ্বরের মানুষ উত্তর
দিলেন, 'সেটার চেয়ে প্রভু আপনাকে আরও বেশি দিতে পারেন।' ১০ তাই আমাজিয়া তাদের, অর্থাৎ এফ্রাইম থেকে
তাঁর কাছে আসা সেই সৈন্যদলকে বিদায় দিয়ে বাড়ি পাঠিয়ে দিলেন, কিন্তু যুদার বিরুদ্ধে তাদের ক্রোধ জ্বলে উঠল;
তারা ভীষণ ক্রোধে যে যার ঘরে ফিরে গেল।

১১ আমাজিয়া সাহস ধরে তাঁর নিজের সৈন্যদলকে বের করে লবণ-উপত্যকায় গিয়ে সেইর-সন্তানদের দশ হাজার
লোককে হত্যা করলেন। ১২ যুদা-সন্তানেরা তাদের দশ হাজার লোককে জিয়ন্তই বন্দি করে শৈলের চূড়ায় নিয়ে গিয়ে
নিচে ফেলে দিল, আর তারা সকলে চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে গেল।

১৩ কিন্তু আমাজিয়া নিজের সঙ্গে যুদ্ধযাত্রা করতে না দিয়ে যে সৈন্যদলকে ফিরিয়ে দিয়েছিলেন, সেই দলের
লোকেরা সামারিয়া থেকে বেথ্-হোরন পর্যন্ত যুদার শহরগুলো আক্রমণ করে তাদের তিন হাজার লোককে প্রাণে মারল
ও প্রচুর লুটের মাল কেড়ে নিল।

১৪ এদোমীয়দের সংহার করে ফিরে আসার পর আমাজিয়া সেইর-সন্তানদের দেবতাদের সঙ্গে করে আনলেন,
সেগুলোকে নিজের দেবতা বলে দাঁড় করালেন, তাদের সামনে প্রণিপাত করলেন ও তাদের উদ্দেশে ধূপ জ্বালাতে
লাগলেন। ১৫ এজন্য প্রভুর ক্রোধ আমাজিয়ার উপরে জ্বলে উঠল, তিনি তাঁর কাছে একজন নবীকে পাঠালেন। নবী
তাঁকে বললেন, 'আপনি কেন সেই লোকদের দেবতাদের অভিমত অনুসন্ধান করলেন, যখন তারা আপনার হাত
থেকে তাদের নিজেদের প্রজাদেরও উদ্ধার করতে পারেনি?' ১৬ নবী তখনও কথা বলছেন রাজা প্রতিবাদ করে
বললেন, 'আমরা কি তোমাকে রাজমন্ত্রী পদে নিযুক্ত করেছি? আর নয়! কেন মার খাবে?' তখন সেই নবী ক্ষান্ত
হলেন, তবু বললেন, 'আমি জানি, পরমেশ্বর আপনাকে বিনাশ করবার সঙ্কল্প নিয়েছেন, কেননা আপনি একাজ
করেছেন ও আমার পরামর্শে কান দেননি।'

১৭ পরামর্শ নিয়ে যুদা-রাজ আমাজিয়া যেহুর পৌত্র যেহোয়াহাজের সন্তান ইস্রায়েল-রাজ যেহোয়াশের কাছে বলে
পাঠালেন, 'এসো, আমরা একে অপরের সম্মুখীন হয়ে দাঁড়াই!' ১৮ ইস্রায়েল-রাজ যেহোয়াশ যুদা-রাজ আমাজিয়ার
কাছে লোক পাঠিয়ে বললেন, 'লেবাননের শেয়ালকাঁটা লেবাননের এরসগাছের কাছে বলে পাঠাল: আমার ছেলের
সঙ্গে তোমার মেয়ে বিবাহ দাও। ইতিমধ্যে লেবাননের একটা বন্যজন্তু সেই পথে চলতে চলতে সেই শেয়ালকাঁটা
পায়ে মাড়িয়ে দিল। ১৯ আচ্ছা, তুমি শুধু বলছ: আমি এদোমকে পরাজিত করেছি! তাই দর্প করতে করতে তোমার
হৃদয় গর্বোদ্ধত হয়েছে। তুমি এখন তোমার নিজের ঘরে বসে থাক। একটা সর্বনাশ আহ্বান করায় কী কোন মানে
আছে? তাতে তোমার ও যুদার, উভয়েরই পতন হতে পারে!' ২০ কিন্তু আমাজিয়া কথায় কান দিলেন না, কেননা
লোকেরা এদোমীয় দেবতাদের অভিমত অনুসন্ধান করেছিল বিধায় পরমেশ্বরই এমনটি ঘটিয়েছিলেন যেন শত্রুর
হাতে তাদের তুলে দেওয়া হয়। ২১ তাই ইস্রায়েল-রাজ যোয়াশ রণ-অভিযানে নেমে গেলেন; এবং যুদার অধীন
বেথ্-শেমেশ স্থানে তিনি ও যুদা-রাজ আমাজিয়া একে অপরের সম্মুখীন হলেন। ২২ যুদা ইস্রায়েল দ্বারা পরাজিত হল,
এবং প্রত্যেকে যে যার তাঁবুতে পালিয়ে গেল। ২৩ ইস্রায়েল-রাজ যোয়াশ বেথ্-শেমেশে যেহোয়াহাজের পৌত্র
যোয়াশের সন্তান যুদা-রাজ আমাজিয়াকে বন্দি করলেন; তারপর যেরুসালেমে গিয়ে এফ্রাইম-দ্বার থেকে কোণ-দ্বার
পর্যন্ত যেরুসালেমের চারশ' হাত নগরপ্রাচীর ভেঙে ফেললেন। ২৪ পরমেশ্বরের গৃহে ওবেদ-এদোমের তত্ত্বাবধানে রাখা

যত সোনা, রুপো ও পাত্র পাওয়া গেছিল, তিনি সেই সবকিছু এবং রাজপ্রাসাদের ধনসম্পত্তি লুট করে নিয়ে আর
সেইসঙ্গে কতগুলো লোককেও জিম্মী করে সামারিয়াতে ফিরে গেলেন।
২৫ ইস্রায়েল-রাজ যেহোয়াহাজের সন্তান যোয়াশের মৃত্যুর পরে যুদা-রাজ যোয়াশের সন্তান আমাজিয়া আরও
পনেরো বছর বেঁচে থাকলেন।
২৬ দেখ, আমাজিয়ার বাকি যত কর্মকীর্তি—প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত তাঁর যত কর্মকীর্তি—এই সমস্ত কথা কি যুদা
ও ইস্রায়েল-রাজাদের ইতিহাস-পুস্তকে লিপিবদ্ধ নেই? ২৭ আমাজিয়া প্রভুর সঙ্গ ত্যাগ করার কয়েক দিন পর
যেরুসালেমে তাঁর বিরুদ্ধে একটা চক্রান্ত করা হল, তাই তিনি লাখিশে পালিয়ে গেলেন; কিন্তু তাঁর পিছু পিছু লাখিশে
লোক পাঠানো হল, আর তারা সেখানে তাঁকে হত্যা করল। ২৮ ঘোড়ার পিঠে করে তাঁকে এনে যুদার একটা শহরে
তাঁর পিতৃপুরুষদের সঙ্গে সমাধি দেওয়া হল।

উজ্জিয়ার রাজ্য

২৬ তখন যুদার সমস্ত লোক ষোল বছর বয়সী উজ্জিয়াকে নিয়ে তাঁকে তাঁর পিতা আমাজিয়ার পদে রাজা করল।
২ রাজা তাঁর পিতৃপুরুষদের সঙ্গে নিদ্রা যাওয়ার পর তিনিই এলাৎ আবার যুদার অধীনস্থ করে প্রাচীরবেষ্টিত করলেন।
৩ উজ্জিয়া ষোল বছর বয়সে রাজ্যভার গ্রহণ করে যেরুসালেমে বাহান্ন বছর রাজত্ব করেন; তাঁর মাতার নাম
যেখোলিয়া, তিনি যেরুসালেম-নিবাসিনী। ৪ প্রভুর দৃষ্টিতে যা ন্যায়, তিনি তেমন কাজই করলেন, তাঁর পিতা
আমাজিয়া যেমন কাজ করেছিলেন, সেই অনুসারে।
৫ তিনি যতদিন জাখারিয়া বেঁচে থাকলেন—ইনিই তো তাঁকে ঈশ্বরভয়ে সদুপদেশ দিয়েছিলেন—ততদিন
পরমেশ্বরের অন্বেষণ করলেন, আর যতদিন প্রভুর অন্বেষণ করলেন, ততদিন পরমেশ্বর তাঁকে কৃতকার্য করলেন।
৬ ফিলিস্তীনিদের বিরুদ্ধে রণ-অভিযানে বেরিয়ে তিনি গাতের প্রাচীর, যাব্‌নের প্রাচীর ও আস্‌দোদের প্রাচীর ভেঙে
ফেললেন এবং আস্‌দোদ অঞ্চলে ও ফিলিস্তীনিদের এলাকায় কতগুলো দুর্গ নির্মাণ করলেন। ৭ পরমেশ্বর
ফিলিস্তীনিদের, গুর-বায়াল-নিবাসী আরবীয়দের ও মেয়ুনীয়দের বিরুদ্ধে তাঁর সহায় হলেন। ৮ আম্মোনীয়েরা
উজ্জিয়াকে কর দিত, এবং তাঁর সুনাম মিশরের সীমানা পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়ল, কারণ তিনি অধিক শক্তিশালী হয়ে
উঠেছিলেন। ৯ উজ্জিয়া যেরুসালেমের কোণ-দ্বারে, উপত্যকা-দ্বারে ও মোড়-দ্বারে নানা উচ্চ গৃহ গেঁথে দৃঢ় করলেন।
১০ তিনি মরুপ্রান্তরেও কতগুলো উচ্চ গৃহ গেঁথে তুললেন ও বহু বহু জলভাণ্ডারের ব্যবস্থা করলেন, কেননা নিম্নভূমিতে
ও সমভূমিতে তাঁর যথেষ্ট পশুধন ছিল, এবং পার্বত্য ও উপপার্বত্য অঞ্চলে তাঁর অনেক কৃষক ও আঙুরকৃষক ছিল,
কারণ তিনি কৃষিকাজ ভালবাসতেন। ১১ আবার, উজ্জিয়ার রণ-নিপুণ ও যুদ্ধের জন্য তৈরী সৈন্যদল ছিল: সৈন্যেরা
দলে দলে বিভক্ত ছিল, এই সকল দল যেইয়েল রাজসচিবের ও মাসেইয়ার তত্ত্বাবধানে তালিকাভুক্ত ছিল; এই
মাসেইয়া ছিলেন হানানিয়ার অধীনে, আর হানানিয়া ছিলেন রাজার সেনাপতিদের একজন। ১২ সেই বীরপুরুষদের
সকল পিতৃকুলপতি সংখ্যায় দু'হাজার ছ'শোজন। ১৩ তাদের অধীনে যে সৈন্যদল, তার সংখ্যা ছিল তিন লক্ষ সাত
হাজার পাঁচশ' অতি শক্তিশালী বীরযোদ্ধা, যারা শত্রুর বিরুদ্ধে রাজাকে সাহায্য করতে তৈরী। ১৪ উজ্জিয়া সেই সকল
সৈন্যের জন্য ঢাল, বর্শা, শিরস্ত্রাণ, বর্ম, ধনুক ও ফিঙের জন্য পাথর ব্যবস্থা করেছিলেন। ১৫ যেরুসালেমে তিনি সুদক্ষ
একজন লোকের কল্পনা অনুসারে এমন যুদ্ধযন্ত্র তৈরি করেছিলেন, যেগুলোকে তীর ও বড় বড় পাথর ছুড়বার জন্য
দুর্গগুলোর মাথায় ও নগরপ্রাচীরের চূড়ায় চূড়ায় বসিয়েছিলেন। উজ্জিয়ার সুনাম সুদূর অঞ্চল পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়ল,
কেননা তিনি আশ্চর্য সহায়তা পেয়ে অধিক শক্তিশালী হয়ে উঠেছিলেন। ১৬ অথচ তত প্রতাপ লাভ করার পর তাঁর
হৃদয় এমন গর্বে উদ্ধত হল যা তার সর্বনাশ ঘটাল। বাস্তবিকই তিনি তাঁর পরমেশ্বর প্রভুর প্রতি অবিশ্বস্ত হলেন,
কেননা তিনি ধূপবেদির উপরে ধূপ জ্বালাতে নিজেই প্রভুর মন্দিরে প্রবেশ করলেন। ১৭ আজারিয়া যাজক ও তাঁর সঙ্গে
প্রভুর আশিজন গুণবান যাজক তাঁর পিছু পিছু প্রবেশ করলেন; ১৮ তাঁরা উজ্জিয়া রাজার সামনে রুখে দাঁড়িয়ে তাঁকে
বললেন, 'হে উজ্জিয়া, প্রভুর উদ্দেশে ধূপ জ্বালাবার অধিকার আপনার নেই; আরোন-সন্তান যে যাজকেরা ধূপ
জ্বালাবার জন্য পবিত্রীকৃত হয়েছে, অধিকার কেবল তাদেরই। আপনি পবিত্রধাম থেকে বের হোন, কেননা আপনি
বিধান লঙ্ঘন করেছেন। পরমেশ্বর প্রভু এমনটি করবেন যে, আপনার এই কাজে আপনার গৌরব হবে না।' ১৯ তাঁর
হাতে তখন ধূপ জ্বালাবার জন্য এক ধূপদানি ছিল, তিনি খুবই রেগে উঠলেন; যাজকদের উপরে তাঁর রাগ থাকতেই
প্রভুর গৃহে যাজকদের সামনে ধূপবেদির পাশে তাঁর কপালে তীব্র চর্মরোগ দেখা দিল। ২০ প্রধান যাজক আজারিয়া
এবং অন্য সকল যাজক তাঁর দিকে তাকালেন, আর দেখ, তাঁর কপালে চর্মরোগ দেখা দিয়েছে; তখন তাঁরা তাঁকে
শীঘ্রই সেখান থেকে দূর করে দিলেন, এমনকি, তিনি নিজেও বাইরে যেতে ব্যস্ত হলেন, কেননা প্রভু তাঁকে আঘাত
করেছিলেন।
২১ উজ্জিয়া রাজা মৃত্যুর দিন পর্যন্ত তীব্র চর্মরোগে আক্রান্ত হলেন; চর্মরোগী হওয়ায় তিনি আলাদা একটা ঘরে
বাস করতেন, কেননা তিনি প্রভুর গৃহ থেকে বিচ্যুত হয়েছিলেন। তাঁর সন্তান যোথাম প্রাসাদ পরিচালনা করতেন ও
দেশের লোকদের শাসন করতেন।
২২ উজ্জিয়ার বাকি যত কর্মকীর্তি—প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত তাঁর যত কর্মকীর্তি—আমোজের সন্তান ইসাইয়া
নবীই লিখেছেন। ২৩ পরে উজ্জিয়া তাঁর পিতৃপুরুষদের সঙ্গে নিদ্রা গেলেন; তাঁকে তাঁর পিতৃপুরুষদের সঙ্গে রাজাদের

সমাধিস্থানের নিকটবর্তী মাঠে সমাধি দেওয়া হল, কেননা লোকে বলছিল : 'তিনি চর্মরোগী।' আর তাঁর সন্তান যোথাম
তাঁর পদে রাজা হলেন।

যোথামের রাজ্য

২৭ যোথাম পঁচিশ বছর বয়সে রাজ্যভার গ্রহণ করে যেরুসালেমে ষোল বছর রাজত্ব করেন ; তাঁর মাতার নাম
যেরুসা, তিনি সাদোকের কন্যা। ২ যোথাম প্রভুর দৃষ্টিতে যা ন্যায় তেমন কাজই করলেন ; তাঁর আপন পিতা উজ্জিয়া
যেমন কাজ করেছিলেন, সেই অনুসারে ; তথাপি প্রভুর মন্দিরে প্রবেশ করলেন না এবং জনগণ সেসময়ও দুরাচরণ
করল। ৩ তিনি প্রভুর গৃহের উচ্চতর দ্বার গাঁথলেন, এবং ওফেলের প্রাচীরের অনেক জায়গা গেঁথে দিলেন। ৪ তিনি
যুদার পার্বত্য অঞ্চলের নানা জায়গায় নানা শহর পুনর্নির্মাণ করলেন, এবং নানা বনে গড় ও দুর্গ গেঁথে তুললেন।
৫ তিনি আম্মোনীয়দের রাজার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে তাদের পরাজিত করলেন, আর আম্মোনীয়েরা সেই বছরে তাঁকে
একশ' বাট রুপো, দশ হাজার কোর গম ও দশ হাজার কোর যব দিতে বাধ্য হল ; এবং দ্বিতীয় ও তৃতীয় বছরেও
আম্মোনীয়েরা তাঁকে তত দিল। ৬ যোথাম শক্তিশালী হয়ে উঠলেন, কেননা তিনি তাঁর পরমেশ্বর প্রভুর সামনেই পথ
চললেন।

৭ যোথামের বাকি যত কর্মকীর্তি, তাঁর সমস্ত যুদ্ধ ও তাঁর আচরণ, দেখ, ইস্রায়েল ও যুদা-রাজাদের
ইতিহাস-পুস্তকে লিপিবদ্ধ রয়েছে। ৮ তিনি পঁচিশ বছর বয়সে রাজ্যভার গ্রহণ করে যেরুসালেমে ষোল বছর রাজত্ব
করেন। ৯ পরে যোথাম তাঁর পিতৃপুরুষদের সঙ্গে নিদ্রা গেলেন ; তাঁকে দাউদ-নগরীতে সমাধি দেওয়া হল, আর তাঁর
সন্তান আহাজ তাঁর পদে রাজা হলেন।

আহাজের রাজ্য

২৮ আহাজ কুড়ি বছর বয়সে রাজ্যভার গ্রহণ করে যেরুসালেমে ষোল বছর রাজত্ব করেন ; তিনি তাঁর পিতৃপুরুষ
দাউদের মত তাঁর আপন প্রভুর দৃষ্টিতে যা ন্যায় তেমন কাজই করলেন না। ২ না, তিনি ইস্রায়েল-রাজাদের পথে
চললেন আর বায়াল-দেবদের উদ্দেশে ছাঁচে ঢালাই করা প্রতিমা তৈরি করালেন। ৩ তাছাড়া তিনি বেন্-হিন্নোন
উপত্যকায় ধূপ জ্বালালেন, এমনকি, প্রভু ইস্রায়েল সন্তানদের সামনে থেকে যে জাতিগুলোকে দেশছাড়া করেছিলেন,
তাদের জঘন্য প্রথা অনুসারে তিনি নিজের ছেলেদের আগুনে পুড়িয়ে দিলেন। ৪ তিনি নানা উচ্চস্থানগুলিতে, নানা
পাহাড়ের উপরে ও প্রতিটি সবুজ গাছের তলায় বলি উৎসর্গ করতেন ও ধূপ জ্বালাতেন।

৫ তাই তাঁর পরমেশ্বর প্রভু তাঁকে আরাম-রাজের হাতে তুলে দিলেন, আর আরামীয়েরা তাঁকে পরাস্ত করল এবং
তাঁর অনেক লোককে বন্দি করে দামাস্কাসে নিয়ে গেল। আবার, তাঁকে ইস্রায়েলের রাজার হাতেও তুলে দেওয়া হল,
ইনিও তাঁকে ভীষণ পরাজয়ে পরাজিত করলেন। ৬ রেমালিয়ার সন্তান পেকা যুদায় এক লক্ষ কুড়ি হাজার বীরযোদ্ধাকে
এক দিনেই বধ করলেন, যেহেতু তারা তাদের পিতৃপুরুষদের পরমেশ্বর প্রভুকে ত্যাগ করেছিল। ৭ আর জিখ্রি নামে
একজন এফ্রাইমীয় বীরযোদ্ধা রাজার সন্তান মাসেইয়া, প্রাসাদ-অধ্যক্ষ আজ্রিকাম ও রাজার প্রধান অধিনায়ক
এল্কানাকে বধ করল। ৮ ইস্রায়েল সন্তানেরা তাদের আপন ভাইদের মধ্য থেকে স্ত্রী ও ছেলেমেয়ে সবসমেত দু'লক্ষ
প্রাণীকে বন্দি করে নিল এবং তাদের বহু সম্পদ লুট করল : সেই সমস্ত কিছু তারা সামারিয়াতে নিয়ে গেল।

৯ সেখানে প্রভুর একজন নবী ছিলেন যাঁর নাম ওদেদ ; তিনি সামারিয়াতে ফিরে আসা সেনাবাহিনীর সঙ্গে সাক্ষাৎ
করতে বেরিয়ে গিয়ে তাদের বললেন, 'দেখ, তোমাদের পিতৃপুরুষদের পরমেশ্বর প্রভু যুদার উপরে ক্রুদ্ধ হওয়ায়
তোমাদের হাতে তাদের তুলে দিয়েছেন বটে, কিন্তু তোমরা এমন জ্বলন্ত ক্রোধে তাদের চূর্ণবিচূর্ণ করেছ যা
আকাশছোঁয়া! ১০ আর এখন তোমরা নাকি মনস্থ করছ, যুদা ও যেরুসালেমের লোকদের তোমাদের নিজেদের
দাস-দাসীতে পরিণত করবে ; কিন্তু তোমাদের পরমেশ্বর প্রভুর সামনে তোমরা নিজেরাই কি অপরাধী নও? ১১ তাই
এখন আমার কথা শোন : তোমরা তোমাদের ভাইদের মধ্য থেকে যাদের বন্দি করে এনেছ, তাদের ফিরিয়ে দাও,
নইলে প্রভুর জ্বলন্ত ক্রোধ তোমাদের উপরে নেমে পড়বে।' ১২ তখন এফ্রাইম-সন্তানদের মধ্যে কয়েকজন প্রধান
লোক, অর্থাৎ যেহোহানানের সন্তান আজারিয়া, মেশিল্লেমোতের সন্তান বেরেখিয়া, শাল্লুমের সন্তান যেহিজ্কিয়া ও
হাদ্‌লাইয়ের সন্তান আমাসা তাদেরই বিরুদ্ধে দাঁড়ালেন, যারা যুদ্ধযাত্রা থেকে ফিরে এসেছিল, ১৩ এবং তাদের
বললেন, 'সেই বন্দিদের তোমরা এখানে আনবে না, নইলে প্রভুর সামনে আমরা অপরাধী হব। তোমরা তো আমাদের
পাপ ও অপরাধ আরও বাড়াতে চাও, অথচ আমাদের অপরাধ তো বড়ই হয়েছে, ও ইস্রায়েলের উপরে জ্বলন্ত
ঐশক্রোধ উপস্থিত!' ১৪ তাই সৈন্যেরা সেই বন্দিদের ও লুটের মাল সবই সমাজনেতাদের ও জনসমাবেশের সামনে
ছেড়ে দিল। ১৫ পরে কয়েকজন লোককে বাছাই করা হল, আর তারা বন্দিদের খেতে দিল, তাদের মধ্যে যারা বস্ত্রহীন
ছিল, লুণ্ঠিত বস্তু থেকে মাল তুলে নিয়ে তাদের পোশাক পরাল ; তাদের গায়ে কাপড় ও পায়ে জুতো দিল ; তাদের
খাওয়া-দাওয়া করাল, এবং হেঁটে চলতে অক্ষম যারা, তাদের সকলকে গাধায় চড়িয়ে খেজুরপুর সেই যেরিখোতে
তাদের ভাইদের কাছে পৌঁছিয়ে দিল। পরে সামারিয়াতে ফিরে এল।

১৬ সেসময়েই আহাজ রাজা সাহায্য চাইতে আসিরিয়ার রাজাদের কাছে লোক পাঠালেন। ১৭ এদোমীয়েরা আবার
সারা দেশ জুড়ে ছড়িয়ে পড়ে যুদা পরাজিত করল ও বহু লোক বন্দি করে নিয়ে গেল। ১৮ ফিলিস্তীনিরা সেফেলা ও
যুদা-নেগেবের শহরে শহরে হানা দিয়ে বেথ্-শেমেশ, আয়ালোন, গেদেরোৎ, সোখো ও তার উপনগরগুলো, তিম্না ও

তার উপনগরগুলো এবং গিম্‌সো ও তার উপনগরগুলো দখল করে সেই সকল জায়গায় বসতি করল। ১৯ কেননা
ইস্রায়েল-রাজ আহাজের কারণে প্রভু যুদাকে নত করেছিলেন, যেহেতু আহাজ যুদায় নৈতিক উচ্ছৃঙ্খলতায় প্ররোচনা
দিয়েছিলেন ও প্রভুর প্রতি খুবই অবিশ্বস্ত হয়েছিলেন।
২০ আসিরিয়া-রাজ তিগ্লাৎ-পিলেজারও আহাজের কাছে এলেন বটে, কিন্তু তাঁকে সাহায্য না করে বরং অত্যাচারই
করলেন। ২১ আহাজ প্রভুর গৃহের, রাজপ্রাসাদের ও প্রধান লোকদের যত ধন কেড়ে নিয়ে আসিরিয়া-রাজকে দিলেও
তাতে তাঁর কিছুই সাহায্য হল না। ২২ অবরোধের সময়েও এই আহাজ রাজা প্রভুর প্রতি অবিশ্বস্ততা দেখাতে
থাকলেন। ২৩ হ্যাঁ, দামাস্কাসের যে দেবতারা তাঁকে পরাজিত করেছিল, তিনি তাদের উদ্দেশে বলি উৎসর্গ করলেন,
ভাবছিলেন, 'আরামীয় রাজাদের দেবতারা তাঁদের ভক্তদের সাহায্য করেন, তাই আমি তাঁদেরই উদ্দেশে বলি উৎসর্গ
করব আর তাঁরা আমাকেও সাহায্য করবেন।' প্রকৃতপক্ষে সেই দেবতারাই তাঁর ও গোটা ইস্রায়েলের সর্বনাশের কারণ
হল। ২৪ তখন আহাজ পরমেশ্বরের গৃহের সেই পাত্রগুলো সংগ্রহ করে তা টুকরো টুকরো করলেন, প্রভুর গৃহের
দরজাগুলো বন্ধ করে দিলেন এবং যেরুসালেমের কোণে কোণে নিজের ইচ্ছামত যত যজ্ঞবেদি নির্মাণ করালেন।
২৫ অন্য দেবতাদের উদ্দেশে ধূপ জ্বালাবার জন্য তিনি যুদার প্রতিটি শহরে উচ্চস্থান ব্যবস্থা করলেন, আর এইভাবে
তাঁর পিতৃপুরুষদের পরমেশ্বর প্রভুকে ক্ষুব্ধ করে তুললেন।
২৬ তাঁর বাকি যত কর্মকীর্তি ও তাঁর যত আচার-ব্যবহার—প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত তাঁর যত কর্মকীর্তি—দেখ,
যুদা ও ইস্রায়েল-রাজাদের ইতিহাস-পুস্তকে লিপিবদ্ধ রয়েছে। ২৭ পরে আহাজ তাঁর পিতৃপুরুষদের সঙ্গে নিদ্রা
গেলেন; তাঁকে নগরীতে, অর্থাৎ যেরুসালেমে সমাধি দেওয়া হল, কিন্তু ইস্রায়েল-রাজাদের সমাধিমন্দিরে তাঁকে
নেওয়া হল না। তাঁর সন্তান হেজেকিয়া তাঁর পদে রাজা হলেন।

হেজেকিয়ার রাজ্য

২৯ হেজেকিয়া পঁচিশ বছর বয়সে রাজ্যভার গ্রহণ করে যেরুসালেমে উনত্রিশ বছর রাজত্ব করেন; তাঁর মাতার নাম
আবিয়া, তিনি জাখারিয়ার কন্যা। ২ তিনি তাঁর পিতৃপুরুষ দাউদের সমস্ত কাজ অনুসারে প্রভুর দৃষ্টিতে যা ন্যায় তেমন
কাজই করলেন।
৩ তিনি তাঁর রাজত্বকালের প্রথম বছরের প্রথম মাসে প্রভুর গৃহের দরজাগুলো খুলে দিলেন ও সেগুলো সংস্কার
করালেন। ৪ তিনি যাজক ও লেবীয়দের আনিয়ে পুবদিকের চত্বরে সম্মিলিত করে বললেন, ৫ 'হে লেবীয়েরা, আমার
কথা শোন: তোমরা এখন নিজেদের পবিত্রিত কর, পরে তোমাদের পিতৃপুরুষদের পরমেশ্বর প্রভুর গৃহ পবিত্রিত
কর, এবং পবিত্রধাম থেকে অশুচিতা দূর করে দাও। ৬ কেননা আমাদের পিতৃপুরুষেরা অবিশ্বস্ত হয়েছেন ও আমাদের
পরমেশ্বর প্রভুর দৃষ্টিতে যা অন্যায় তেমন কাজই করেছেন; হ্যাঁ, তাঁকে ত্যাগ করেছেন ও প্রভুর আবাসের প্রতি
পরাঙ্মুখ হয়ে তাঁর দিকে পিঠ ফিরিয়েছেন। ৭ তাঁরা বারান্দার দরজাগুলোও বন্ধ করে দিয়েছেন, প্রদীপগুলো নিভিয়ে
দিয়েছেন, এবং পবিত্রধামে ইস্রায়েলের পরমেশ্বরের উদ্দেশে আর ধূপ জ্বালাননি, আহুতিও দেননি। ৮ এজন্য যুদা ও
যেরুসালেমের উপরে প্রভুর ক্রোধ নেমে পড়ল। তাই তোমরা নিজেদের চোখেই দেখছ যে, তিনি তাদের সন্ত্রাস,
বিস্ময় ও তাচ্ছিল্যের বস্তু করেছেন। ৯ এখন দেখ, আমাদের পিতারা খড়্গের আঘাতে মারা পড়লেন, আমাদের
ছেলেরা, আমাদের মেয়েরা, আমাদের বধূরা এই কারণেই বন্দি হয়ে রয়েছে। ১০ তাই আমাদের কাছ থেকে তাঁর জ্বলন্ত
ক্রোধ যেন ফিরে চলে যায়, সেই উদ্দেশ্যে আমি মনস্থ করেছি, আমরা ইস্রায়েলের পরমেশ্বর প্রভুর সঙ্গে সন্ধি স্থাপন
করব। ১১ বৎস আমার, তোমরা এখন শিথিল হয়ো না, কেননা তোমরা যেন প্রভুর সামনে দাঁড়িয়ে তাঁর সেবা কর ও
তাঁর সেবক ও ধূপদাহক হও, এইজন্য তিনি তোমাদের বেছে নিয়েছেন।'
১২ তখন লেবীয়েরা উঠল—কেহাতীয়দের সন্তানদের মধ্যে আমাসাইয়ের সন্তান মাহাৎ ও আজারিয়ার সন্তান
যোয়েল, মেরারি-সন্তানদের মধ্যে আব্দির সন্তান কীশ ও যেহাল্লেলেলের সন্তান আজারিয়া, গের্শোনীয়দের মধ্যে
জিম্মার সন্তান যোয়াহ্‌ ও যোয়াহ্‌র সন্তান এদেন, ১৩ এলিসাফান-সন্তানদের মধ্যে সিম্রি ও যেইয়েল,
আসাফ-সন্তানদের মধ্যে জাখারিয়া ও মাত্তানিয়া, ১৪ হেমান-সন্তানদের মধ্যে যেহিয়েল ও শিমেই, ইদুথুন-সন্তানদের
মধ্যে শেমাইয়া ও উজ্জিয়েল। ১৫ এই সকল লোক তাদের ভাইদের একত্রে সম্মিলিত করে নিজেদের পবিত্রিত করল;
পরে প্রভুর বাণী ও রাজার আজ্ঞা অনুসারে প্রভুর গৃহ শুচীকৃত করতে এল। ১৬ যাজকেরা প্রভুর গৃহ শুচীকৃত করার
জন্য তার ভিতরে গিয়ে, প্রভুর মন্দিরের মধ্যে যত অশুচিতা পেল, সেই সব বের করে প্রভুর গৃহের প্রাঙ্গণে এনে
ফেলল, এবং লেবীয়েরা তা কুড়িয়ে নিয়ে বাইরে কেদ্রোন উপত্যকায় নিয়ে গেল। ১৭ তারা প্রথম মাসের প্রথম দিনে
পবিত্রীকরণ কাজ আরম্ভ করে মাসের অষ্টম দিনে প্রভুর বারান্দায় এসে পৌঁছল; তাতে আট দিনের মধ্যেই প্রভুর গৃহ
পবিত্রিত করল, এবং প্রথম মাসের ষোড়শ দিনে সব কাজ সমাধা করল।
১৮ পরে তারা রাজপ্রাসাদে হেজেকিয়া রাজাকে গিয়ে বলল, 'আমরা প্রভুর সমস্ত গৃহ এবং আহুতি-বেদি ও তার
পাত্রগুলো, ভোগ-রুটির মেজ ও তার পাত্রগুলো শুচীকৃত করেছি। ১৯ আহাজ রাজা তাঁর রাজত্বকালে অবিশ্বস্ততা
দেখিয়ে যে সকল পাত্র সরিয়ে দিয়েছিলেন, সেইসব কিছু পুনঃসংস্কার করে আমরা তা শুচীকৃত করেছি। দেখুন, সেই
সমস্ত কিছু প্রভুর যজ্ঞবেদির সামনে রয়েছে।'
২০ হেজেকিয়া রাজা সঙ্গে সঙ্গে উঠে নগরপালদের একত্রে সম্মিলিত করে প্রভুর গৃহে গেলেন। ২১ তাঁরা রাজ্য,
পবিত্রধাম ও যুদার জন্য পাপার্থে বলিরূপে সাতটা বৃষ, সাতটা ভেড়া, সাতটা মেষশাবক ও সাতটা ছাগ আনলেন।

রাজা প্রভুর যজ্ঞবেদির উপরে আহুতি দিতে আরোন-বংশীয় যাজকদের আজ্ঞা দিলেন। ২২ বৃষগুলো জবাই করা হলে
যাজকেরা সেগুলোর রক্ত নিয়ে বেদির উপরে তা ছিটিয়ে দিল; পরে ভেড়াগুলো জবাই করা হলে তাদের রক্ত বেদির
উপরে ছিটিয়ে দিল, এবং মেষশাবকদের জবাই করা হলে তাদের রক্ত বেদির উপরে ছিটিয়ে দিল। ২৩ পরে পাপার্থে
বলি সেই ছাগগুলো রাজার ও জনসমাবেশের সামনে আনা হলে সকলে সেগুলোর উপরে হাত বাড়াল। ২৪ যাজকেরা
সেগুলোকে জবাই করে গোটা ইস্রায়েলের পক্ষে প্রায়শ্চিত্ত-রীতি পালন করার জন্য তাদের রক্ত দিয়ে বেদির উপরে
পাপার্থে বলি উৎসর্গ করল, কেননা রাজার আদেশে গোটা ইস্রায়েলের জন্যই সেই আহুতি ও পাপার্থে বলিদান করতে
হল।

২৫ দাউদ, রাজার দৈবদ্রষ্টা গাদ ও নাথান নবীর আজ্ঞা অনুসারে রাজা খঞ্জনি, সেতার ও বীণাধারী লেবীয়দের
জন্য প্রভুর গৃহে স্থান নির্ধারণ করলেন, যেহেতু প্রভু তাঁর নবীদের মধ্য দিয়েই এই আজ্ঞা দিয়েছিলেন। ২৬ লেবীয়েরা
দাউদের বাদ্যযন্ত্র হাতে করে ও যাজকেরা তুরি হাতে করে দাঁড়ালেই ২৭ হেজেকিয়া আহুতিবলি বেদিতে আনাতে
হুকুম দিলেন, আর আহুতিক্রিয়া আরম্ভ হলেই প্রভুর গানও আরম্ভ হল এবং তুরি ও ইস্রায়েল-রাজ দাউদের বাদ্যযন্ত্র
বেজে উঠল। ২৮ আহুতি শেষ না হওয়া পর্যন্ত গোটা জনসমাবেশ প্রণিপাত করে থাকল, গায়কেরা গান করতে থাকল
ও তুরিবাদকেরা তুরি বাজাতে থাকল। ২৯ আহুতি একবার শেষ হলে রাজা আর উপস্থিত সকলে হেঁট হয়ে প্রণিপাত
করলেন। ৩০ পরে হেজেকিয়া রাজা ও জননেতারা দাউদের ও আসাফ দৈবদ্রষ্টার বাণীতেই প্রভুর উদ্দেশে প্রশংসাগান
করতে লেবীয়দের আজ্ঞা দিলেন। আর তারা সানন্দে প্রশংসাগান গাইল, পরে মাথা নত করে প্রণিপাত করল।
৩১ তখন হেজেকিয়া ঘোষণা করলেন, 'এখন তোমরা সম্পূর্ণরূপেই প্রভুর উদ্দেশে উৎসর্গীকৃত, সেজন্য এগিয়ে এসো,
প্রভুর গৃহে বলি ও স্তুতি-নৈবেদ্য আন।' তখন জনসমাবেশ বলি ও স্তুতি-নৈবেদ্য আনল এবং যাদের হৃদয় ইচ্ছুক
ছিল, তারা আহুতিবলি আনল। ৩২ আহুতির জন্য জনসমাবেশ যে সকল বলি আনল, তার সংখ্যা এই: সত্তরটা বৃষ,
একশ'টা ভেড়া ও দু'শোটা মেষশাবক, এই সকল পশু প্রভুর উদ্দেশে নিবেদিত আহুতিবলি। ৩৩ পবিত্রীকৃত উপহারের
সংখ্যা ছিল ছ'শোটা বৃষ ও তিন হাজার মেষ। ৩৪ কিন্তু যাজকেরা সংখ্যায় অতি অল্প হওয়ায় আহুতির জন্য সেই সকল
পশুর চামড়া খুলতে পারছিল না, তাই যে পর্যন্ত সেই কাজ শেষ না হয় ও যাজকেরা নিজেদের পবিত্রিত না করে,
সেপর্যন্ত তাদের লেবীয় ভাইয়েরা তাদের সাহায্য করল; কেননা নিজেদের পবিত্রীকরণে যাজকদের চেয়ে লেবীয়েরাই
বেশি তৎপর হয়েছিল। ৩৫ মিলন-যজ্ঞ-বলিগুলোর চর্বি ও আহুতিবলিগুলো-সংক্রান্ত পানীয়-নৈবেদ্য সহ প্রাচুর্যময়
একটা আহুতিও দেওয়া হল। এইভাবে প্রভুর গৃহের উপাসনা-কর্ম পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হল। ৩৬ পরমেশ্বর জনগণের জন্য
এমন সুব্যবস্থা করেছেন, এতে হেজেকিয়া ও গোটা জনগণ আনন্দিত হলেন; কেননা সেই সব কিছু অকস্মাৎ করা
হয়েছিল।

৩০ ইস্রায়েলের পরমেশ্বর প্রভুর উদ্দেশে পাস্কা পালন করতে সকলকে যেরুসালেমে প্রভুর গৃহে সমবেত করার জন্য
হেজেকিয়া ইস্রায়েলের ও যুদার সর্বত্রই দূত পাঠালেন, এবং এফ্রাইম ও মানাসেকেও পত্র লিখলেন। ২ আসলে রাজা,
তাঁর প্রধানেরা ও যেরুসালেমের গোটা জনসমাবেশ বছরের দ্বিতীয় মাসেই পাস্কা পালন করতে স্থির করেছিলেন,
৩ কারণ প্রয়োজনের চেয়ে অল্পসংখ্যক যাজক পবিত্রীকৃত হয়েছিল ব'লে এবং যেরুসালেমে লোকেরা সমাগত হয়নি
ব'লে তা ঠিক সময়ে পালন করা তাঁদের পক্ষে অসাধ্য হয়েছিল। ৪ তেমন প্রস্তাবে রাজা ও সমস্ত জনসমাবেশ প্রীত
হয়েছিলেন। ৫ সুতরাং, যেহেতু অনেকে আদিষ্ট বিধি-নিয়ম পালন করেনি, সেজন্য তারা বের্‌শেবা থেকে দান পর্যন্ত
ইস্রায়েলের সর্বত্রই ঘোষণা করবে বলে স্থির করেছিল, যেন লোকেরা যেরুসালেমে এসে ইস্রায়েলের পরমেশ্বর প্রভুর
উদ্দেশে পাস্কা পালন করে। ৬ তাই রাজার আজ্ঞায় পত্রবাহকেরা রাজার ও তাঁর প্রধানদের পক্ষ থেকে পত্র নিয়ে
ইস্রায়েল ও যুদার সব জায়গায় গিয়ে এই কথা বলল, 'ইস্রায়েল সন্তান, তোমরা আব্রাহাম, ইসায়াক ও ইস্রায়েলের
পরমেশ্বর প্রভুর কাছে ফের; তবে তোমাদের মধ্যে যারা আসিরিয়ার রাজাদের হাত থেকে রক্ষা পেয়েছে, তিনি
তাদের কাছে ফিরবেন। ৭ তোমরা তোমাদের পিতৃপুরুষদের ও ভাইদের মত হয়ো না! তোমরা তো দেখতে পাচ্ছ,
তারা তাদের পিতৃপুরুষদের পরমেশ্বর প্রভুর প্রতি অবিশ্বস্ত হওয়ায় তিনি তাদের চরম দুর্দশায় তুলে দিয়েছেন।
৮ এখন তোমরা তোমাদের পিতৃপুরুষদের মত শক্তগ্রীব হয়ো না; প্রভুকে হাত দাও, তিনি চিরকালের জন্য যে স্থান
পবিত্রীকৃত করেছেন, সেই পবিত্রধামে এসো; তোমাদের পরমেশ্বর প্রভুর সেবা কর, তবেই তাঁর প্রচন্ড ক্রোধ
তোমাদের কাছ থেকে সরে যাবে। ৯ কেননা তোমরা যদি প্রভুর কাছে ফের, তবে যাদের দ্বারা তোমাদের ভাইদের ও
ছেলেদের বন্দি করে নিয়ে যাওয়া হয়েছে, তাদের কাছে তারা মমতার পাত্র হবে; হ্যাঁ, তারা এই দেশে ফিরবে, কারণ
তোমাদের পরমেশ্বর প্রভু দয়াবান ও স্নেহশীল; তোমরা তাঁর কাছে ফিরলে তিনি তোমাদের কাছ থেকে আপন শ্রীমুখ
ফেরাবেন না।'

১০ পত্রবাহকেরা এফ্রাইম ও মানাসে অঞ্চলের শহরে শহরে ও জাবুলোন পর্যন্ত গেল; কিন্তু লোকেরা তাদের
পরিহাস ও বিদ্রূপ করল! ১১ কেবল আসের, মানাসে ও জাবুলোনের কয়েকজন লোক নিজেদের নত করে
যেরুসালেমে এল। ১২ কিন্তু যুদায় পরমেশ্বরের হাত প্রকাশিত হল: তিনি তাদের অন্তরে এমন প্রেরণা জাগালেন, যেন
তারা একমন হয়ে প্রভুর বাণী অনুসারে রাজা ও প্রধানদের আজ্ঞা পালন করে।

১৩ বছরের দ্বিতীয় মাসে খামিরবিহীন রুটির উৎসব পালন করার জন্য বিপুল জনতা যেরুসালেমে সম্মিলিত হল;
সত্যিই বিরাট একটা জনসমাবেশ। ১৪ তারা কাজে নামল: যেরুসালেমে যত যজ্ঞবেদি ছিল, তারা সেগুলোকে দূর

করে দিল; ধূপ-বেদিগুলোও দূর করে কেদ্রোন উপত্যকায় ফেলে দিল। ১৫ তারা দ্বিতীয় মাসের চতুর্দশ দিনে
পাস্কাবলিগুলো জবাই করল; যাজকেরা ও লেবীয়েরা লজ্জিত হয়ে নিজেদের পবিত্রিত করল, এবং প্রভুর গৃহে
আহুতিবলি আনল। ১৬ তারা পরমেশ্বরের লোক মোশীর বিধান অনুসারে তাদের আপন আপন নির্ধারিত স্থানে
দাঁড়াল; যাজকেরা লেবীয়দের হাত থেকে রক্ত নিয়ে তা ছিটিয়ে দিত। ১৭ যারা নিজেদের পবিত্রিত করেনি, যেহেতু
জনসমাবেশের মধ্যে এমন অনেক লোক ছিল, সেজন্য প্রভুর উদ্দেশে পাস্কাবলি পবিত্রীকৃত করার জন্য যাদের উপযুক্ত
শুচিতা ছিল না, তাদের জন্য লেবীয়েরাই সেই সমস্ত পাস্কাবলি জবাই কাজে নিযুক্ত হল। ১৮ বস্তুত বেশির ভাগ
লোকেরা, আর তাদের মধ্যে এফ্রাইম, মানাসে, ইসাখার ও জাবুলোন থেকে আসা বহু লোক নিজেদের পরিশুদ্ধ
করেনি, যেহেতু লিখিত বিধির বিপরীতে পাস্কাভোজে বসল। কিন্তু হেজেকিয়া তাদের জন্য এই বলে প্রার্থনা করলেন,
'প্রভু মঙ্গলময়! ১৯ তাই পবিত্রধামের বিধি অনুসারে শুচি না হলেও যে কেউ পরমেশ্বরের অন্বেষণে, তার
পিতৃপুরুষদের পরমেশ্বর প্রভুর অন্বেষণ করার জন্য নিজের হৃদয় দৃঢ়প্রতিষ্ঠিত করেছে, তিনি তাকে ক্ষমা করুন।'
২০ প্রভু হেজেকিয়ার কথায় কান দিয়ে লোকদের রেহাই দিলেন।

২১ এইভাবে যেরুসালেমে উপস্থিত ইস্রায়েল সন্তানেরা সাত দিন ধরে মহানন্দের মধ্যে খামিরবিহীন রুটির উৎসব
পালন করল, এবং লেবীয়েরা ও যাজকেরা প্রতিদিন প্রভুর উদ্দেশে নানা বাদ্যযন্ত্র বাজিয়ে প্রভুর প্রশংসাগান করত।
২২ হেজেকিয়া সেই সকল লেবীয়কে হৃদয়গ্রাহী কথা বললেন, প্রভুর বিষয়ে যাদের গভীর চেতনা ছিল; সাত দিন ধরে
তারা পর্বীয় মহাভোজে অংশ নিল, মিলন-যজ্ঞবলি উৎসর্গ করল, ও তাদের পিতৃপুরুষদের পরমেশ্বর প্রভুর
প্রশংসাগান করল। ২৩ গোটা জনসমাবেশ আরও সাত দিন পালন করবে বলে মনস্থ করল; তাই সেই সাত দিনও
সানন্দে উদ্‌যাপন করল। ২৪ বস্তুত যুদা-রাজ হেজেকিয়া জনসমাবেশকে এক হাজার বৃষ ও সাত হাজার মেষ দান
করেছিলেন, জননেতারাও জনতাকে এক হাজার বৃষ ও দশ হাজার মেষ দান করেছিলেন; আর যাজকদের মধ্যে
অনেকে নিজেদের পবিত্রিত করল। ২৫ যুদার গোটা জনসমাবেশ, যাজকেরা, লেবীয়েরা ও ইস্রায়েল থেকে আসা সমস্ত
জনসমাজ আনন্দ করল, এবং ইস্রায়েল দেশ থেকে আসা ও যুদায় বাসিন্দা বিদেশী সকলেও আনন্দ করল।
২৬ যেরুসালেমে বড় আনন্দের সাড়া পড়ে গেল, কেননা ইস্রায়েল-রাজ দাউদের সন্তান সলোমনের সময় থেকে
যেরুসালেমে এই ধরনের কিছু কখনও হয়নি। ২৭ পরে লেবীয় যাজকেরা উঠে জনগণকে আশীর্বাদ করল; তাদের কণ্ঠ
শোনা গেল, ও তাদের প্রার্থনা তাঁর পবিত্র বাসস্থান সেই স্বর্গলোকে গিয়ে পৌঁছল।

৩১ সবকিছু শেষ হলে পর সেখানে উপস্থিত গোটা ইস্রায়েল যুদার শহরে শহরে গিয়ে যত স্মৃতিস্তম্ভ ভেঙে দিল, পবিত্র
দণ্ডগুলো ছিন্ন করল ও সমস্ত যুদা, বেঞ্জামিন, এফ্রাইম ও মানাসে অঞ্চলে উচ্চস্থানগুলো ও যজ্ঞবেদি সকল ভেঙে
একেবারে নিশ্চিহ্ন করল; পরে ইস্রায়েল সন্তানেরা প্রত্যেকে যে যার স্বত্বাধিকারে নিজ নিজ শহরে ফিরে গেল।

২ হেজেকিয়া আহুতি ও মিলন-যজ্ঞ সংক্রান্ত বলিদান, সেবাকর্ম ও প্রভুর শিবিরের দ্বারে দ্বারে স্তুতিগান ও
প্রশংসাগান করতে যাজকদের ও লেবীয়দের শ্রেণীভুক্ত ক'রে প্রত্যেককে নিজ নিজ সেবাকাজ অনুসারে নিযুক্ত
করলেন। ৩ প্রভুর বিধানে যেমন লেখা আছে, সেই অনুসারে রাজা প্রাতঃকালীন ও সন্ধ্যাকালীন আহুতির জন্য, এবং
সাব্বাৎ, অমাবস্যা ও উৎসব-সংক্রান্ত আহুতির জন্য রাজকীয় সম্পত্তি থেকে দেয় অংশ নিরূপণ করলেন। ৪ যাজকেরা
ও লেবীয়েরা যেন প্রভুর বিধানে নিবিষ্ট থাকতে পারে, এই উদ্দেশ্যে তিনি যেরুসালেমের লোকদের অনুরোধ
করলেন, যেন তারা যাজকদের ও লেবীয়দের প্রাপ্য অংশ তাদের দেয়। ৫ এই বাণী দেশ জুড়ে ছড়িয়ে পড়ামাত্র
ইস্রায়েল সন্তানেরা শস্য, আঙুররস, তেল ও মধু এবং ভূমির উৎপন্ন সমস্ত ফলের প্রথমাংশ প্রচুর পরিমাণে আনল;
সবকিছুরই দশমাংশ প্রচুর পরিমাণে আনল। ৬ ইস্রায়েল ও যুদার যে লোকেরা যুদার শহরগুলোতে বাস করত, তারাও
গবাদি পশুর ও মেষপালের দশমাংশ এবং তাদের পরমেশ্বর প্রভুর উদ্দেশে পবিত্রীকৃত উপহারের দশমাংশ এনে রাশি
রাশি করল। ৭ তৃতীয় মাসে তা রাশি করতে শুরু করে তারা সপ্তম মাসে শেষ করল। ৮ তখন হেজেকিয়া ও
জননেতারা এসে দ্রব্যরাশিগুলো দেখে প্রভুকে ও তাঁর আপন জনগণ ইস্রায়েলকে ধন্য বললেন। ৯ হেজেকিয়া সেই
সকল রাশির বিষয়ে যাজকদের ও লেবীয়দের জিজ্ঞাসা করলে ১০ সাদোকের কুলজাত আজারিয়া নামে প্রধান যাজক
তাঁকে এই উত্তর দিলেন, 'যেদিন থেকে জনগণ প্রভুর গৃহে উপহার আনতে শুরু করেছে, সেদিন থেকে আমরা তৃপ্তির
সঙ্গেই খেয়েছি, এমনকি আরও যথেষ্ট বেঁচে গেছে; প্রভু তাঁর আপন জনগণকে আশীর্বাদ করেছেন বিধায়ই এই
বিরাট দ্রব্যরাশি বেঁচে গেছে।' ১১ তখন হেজেকিয়া প্রভুর গৃহে কতগুলো কামরা প্রস্তুত করতে আজ্ঞা দিলেন, আর
তারা সেগুলো প্রস্তুত করার পর ১২ সেগুলোতে সেই সমস্ত উপহার, দশমাংশ ও পবিত্রীকৃত বস্তু সযত্নে রাখল;
এগুলোর উপরে লেবীয় কনানিয়া অধ্যক্ষ হলেন ও তাঁর ভাই শিমেই হলেন তাঁর সহকারী। ১৩ যেহিয়েল, আজাজিয়া,
নাহাৎ, আসাহেল, যেরিমোৎ, যোসাবাদ, এলিয়েল, ইস্মাখিয়া, মাহাৎ ও বেনাইয়া, এরা হেজেকিয়া রাজার ও
পরমেশ্বরের গৃহের অধ্যক্ষ আজারিয়ার আজ্ঞায় কনানিয়া ও তাঁর ভাই শিমেইয়ের অধীনে নিযুক্ত হল। ১৪ লেবীয় ইন্নার
সন্তান কোরে পুবদিকের দ্বারপাল ছিল, সে পরমেশ্বরের উদ্দেশে স্বেচ্ছাকৃত উপহারগুলো সম্বন্ধে ব্যবস্থা করতে নিযুক্ত
হল; সে প্রভুর প্রাপ্য অর্ঘ্য ও পরমপবিত্র বস্তুগুলো বিতরণ করত। ১৫ তার বিশ্বস্ত সহকারী ছিল এদেন, মিনিয়ামিন,
যেশুয়া, শেমাইয়া, আমারিয়া ও শেখানিয়া—এরা যাজকদের শহরে শহরে তাদের ভাইদের উঁচু-নিচু শ্রেণী অনুসারে
অংশ দেবার জন্য নিরূপিত কাজে নিযুক্ত হল। ১৬ উপরন্তু, তিন বছর ও তার বেশি বয়সের যত পুরুষলোক
বংশতালিকায় তালিকাভুক্ত ছিল, তাদের মধ্যেও তারা সেই সমস্ত কিছু বিতরণ করল, অর্থাৎ তাদেরই মধ্যে, যারা

নিজ নিজ শ্রেণী অনুযায়ী নিজ নিজ দায়িত্ব অনুসারে দৈনিক সেবাকর্ম সম্পাদনের জন্য প্রভুর গৃহে প্রবেশ করত।
১৭ যাজকদের বংশতালিকা তাদের নিজ নিজ পিতৃকুল অনুসারে লেখা হল, এবং কুড়ি বছর ও তার বেশি বয়সের
লেবীয়দের বংশতালিকা তাদের সেবাকাজ ও শ্রেণী অনুসারে লেখা হল। ১৮ এদের সঙ্গে এক একজনের সকল শিশু,
স্ত্রী ও ছেলেমেয়েও গোটা জনসমাজের বংশতালিকায় তালিকাভুক্ত হল, কেননা নিজেদের পবিত্রিত করতে তারা বিশ্বস্ত
ছিল। ১৯ আরোন-সন্তান যে যাজকেরা নিজ নিজ শহরের চারণভূমিতে বাস করত, তাদের প্রতিটি শহরে নিজ নিজ
নামে নির্দিষ্ট কয়েকটি লোক যাজকদের মধ্যে সকল পুরুষকে অংশ বিতরণ করত; লেবীয়দের মধ্যে বংশতালিকায়
তালিকাভুক্ত সকল লোককেও সেই নির্দিষ্ট লোকেরা অংশ দিত। ২০ হেজেকিয়া যুদার সকল স্থানে একই কাজ
করলেন; তাঁর পরমেশ্বর প্রভুর দৃষ্টিতে যা মঙ্গলময়, ন্যায় ও সত্য, তিনি তেমন কাজই করলেন। ২১ তিনি
পরমেশ্বরের গৃহের সেবাকর্ম, বিধান ও আজ্ঞা-সংক্রান্ত যে কোন কাজে হাত দিলেন, তাঁর পরমেশ্বরের অন্বেষণ করার
জন্যই তা করলেন, সমস্ত হৃদয় দিয়েই তা করলেন; এজন্য কৃতকার্য হলেন।

৩২ [হেজেকিয়ার] এই সমস্ত কাজ এবং বিশ্বস্ততাপূর্ণ আচরণের পর আসিরিয়া-রাজ সেন্নাখেরিব এগিয়ে এসে যুদা
জুড়ে ছড়িয়ে পড়লেন। তিনি প্রাচীরে ঘেরা নগরগুলোকে হস্তগত করবেন বলে মনস্থ করে সেগুলোকে অবরোধ
করলেন। ২ যখন হেজেকিয়া দেখলেন, সেন্নাখেরিব এগিয়ে আসছেন, যেরুসালেম আক্রমণ করার জন্যই
রণ-অভিযানে এগিয়ে আসছেন, ৩ তখন তিনি তাঁর অধিনায়কদের ও বীরপুরুষদের সঙ্গে শহরের বাইরে যত জলের
উৎস বন্ধ করার ব্যাপারে পরামর্শ করলেন। তাঁরা তাঁর প্রস্তাব সমর্থন করলেন। ৪ সুতরাং বহু লোক জড় হয়ে সমস্ত
উৎস ও দেশের মধ্য দিয়ে যে খরস্রোত বয়, তাও বন্ধ করল; তারা বলছিল, 'আসিরিয়ার রাজারা এসে কেন প্রচুর
জল পাবে?' ৫ আর তিনি কঠোর পরিশ্রম করে প্রাচীরের সমস্ত ভগ্নস্থান মেরামত করলেন ও তার উপরে দুর্গ
গাঁথলেন; পরে সেই প্রাচীরের বাইরে আর একটা প্রাচীর গাঁথলেন ও দাউদ-নগরীর মিল্লোটা দৃঢ় করলেন; তাছাড়া
তিনি প্রচুর অস্ত্রশস্ত্র ও ঢালও তৈরি করালেন। ৬ লোকদের উপরে তিনি নানা সেনাপতি নিযুক্ত করলেন; নগরদ্বারের
খোলা জায়গায় নিজের কাছে তাদের সমবেত করে এই হৃদয়গ্রাহী কথা বললেন, ৭ 'তোমরা বলবান হও ও সাহস
ধর! আসিরিয়া-রাজের সম্মুখীন হয়ে ও তাঁর সঙ্গী সমস্ত লোকারণ্যের সম্মুখীন হয়ে ভীত হয়ো না, নিরাশ হয়ো না,
কারণ তাঁর সহায়ের চেয়ে আমাদেরই সহায় মহান। ৮ হ্যাঁ, তাঁর সঙ্গে মানবীয় শক্তি আছে, কিন্তু আমাদের সাহায্য
করতে ও আমাদের পক্ষে সংগ্রাম করতে আমাদের পরমেশ্বর প্রভুই আমাদের সঙ্গে আছেন।' যুদা-রাজ হেজেকিয়ার
এই কথায় লোকেরা আশ্বাস পেল।

৯ পরে আসিরিয়া-রাজ সেন্নাখেরিব নিজে যেসময় তাঁর সমস্ত সেনাশক্তি নিয়ে লাখিশ অবরোধ করছিলেন, সেই
একই সময়ে যেরুসালেমে যুদা-রাজ হেজেকিয়ার কাছে তাঁর পরিষদদের মধ্য দিয়ে একথা বলে পাঠালেন:
১০ 'আসিরিয়া-রাজ সেন্নাখেরিব একথা বলছেন, তোমরা কিসের উপরে ভরসা রাখছ যে, অবরুদ্ধ যেরুসালেমে
রয়েছ? ১১ হেজেকিয়া কি তোমাদের ভোলাচ্ছে না? তার কথা শুনে তোমরা কি ক্ষুধায় ও পিপাসায় মরতে বাধ্য হবে
না? সে বলছে: আমাদের পরমেশ্বর প্রভু আসিরিয়া-রাজের হাত থেকে আমাদের উদ্ধার করবেন! ১২ এ কি সেই
হেজেকিয়া নয়, যে তাঁর যত উচ্চস্থান ও যজ্ঞবেদি দূর করে দিয়েছে এবং "তোমরা একটামাত্র যজ্ঞবেদির উদ্দেশে
প্রণিপাত করবে ও কেবল সেটার উপরে ধূপ জ্বালাবে" এই আজ্ঞা যুদাকে ও যেরুসালেমকে দিয়েছে? ১৩ আমি ও
আমার পিতৃপুরুষেরা আমরা অন্যান্য দেশের সমস্ত লোকদের প্রতি যা করেছি, তোমরা কি তা জান না? সেই সকল
দেশের জাতিগুলির দেবতারা কি কোন প্রকারে আমার হাত থেকে নিজ নিজ দেশ উদ্ধার করতে সমর্থ হয়েছে?
১৪ আমার পিতৃপুরুষেরা যে সকল জাতিকে বিনাশ-মানতের বস্তু করেছিলেন, তাদের সকল দেবতার মধ্যে কে তার
নিজের প্রজাদের আমার হাত থেকে উদ্ধার করতে পেরেছিল? তাই তোমাদের পরমেশ্বর যে আমার হাত থেকে
তোমাদের উদ্ধার করতে পারে, এ কি সম্ভব? ১৫ সুতরাং হেজেকিয়া যেন তোমাদের প্রবঞ্চনা না করে! যেন এইভাবে
তোমাদের না ভোলায়! তাকে বিশ্বাস কর না, কেননা আমার হাত থেকে ও আমার পিতৃপুরুষদের হাত থেকে তার
নিজের প্রজাদের উদ্ধার করতে কোন জাতির বা রাজ্যের কোন দেবতারই সাধ্য হয়নি! তাই তোমাদের পরমেশ্বরও
আমার হাত থেকে তোমাদের উদ্ধার করতে পারবে না!' ১৬ রাজার পরিষদেরা প্রভু পরমেশ্বরের ও তাঁর দাস
হেজেকিয়ার বিরুদ্ধে আরও কত না কথা বলল। ১৭ সেন্নাখেরিব ইস্রায়েলের পরমেশ্বর প্রভুকে টিট্‌কারি দেবার জন্য ও
তাঁর বিরুদ্ধে কটুবাক্য দেবার জন্য এই ধরনের পত্রও লিখলেন: 'অন্যান্য দেশের জাতিগুলির দেবতারা যেমন আমার
হাত থেকে তাদের নিজেদের প্রজাদের উদ্ধার করেনি, তেমনি হেজেকিয়ার পরমেশ্বরও তার নিজের প্রজাদের আমার
হাত থেকে উদ্ধার করতে পারবে না!' ১৮ যেরুসালেমের যে লোকেরা নগরপ্রাচীরের উপরে ছিল, তাদের ভয় দেখাবার
জন্য ও সন্ত্রাসিত করার জন্য সেই দূতেরা হিব্রু ভাষায় তাদের দিকে চিৎকার করতে লাগল: নগরী হস্তগত করাই
ছিল তাদের অভিপ্রায়। ১৯ তারা যেরুসালেমের পরমেশ্বরের বিষয়ে এমনভাবে কথা বলল, তিনি ঠিক যেন পৃথিবীর
জাতিগুলির সেই দেবতাদেরই মত, যা মানুষের হাতে তৈরী।

২০ তখন হেজেকিয়া রাজা ও আমোজের সন্তান ইসাইয়া নবী এবিষয়ে প্রার্থনা করলেন ও স্বর্গের কাছে হাহাকার
করলেন। ২১ আর প্রভু এক দূত প্রেরণ করলেন; তিনি আসিরিয়া-রাজের শিবিরের মধ্যে সমস্ত শক্তিশালী বীরযোদ্ধা,
অধিনায়ক ও সেনাপতিকে উচ্ছেদ করলেন; তখন সেন্নাখেরিব লজ্জাবোধ করে তাঁর নিজের দেশে ফিরে গেলেন।
গিয়ে তিনি তাঁর আপন দেবালয়ে প্রবেশ করলে তাঁর নিজ ঔরসজাত কয়েকটি সন্তান সেই স্থানে খড়্গের আঘাতে

তাঁকে হত্যা করল। ২২ এইভাবে প্রভু হেজেকিয়াকে ও যেরুসালেম-নিবাসীদের আসিরিয়া-রাজ সেন্নাখেরিবের হাত
থেকে ও অন্য সকলের হাত থেকে ত্রাণ করলেন। তিনি সবদিক থেকে তাদের যত্ন নিলেন। ২৩ তখন অনেক লোক
যেরুসালেমে প্রভুর উদ্দেশে নৈবেদ্য আনল এবং যুদা-রাজ হেজেকিয়ার কাছে বহুমূল্য জিনিস আনল; ফলে সেই
সময় থেকে তিনি সকল জাতির চোখে উন্নীত হলেন।
২৪ প্রায় সেসময়েই হেজেকিয়ার এমন অসুখ হল যে, তিনি মরণাপন্ন অবস্থায় পড়লেন। তিনি প্রভুর কাছে প্রার্থনা
করলেন আর প্রভু তাঁকে শুনে তাঁর জন্য অলৌকিক একটা চিহ্ন মঞ্জুর করলেন। ২৫ কিন্তু হেজেকিয়া যে উপকার
পেলেন, তার অনুরূপ কৃতজ্ঞতা দেখালেন না, কারণ তাঁর হৃদয় গর্বোদ্ধত হয়েছিল; তাই তাঁর উপরে এবং যুদা ও
যেরুসালেমের উপরে ঐশক্রোধ নেমে পড়ল। ২৬ তথাপি হেজেকিয়া নিজ হৃদয়ের গর্ব বিষয়ে সচেতন হয়ে নিজেকে
অবনমিত করলেন, তাঁর সঙ্গে যেরুসালেম-অধিবাসীরাও যোগ দিল, তাই হেজেকিয়া যতদিন বেঁচে থাকলেন,
ততদিন প্রভুর ক্রোধ তাদের উপরে নেমে পড়ল না।
২৭ হেজেকিয়া প্রচুর ধন ও গৌরবের অধিকারী ছিলেন; তিনি নিজের জন্য রুপোর, সোনার, মণিমুক্তার,
গন্ধদ্রব্যের, ঢালের ও সবধরনের মনোহর পাত্রের কোষ প্রস্তুত করালেন, ২৮ আবার শস্য, আঙুররস, ও তেলের জন্য
ভাণ্ডার, ও সবধরনের পশুর ঘর ও মেষপালের ঘেরি তৈরি করালেন। ২৯ নিজের জন্য তিনি নানা শহর নির্মাণ
করলেন; তাঁর গবাদি পশুর ও মেষ-ছাগের পাল প্রচুর ছিল, কারণ পরমেশ্বর তাঁকে অতি প্রচুর ধন মঞ্জুর করেছিলেন।
৩০ হেজেকিয়াই গিহোনের জলের উপরের মুখ বন্ধ করে সরল পথে দাউদ-নগরীর পশ্চিম পাশে সেই জল নামিয়ে
আনলেন। তাঁর সমস্ত কাজে হেজেকিয়া কৃতকার্য হলেন।
৩১ কিন্তু যখন বাবিলনের জননেতারা, তাঁর দেশে যে অসাধারণ ঘটনা ঘটেছিল, তার বিবরণ জিজ্ঞাসা করতে
পাঠালেন, তখন পরমেশ্বর তাঁকে যাচাই করার জন্য ও তাঁর হৃদয় সম্পূর্ণরূপে জানবার জন্য তাঁকে একা ফেলে
রাখলেন।
৩২ হেজেকিয়ার বাকি যত কর্মকীর্তি, তাঁর সমস্ত সাধুকাজের বিবরণ, দেখ, আমোজের সন্তান ইসাইয়া নবীর
দর্শন-পুস্তকে লিপিবদ্ধ রয়েছে, তা যুদা ও ইস্রায়েল-রাজাদের ইতিহাস-পুস্তকের একটা অংশ। ৩৩ পরে হেজেকিয়া
তাঁর পিতৃপুরুষদের সঙ্গে নিদ্রা গেলেন, তাঁকে দাউদ-সন্তানদের সমাধিস্থানের উপরের পথে সমাধি দেওয়া হল, তাঁর
মৃত্যুকালে সমস্ত যুদা ও যেরুসালেম-অধিবাসীরা তাঁকে সম্মান দেখাল। তাঁর সন্তান মানাসে তাঁর পদে রাজা হলেন।

মানাসের রাজ্য

৩৩ মানাসে বারো বছর বয়সে রাজ্যভার গ্রহণ করে যেরুসালেমে পঞ্চান্ন বছর রাজত্ব করেন। ২ প্রভুর দৃষ্টিতে যা
অন্যায়, তিনি তেমন কাজই করলেন। প্রভু ইস্রায়েল সন্তানদের সামনে থেকে যে জাতিগুলিকে দেশছাড়া করেছিলেন,
তিনি তাদের জঘন্য প্রথা অনুসারে ব্যবহার করলেন: ৩ হ্যাঁ, তাঁর পিতা হেজেকিয়া যে সমস্ত উচ্চস্থান ধ্বংস
করেছিলেন, তিনি সেগুলি পুনর্নির্মাণ করলেন; বায়াল-দেবদের উদ্দেশে যজ্ঞবেদি প্রতিষ্ঠা করলেন; পবিত্র দণ্ডগুলো
স্থাপন করলেন; আকাশের সমস্ত তারকা-বাহিনীর উদ্দেশে প্রণিপাত করলেন ও তাদের সেবা করলেন; ৪ প্রভু যে
গৃহের বিষয়ে বলেছিলেন, 'যেরুসালেমেই আমার নাম চিরকাল অধিষ্ঠান করবে,' প্রভুর সেই গৃহে নানা যজ্ঞবেদি
গাঁথলেন; ৫ তিনি প্রভুর গৃহের দুই প্রাঙ্গণে আকাশের সমস্ত তারকা-বাহিনীর উদ্দেশে নানা যজ্ঞবেদি গাঁথলেন;
৬ নিজের ছেলেদের বেন্-হিন্নোন-উপত্যকায় আগুনের মধ্য দিয়ে পার হতে বাধ্য করলেন; গণকতা, জাদুবিদ্যা ও
মায়াক্রিয়ায় অবলম্বন করলেন; ভূতের ওঝাদের ও গণকদের নিযুক্ত করলেন; প্রভুর দৃষ্টিতে যা অন্যায়, তিনি
বহুরূপেই তেমন কাজ করলেন, শেষে প্রভুকে ক্ষুব্ধ করে তুললেন; ৭ তিনি আশেরা-দেবীর একটা মূর্তি তৈরি করিয়ে
পরমেশ্বরের সেই গৃহেই দাঁড় করালেন, যা বিষয়ে পরমেশ্বর দাউদকে ও তাঁর সন্তান সলোমনকে একথা বলেছিলেন,
'আমি এই গৃহে ও ইস্রায়েলের সমস্ত গোষ্ঠীর মধ্য থেকে আমার বেছে নেওয়া নগরী এই যেরুসালেমে আমার নাম
চিরকালের মত অধিষ্ঠিত করব; ৮ আমি তাদের পিতৃপুরুষদের যে দেশভূমি দিয়েছি, সেই দেশভূমির বাইরে
ইস্রায়েলের পা আর চলতে দেব না; অবশ্য, আমি তাদের যে সমস্ত আজ্ঞা দিয়েছি, এবং আমার দাস মোশী তাদের
জন্য যে সমস্ত বিধান, বিধি ও নিয়মনীতি জারি করেছে, তারা যদি সযত্নে সেই অনুসারে চলে।' ৯ কিন্তু মানাসে
যুদাকে ও যেরুসালেম-অধিবাসীদের এমন পথভ্রষ্ট করলেন যে, প্রভু ইস্রায়েল সন্তানদের খাতিরে যে জাতিগুলোকে
নিশ্চিহ্ন করেছিলেন, ওরা তাদের চেয়েও বেশি দুর্ব্যবহার করল।
১০ প্রভু মানাসে ও তাঁর লোকদের কাছে কথা বললেন, কিন্তু তাঁরা কান দিলেন না; ১১ এজন্য প্রভু তাঁদের বিরুদ্ধে
আসিরিয়া-রাজের সেনাপতিদের আনলেন, আর তারা মানাসের নাকে বড়শি দিয়ে ও তাঁকে ব্রঞ্জের শেকলে বেঁধে
বাবিলনে নিয়ে গেল। ১২ তেমন সঙ্কটে পড়ে মানাসে তাঁর পরমেশ্বর প্রভুকে প্রশমিত করলেন ও তাঁর পিতৃপুরুষদের
পরমেশ্বরের সম্মুখে নিজেকে খুবই অবনমিত করলেন। ১৩ তিনি তাঁর কাছে তেমন প্রার্থনা করলে প্রভু বিগলিত হলেন,
তাই তাঁর মিনতি শুনে তাঁকে যেরুসালেমে তাঁর রাজ্যে ফিরিয়ে আনলেন। তখন মানাসে জেনে নিলেন যে, প্রভুই
পরমেশ্বর।
১৪ পরে তিনি দাউদ-নগরীর বাইরে গিহোনের পশ্চিমে উপত্যকার মধ্যে মৎস্যদ্বারের প্রবেশস্থান পর্যন্ত ও
ওফেলের চারদিকে প্রাচীর পুনর্নির্মাণ করলেন, তা খুবই উচ্চ করে গেঁথে তুললেন, এবং যুদার প্রাচীরে ঘেরা সমস্ত
নগরে সামরিক শাসকদের মোতায়েন রাখলেন। ১৫ তিনি প্রভুর গৃহ থেকে বিজাতীয় দেবতাদের দূর করলেন ও সেই

প্রতিমা নামিয়ে দিলেন, আর সেইসঙ্গে প্রভুর গৃহের পর্বতে ও যেরুসালেমে তাঁর নিজের নির্মাণ করা যত যজ্ঞবেদিও
উপড়িয়ে নগরীর বাইরে ফেলে দিলেন। ১৬ প্রভুর বেদি সারিয়ে তুলে তার উপরে নানা মিলন-যজ্ঞ ও স্তুতি-নৈবেদ্য
উৎসর্গ করলেন এবং যুদাকে ইস্রায়েলের পরমেশ্বর প্রভুর সেবা করতে আজ্ঞা দিলেন। ১৭ তবু লোকে তখনও
উচ্চস্থানগুলিতে বলি উৎসর্গ করত—কিন্তু কেবল তাদের পরমেশ্বর প্রভুর উদ্দেশেই তা করত।
১৮ মানাসের বাকি যত কর্মকীর্তি, পরমেশ্বরের কাছে তাঁর প্রার্থনা, এবং যে দৈবদ্রষ্টারা ইস্রায়েলের পরমেশ্বর
প্রভুর নামে তাঁর সঙ্গে কথা বললেন, তাঁদের বাণী, দেখ, ইস্রায়েল-রাজাদের কর্মকীর্তি-বিবরণীতে লিপিবদ্ধ রয়েছে।
১৯ তাঁর প্রার্থনা, কেমন করে সেই প্রার্থনা গ্রাহ্য হল, তাঁর সমস্ত পাপ ও অবিশ্বস্ততা, এবং নিজেকে অবনমিত করার
আগে তিনি যে যে স্থানে উচ্চস্থানগুলি নির্মাণ করেছিলেন ও পবিত্র দণ্ডগুলো ও খোদাই করা দেবমূর্তি বসিয়েছিলেন,
দেখ, এই সমস্ত কথা হোজাইয়ের গ্রন্থে লিপিবদ্ধ রয়েছে। ২০ পরে মানাসে তাঁর পিতৃপুরুষদের সঙ্গে নিদ্রা গেলেন,
তাঁকে তাঁর প্রাসাদে সমাধি দেওয়া হল, আর তাঁর সন্তান আমোন তাঁর পদে রাজা হলেন।

আমোনের রাজ্য

২১ আমোন বাইশ বছর বয়সে রাজ্যভার গ্রহণ করে যেরুসালেমে দু'বছর রাজত্ব করেন। ২২ তাঁর পিতা মানাসে
যেমন করেছিলেন, তিনিও তেমনি প্রভুর দৃষ্টিতে যা অন্যায় তেমন কাজই করলেন। হ্যাঁ, তাঁর পিতা মানাসে যে সকল
খোদাই করা দেবমূর্তি তৈরি করেছিলেন, আমোন তাদের উদ্দেশে বলি উৎসর্গ করলেন ও তাদের সেবা করলেন।
২৩ কিন্তু তাঁর পিতা মানাসে যেমন নিজেকে অবনমিত করেছিলেন, তিনি প্রভুর সাক্ষাতে নিজেকে তেমনি অবনমিত
করলেন না; বরং এই আমোন উত্তরোত্তর অপরাধ করে চললেন। ২৪ তাঁর অনুচারীরা তাঁর বিরুদ্ধে চক্রান্ত করল,
তারা তাঁকে তাঁর নিজেরই প্রাসাদে হত্যা করল। ২৫ কিন্তু দেশের লোকেরা, আমোন রাজার বিরুদ্ধে যারা চক্রান্ত
করেছিল, তাদের সকলকে মেরে ফেলল। দেশের লোকেরা নিজেরাই তাঁর সন্তান যোসিয়াকে তাঁর পদে রাজা করল।

যোসিয়ার রাজ্য

৩৪ যোসিয়া আট বছর বয়সে রাজ্যভার গ্রহণ করে যেরুসালেমে একত্রিশ বছর রাজত্ব করেন। ২ প্রভুর দৃষ্টিতে যা
ন্যায়, তিনি তেমন কাজই করলেন, ও তাঁর পিতৃপুরুষ দাউদের সমস্ত পথে চললেন, তার ডানে বা বামে তিনি
সরলেন না। ৩ তাঁর রাজত্বকালের অষ্টম বছরে তিনি অল্পবয়সী হয়েও তাঁর পিতৃপুরুষ দাউদের পরমেশ্বরের অন্বেষণ
করতে আরম্ভ করলেন, এবং তাঁর রাজত্বকালের দ্বাদশ বছরে তিনি উচ্চস্থানগুলি, পবিত্র দণ্ডগুলি, খোদাই করা
দেবমূর্তি ও ছাঁচে ঢালাই করা প্রতিমা থেকে যুদা ও যেরুসালেম শুদ্ধ করতে লাগলেন। ৪ বায়াল-দেবদের যত
যজ্ঞবেদি তাঁর চোখের সামনেই ভেঙে ফেলা হল, আর সেগুলোর উপরে যে যে সূর্যমূর্তি বসানো ছিল, সেগুলোকে
তিনি নিজেই গুঁড়ো করে দিলেন; পবিত্র দণ্ডগুলো এবং খোদাই করা বা ছাঁচে ঢালাই করা দেবমূর্তিগুলো ভেঙে
ধূলিসাৎ করলেন ও সেগুলোর ধুলা তাদেরই কবরের উপরে ছড়িয়ে দিলেন, যারা তাদের উদ্দেশে বলি উৎসর্গ
করেছিল। ৫ তাদের যাজকদের হাড় তিনি তাদের যজ্ঞবেদির উপরে পোড়ালেন, এইভাবে যুদা ও যেরুসালেম শুচীকৃত
করলেন। ৬ মানাসে, এফ্রাইম ও সিমেয়োনের শহরে শহরে এবং নেফ্‌তালি পর্যন্তই তাদের নিকটবর্তী স্থানগুলিতেও
সেইমত ব্যবহার করলেন। ৭ তিনি সমস্ত যজ্ঞবেদি ভেঙে ফেললেন, সকল পবিত্র দণ্ডগুলো ও খোদাই করা দেবমূর্তি
ধূলিসাৎ করলেন, ইস্রায়েল দেশের সব জায়গায় সমস্ত সূর্যমূর্তি নিশ্চিহ্ন করলেন; পরে যেরুসালেমে ফিরে গেলেন।
৮ তাঁর রাজত্বকালের অষ্টাদশ বছরে দেশ ও গৃহ শুচীকৃত করার পর তিনি তাঁর পরমেশ্বর প্রভুর গৃহ মেরামতের
কাজে আজালিয়ার সন্তান শাফান, মাসেইয়া নগরপাল ও যোইয়াহাজের সন্তান যোয়াহ্‌ ইতিহাসরচককে নিযুক্ত
করলেন। ৯ তাঁরা হিল্কিয়া মহাযাজকের কাছে এসে উপস্থিত হলেন এবং পরমেশ্বরের গৃহে আনা সেই সমস্ত টাকা তাঁর
হাতে তুলে দিলেন, যা দ্বারপাল লেবীয়েরা মানাসে, এফ্রাইম ও ইস্রায়েলের সমস্ত অবশিষ্টাংশের কাছ থেকে, সমস্ত
যুদা ও বেঞ্জামিনের কাছ থেকে, ও যেরুসালেম-অধিবাসীদের কাছ থেকে সংগ্রহ করেছিল। ১০ তাঁরা প্রভুর গৃহের
কাজে নিযুক্ত কর্মাধ্যক্ষদের হাতে তা তুলে দিলেন, আর তাঁরা তাদেরই হাতে তা তুলে দিলেন, যারা গৃহে সংস্কার ও
মেরামত কাজ করত। ১১ তাঁরা তা ছুতোর ও গাঁথকদের হাতেই তুলে দিলেন, তারা যেন, যুদা-রাজদের অবহেলার
ফলে গৃহের যত অংশ নষ্ট হয়েছিল, তা সংস্কার করার জন্য প্রয়োজনীয় খোদাই করা পাথর ও জোড়ের কাঠ কিনতে
পারে ও কড়িকাঠ প্রস্তুত করতে পারে। ১২ এই সকল লোকেরা বিশ্বস্ততার সঙ্গে কাজ করছিল; মেরারি-সন্তানদের
মধ্যে দু'জন লেবীয় অর্থাৎ যাহাৎ আর ওবাদিয়া, এবং কেহাৎ-সন্তানদের মধ্যে জাখারিয়া ও মেশুল্লাম তাদের
তত্ত্বাবধায়াক ছিল। বাদ্য বাদনে নিপুণ লেবীয়েরা ভারবাহকদের উপরে নিযুক্ত ছিল, ১৩ আবার সবধরনের কাজ করত
যারা, তাদের উপরেও নিযুক্ত ছিল; শেষে লেবীয়দের মধ্যে কেউ কেউ কর্মসচিব, অধ্যক্ষ ও দ্বারপাল ছিল।
১৪ যখন প্রভুর গৃহে আনা সেই সমস্ত টাকা বের করা হচ্ছিল, তখন হিল্কিয়া যাজক মোশীর মধ্য দিয়ে দেওয়া
প্রভুর বিধান-পুস্তক পেলেন। ১৫ তিনি শাফান কর্মসচিবকে বললেন, 'আমি প্রভুর গৃহে বিধান-পুস্তক পেয়েছি!' আর
হিল্কিয়া শাফানকে সেই পুস্তক দিলেন। ১৬ শাফান পুস্তকটা রাজার কাছে নিয়ে গেলেন; তাছাড়া রাজাকে একথা
জানালেন, 'আপনি যে কাজ করতে আদেশ করেছেন, আপনার দাসেরা তাই করছে; ১৭ তারা প্রভুর গৃহে পাওয়া
সমস্ত টাকা সংগ্রহ করে তত্ত্বাবধায়ক ও কর্মাধ্যক্ষদের হাতে তুলে দিয়েছে।' ১৮ পরে শাফান কর্মসচিব রাজাকে এই
কথা জানিয়ে দিলেন, 'হিল্কিয়া যাজক আমাকে একটা পুস্তক দিয়েছেন।' আর শাফান রাজার সাক্ষাতে তা পাঠ করে

শোনালেন। ১৯ বিধান-পুস্তকের বাণীগুলো শুনে রাজা নিজের পোশাক ছিঁড়ে ফেললেন। ২০ রাজা পরে হিল্কিয়া,
শাফানের সন্তান আহিকাম, মিখার সন্তান আব্দোন, শাফান কর্মসচিব ও আসাইয়া রাজমন্ত্রীকে এই আজ্ঞা দিলেন,
২১ 'শীঘ্রই যাও; এই যে পুস্তক পাওয়া গেছে, তার সমস্ত বাণী সম্বন্ধে তোমরা আমার হয়ে, জনগণের হয়ে, ও সমস্ত
যুদার হয়ে প্রভুর অভিমত অনুসন্ধান কর; কারণ আমাদের উপরে প্রভুর যে রোষ বর্ষিত হয়েছে, তা প্রচণ্ডই রোষ,
কারণ এই পুস্তকে আমাদের জন্য যা কিছু লেখা রয়েছে, সেইমত কাজ না করায় আমাদের পিতৃপুরুষেরা প্রভুর বাণী
পালন করেননি।'

২২ হিল্কিয়া ও রাজার নিযুক্ত সেই লোকেরা সবাই মিলে নারী-নবী হুল্‌দার কাছে গেলেন; তিনি ছিলেন বস্ত্রাগারের
অধ্যক্ষ হাস্রাহ্‌র পৌত্র তোখাতের সন্তান শাল্লুমের স্ত্রী; তিনি যেরুসালেমের নতুন বিভাগে বাস করতেন। তাঁরা তাঁর
কাছে সেই ধরনের কথা বললে পর ২৩ তিনি তাঁদের এই উত্তর দিলেন, 'ইস্রায়েলের পরমেশ্বর প্রভু একথা বলছেন:
যে তোমাদের আমার কাছে পাঠিয়েছে, তাকে এই উত্তর দাও, ২৪ প্রভু একথা বলছেন: দেখ, আমি এই স্থানের ও
এখানকার অধিবাসীদের উপরে অমঙ্গল ডেকে আনছি, যুদা-রাজের সাক্ষাতে যে পুস্তক পাঠ করা হয়েছে, সেই পুস্তকে
লেখা সমস্ত অভিশাপ বাস্তব রূপ লাভ করবেই। ২৫ কারণ তারা আমাকে পরিত্যাগ করেছে, এবং অন্য দেবতাদের
উদ্দেশে ধূপ জ্বালিয়ে তাদের নিজেদেরই হাতের কাজে আমাকে ক্ষুব্ধ করে তুলেছে; তাই এই স্থানের উপরে আমার
রোষ বর্ষিত হবে, তা থামবে না! ২৬ কিন্তু যুদার রাজা, যিনি প্রভুর অভিমত অনুসন্ধান করতে তোমাদের পাঠিয়েছেন,
তাঁকে একথা বল: ইস্রায়েলের পরমেশ্বর প্রভু একথা বলছেন, তুমি যে সকল কথা শুনেছ, ...। ২৭ এই স্থানের বিরুদ্ধে
ও তার অধিবাসীদের বিরুদ্ধে আমি যে সকল বাণী উচ্চারণ করেছি, তা শোনামাত্র যেহেতু তোমার হৃদয় কোমল
হয়েছে ও তুমি পরমেশ্বরের সামনে নিজেকে অবনমিত করেছ, এবং নিজের পোশাক ছিঁড়ে ফেলেছ ও আমার সামনে
চোখের জল ফেলেছ, সেজন্য আমিও তোমার কথা শুনলাম। প্রভুর উক্তি! ২৮ সুতরাং দেখ, আমি তোমার
পিতৃপুরুষদের সঙ্গে তোমাকে মিলিত করব; তোমাকে শান্তিতে তোমার সমাধিতে গ্রহণ করা হবে; এই স্থানের
উপরে ও এখানকার অধিবাসীদের উপরে আমি যে অমঙ্গল ডেকে আনছি, তোমার চোখ সেই সমস্ত কিছু দেখবে না।'
তাঁরা রাজাকে এই বাণী জানালেন।

২৯ তখন রাজা যুদা ও যেরুসালেমের সমস্ত প্রবীণদের ডাকিয়ে এনে সমবেত করলেন। ৩০ রাজা প্রভুর গৃহে
গেলেন, তাঁর সঙ্গে গেল যুদার সমস্ত লোক, যেরুসালেম-অধিবাসীরা, যাজকেরা, লেবীয়েরা ও উঁচু-নিচু সমস্ত শ্রেণীর
মানুষ। প্রভুর গৃহে পাওয়া সন্ধি-পুস্তকের সমস্ত কথা তিনি তাদের কর্ণগোচরে পাঠ করিয়ে শোনালেন। ৩১ মঞ্চের
উপরে দাঁড়িয়ে রাজা প্রভুর সামনে এই মর্মে একটা সন্ধি স্থির করলেন যে, তিনি প্রভুর অনুগামী হবেন; তিনি সমস্ত
হৃদয় দিয়ে ও সমস্ত প্রাণ দিয়ে তাঁর আজ্ঞা, বিধি ও নিয়মনীতি পালন করবেন, আর এইভাবেই সেই পুস্তকে লেখা
সন্ধির কথাসকল তিনি মেনে চলবেন। ৩২ যেরুসালেম ও বেঞ্জামিনের যত লোক উপস্থিত ছিল, সেই সকলকে তিনি
অঙ্গীকার করালেন। যেরুসালেমের অধিবাসীরা পরমেশ্বরের, তাদের পিতৃপুরুষদের পরমেশ্বরেরই সন্ধি অনুসারে
কাজ করতে লাগল। ৩৩ যোসিয়া ইস্রায়েল সন্তানদের সমস্ত স্বত্বাধিকার-এলাকা থেকে যত জঘন্য বস্তু দূর করলেন;
ইস্রায়েলের মধ্যে যত লোক ছিল, তাদের সকলকে তাদের পরমেশ্বর প্রভুর সেবা করতে বাধ্য করলেন। তিনি যতদিন
ছিলেন, ততদিন তারা তাদের পিতৃপুরুষদের পরমেশ্বর প্রভুর অনুসরণে কখনও ক্ষান্ত হয়নি।

৩৫ যোসিয়া যেরুসালেমে প্রভুর উদ্দেশে পাস্কা পালন করলেন। প্রথম মাসের চতুর্দশ দিনে পাস্কাবলিগুলো জবাই
হল। ২ রাজা যাজকদের তাদের নিরূপিত কাজে নিযুক্ত করলেন ও প্রভুর গৃহের সেবাকাজ করতে তাদের প্রেরণা
দিলেন। ৩ গোটা ইস্রায়েলের সদুপদেশক ও প্রভুর উদ্দেশে পবিত্রীকৃত মানুষ যে লেবীয়েরা, তাদের তিনি বললেন,
'ইস্রায়েল-রাজ দাউদের সন্তান সলোমন যে গৃহ গেঁথে তুলেছেন, তার মধ্যে পবিত্র মঞ্জুষা বসাও; তার ভার
তোমাদের কাঁধে আর থাকবে না; এখন তোমরা তোমাদের পরমেশ্বর প্রভুর ও তাঁর আপন জনগণ ইস্রায়েলের সেবা
করবে। ৪ নিজ নিজ পিতৃকুল অনুসারে ইস্রায়েল-রাজ দাউদের জারীকৃত বিধিমতে ও তাঁর সন্তান সলোমনের
জারীকৃত বিধিমতে নির্ধারিত নিজ নিজ শ্রেণী অনুসারে নিজেদের প্রস্তুত কর। ৫ তোমাদের ভাইদের অর্থাৎ জনগণের
পিতৃকুলগুলোর বিভাগ অনুসারে ও লেবীয়দের পিতৃকুলগুলোর বিভাগ অনুসারে পবিত্রস্থানে দাঁড়াও। ৬ পাস্কাবলি
জবাই কর, নিজেদের পবিত্রিত কর, ও মোশী দ্বারা উচ্চারিত প্রভুর বাণীমতে তোমাদের ভাইদের সমস্ত প্রয়োজনের
জন্য প্রস্তুত থাক।' ৭ যোসিয়া জনগণকে, সেখানে উপস্থিত সকলকেই, পাস্কাবলির জন্য পাল থেকে নেওয়া পশু,
অর্থাৎ মেষশাবক ও ছাগশিশু দিলেন—সেগুলো সংখ্যায় মোট ত্রিশ হাজার পশু; তাছাড়া তিন হাজার বৃষও দিলেন;
সবগুলোই রাজার সম্পত্তি থেকে নেওয়া পশু। ৮ তাঁর কর্মচারীরাও জনগণের, যাজকদের ও লেবীয়দের জন্য স্বেচ্ছাকৃত
নৈবেদ্য নিবেদন করলেন। হিল্কিয়া, জাখারিয়া ও যেহিয়েল, পরমেশ্বরের গৃহের এই অধ্যক্ষেরা পাস্কাবলির জন্য
যাজকদের দু'হাজার ছ'শোটা মেষশাবক ও তিনশ'টা বৃষ দিলেন। ৯ কনানিয়া ও তাঁর দুই ভাই শেমাইয়া ও নেথানেল,
এবং হাসাবিয়া, যেইয়েল ও যোসাবাদ, লেবীয়দের এই অধ্যক্ষেরা পাস্কাবলির জন্য লেবীয়দের পাঁচ হাজার মেষশাবক
ও পাঁচশ'টা বৃষ দিলেন। ১০ এইভাবে সেবাকাজের জন্য সবকিছু ব্যবস্থা করা হল; রাজার আজ্ঞা অনুসারে যাজকেরা
নিজ নিজ স্থানে ও লেবীয়েরা নিজ নিজ শ্রেণী অনুসারে দাঁড়াল। ১১ পরে পাস্কাবলিগুলোকে জবাই করা হল:
যাজকেরা রক্ত ছিটিয়ে দিত ও লেবীয়েরা পশুদের চামড়া খুলত। ১২ পিতৃকুলের বিভাগ অনুসারে জনগণ প্রভুর উদ্দেশে
আহুতিরূপে যা নিবেদন করার কথা, মোশীর পুস্তকে যেমন লেখা আছে, সেই অনুসারেই যেন জনগণ তা নিবেদন

করতে পারে, সেই উদ্দেশ্যে যাজকেরা সেই অংশ এক পাশে রাখত; বৃষদের বিষয়েও তাই করল। ১৩ তারা বিধিমতে
পাস্কাবলি আগুনে রান্না করল; আর বলির পবিত্রীকৃত অংশগুলো কড়াই, হাঁড়ি ও চাটুতে রান্না করে যত শীঘ্রই
জনগণের মধ্যে বিতরণ করল। ১৪ তারপর, তারা নিজেদের জন্য ও যাজকদের জন্য সবকিছু ব্যবস্থা করল, কেননা
আরোন-সন্তান যাজকেরা আহুতি দিতে ও চর্বি উৎসর্গ করতে রাত পর্যন্ত ব্যস্ত ছিল; এজন্য লেবীয়েরা নিজেদের জন্য
ও আরোন-সন্তান যাজকদের জন্য পাস্কাবলির ব্যবস্থা করল। ১৫ দাউদ, আসাফ, হেমান ও রাজ-দৈবদ্রষ্টা ইদুথুনের
আজ্ঞা অনুসারে আসাফ-সন্তান গায়কেরা নিজ নিজ স্থানে ছিল, দ্বারপালেরাও দ্বারে দ্বারে দাঁড়িয়ে ছিল; নিজ নিজ
সেবাকাজ ত্যাগ করতে পারত না বিধায় তাদের লেবীয় ভাইয়েরা তাদের জন্য পাস্কাবলির ব্যবস্থা করল। ১৬ এইভাবে
যোসিয়া রাজার আজ্ঞা অনুসারে পাস্কা পালনের জন্য ও প্রভুর যজ্ঞবেদির উপরে আহুতি দেবার জন্য সেইদিন প্রভুর
সমস্ত সেবাকাজ নির্ধারণ করা হল। ১৭ সেসময়ে উপস্থিত ইস্রায়েল সন্তানেরা পাস্কা পালন করল এবং সাত দিন ধরে
খামিরবিহীন রুটির উৎসব পালন করল। ১৮ সামুয়েল নবীর সময় থেকে ইস্রায়েলে তেমন পাস্কা কখনও পালন করা
হয়নি; যোসিয়া, যাজকেরা, লেবীয়েরা এবং সমস্ত যুদা ও ইস্রায়েলের উপস্থিত লোকেরা ও যেরুসালেম-অধিবাসীরা
যেমন পাস্কা পালন করল, ইস্রায়েলের কোন রাজা তেমন পাস্কা আগে কখনও পালন করেননি। ১৯ যোসিয়ার
রাজত্বকালের অষ্টাদশ বছরেই এই পাস্কা পালন করা হল।

২০ এই সমস্ত কিছুর পর, যোসিয়া মন্দির-সংস্কার করার পর, মিশর-রাজ নেখো কার্কেমিশে যুদ্ধ করতে গেলেন;
জায়গাটা ইউফ্রেটিস নদীর কাছে; যোসিয়া তাঁর বিরুদ্ধে রণ-অভিযানে নামলেন। ২১ কিন্তু নেখো দূত পাঠিয়ে
যোসিয়াকে বলে দিলেন, 'যুদা-রাজ, আমার ব্যাপারে মাথা ঘামাচ্ছ কেন? আমি তো আজ তোমাকে আক্রমণ করতে
আসছি না, আমার বিবাদ অন্য কুলেরই সঙ্গে। পরমেশ্বর আমাকে ব্যস্ত হতে বলেছেন; তাই যখন পরমেশ্বর আমার
সঙ্গে আছেন, তখন তুমি তাঁর বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ো না, পাছে তিনি তোমার সর্বনাশ ঘটান।' ২২ তবু যোসিয়া পিছটান
দিলেন না, বরং তাঁর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে দৃঢ়সঙ্কল্পবদ্ধ হয়ে তিনি, নেখোর বাণী পরমেশ্বরের মুখ থেকে আগত হলেও
তা শুনলেন না, এবং মেগিদ্দো সমতল ভূমিতে আক্রমণ চালালেন। ২৩ তীরন্দাজেরা যোসিয়া রাজাকে লক্ষ করে তীর
ছুড়ল; তখন রাজা তাঁর অধিনায়কদের বললেন, 'আমাকে সরিয়ে নিয়ে যাও, আমি দারুণ আঘাতে আহত হয়েছি।'
২৪ তাঁর অধিনায়কেরা তাঁকে সেই রথ থেকে তুলে অন্য একটা রথে উঠিয়ে যেরুসালেমে নিয়ে গেল, আর সেখানে
তাঁর মৃত্যু হল। তাঁকে তাঁর পিতৃপুরুষদের সমাধিমন্দিরে সমাধি দেওয়া হল। যুদার ও যেরুসালেমের সকলে
যোসিয়ার জন্য শোকপালন করল। ২৫ যেরেমিয়া যোসিয়াকে কেন্দ্র করে একটা বিলাপ-গীতি রচনা করলেন;
যোসিয়ার জন্য শোকপালনে সকল গায়ক ও গায়িকা আজও সেই বিলাপ-গীতি গায়; তা ইস্রায়েলে প্রথাই হয়ে
উঠেছে। সেই গীতিকা বিলাপগাথায় সঙ্কলিত রয়েছে।

২৬ যোসিয়ার বাকি যত কর্মকীর্তি, এবং প্রভুর বিধানের বিধিমতে তাঁর সাধিত সাধুকর্ম—২৭ প্রথম থেকে শেষ
পর্যন্ত তাঁর যত কর্মকীর্তি—দেখ, এই সমস্ত কথা ইস্রায়েল ও যুদা-রাজাদের ইতিহাস-পুস্তকে লিপিবদ্ধ রয়েছে।

যোসিয়ার পরবর্তীকালীন রাজারা ও বাবিলনে নির্বাসন

৩৬ তখন দেশের লোকেরা যোসিয়ার সন্তান যেহোয়াহাজকে নিয়ে তাঁর পিতার পদে যেরুসালেমে রাজা বলে ঘোষণা
করল। ২ যেহোয়াহাজ তেইশ বছর বয়সে রাজ্যভার গ্রহণ করে যেরুসালেমে তিন মাস রাজত্ব করেন। ৩ মিশর-রাজ
যেরুসালেমে তাঁকে পদচ্যুত করে দেশের উপর একশ' রুপোর বাট ও এক সোনার বাট হিসাবে কর ধার্য করলেন।
৪ মিশর-রাজ তাঁর ভাই এলিয়াকিমকে যুদা ও যেরুসালেমের রাজা করলেন, এবং তাঁর নাম পাল্টিয়ে যেহোইয়াকিম
রাখলেন। পরে নেখো তাঁর ভাই যেহোয়াহাজকে ধরে মিশরে নিয়ে গেলেন।

৫ যেহোইয়াকিম পঁচিশ বছর বয়সে রাজ্যভার গ্রহণ করে যেরুসালেমে এগারো বছর রাজত্ব করেন। তাঁর
পরমেশ্বর প্রভুর দৃষ্টিতে যা অন্যায়, তিনি তেমন কাজই করলেন। ৬ তাঁরই বিরুদ্ধে বাবিলন-রাজ নেবুকাদ্নেজার
রণ-অভিযান চালালেন, এবং তাঁকে ব্রঞ্জের শেকলে বেঁধে বাবিলনে নিয়ে গেলেন। ৭ নেবুকাদ্নেজার প্রভুর গৃহের
কতগুলো পাত্রগুলোও বাবিলনে নিয়ে গিয়ে বাবিলনে তাঁর নিজের প্রাসাদে রাখলেন। ৮ যেহোইয়াকিমের বাকি যত
কর্মকীর্তি, তিনি যে যে জঘন্য কাজ করলেন ও তার ফলে তাঁর কী ঘটল, দেখ, এই সমস্ত কথা ইস্রায়েল ও
যুদা-রাজাদের ইতিহাস-পুস্তকে লিপিবদ্ধ রয়েছে। তাঁর সন্তান যেহোইয়াকিন তাঁর পদে রাজা হলেন।

৯ যেহোইয়াকিন আট বছর বয়সে রাজ্যভার গ্রহণ করে যেরুসালেমে তিন মাস দশ দিন রাজত্ব করেন। প্রভুর
দৃষ্টিতে যা অন্যায়, তিনি তেমন কাজই করলেন। ১০ নববর্ষের শুরুতে নেবুকাদ্নেজার রাজা লোক পাঠিয়ে তাঁকে ও
প্রভুর গৃহের সবচেয়ে মূল্যবান পাত্রগুলোও বাবিলনে নিয়ে গেলেন, এবং তাঁর ভাই সেদেকিয়াকে যুদা ও
যেরুসালেমের রাজা করলেন।

১১ সেদেকিয়া একুশ বছর বয়সে রাজ্যভার গ্রহণ করে যেরুসালেমে এগারো বছর রাজত্ব করেন। ১২ তাঁর
পরমেশ্বর প্রভুর দৃষ্টিতে যা অন্যায়, তিনি তেমন কাজই করলেন; নবী যেরেমিয়া প্রভুর নামে তাঁর কাছে কথা
বললেন, কিন্তু তিনি তাঁর কাছে নত হলেন না। ১৩ নেবুকাদ্নেজার রাজা এঁকে পরমেশ্বরের দিব্যি দিয়ে শপথ
করিয়েছিলেন, কিন্তু ইনি তাঁর প্রতিও বিদ্রোহী হলেন। গ্রীবা শক্ত করে ও হৃদয় কঠিন করে ইনি ইস্রায়েলের পরমেশ্বর
প্রভুর কাছে ফিরতে অস্বীকার করলেন। ১৪ যুদার সমাজনেতারা, যাজকেরা সকলে ও জনগণ জাতিগুলোর সমস্ত
জঘন্য প্রথা অনুসরণ করে উত্তরোত্তর অবিশ্বস্ততা দেখাল এবং প্রভু যেরুসালেমে যে গৃহ নিজের উদ্দেশে পবিত্রীকৃত

করেছিলেন, তা কলুষিত করল। ১৫ তাদের পিতৃপুরুষদের পরমেশ্বর প্রভু তাদের কাছে বারে বারেই তাঁর দূতদের
প্রেরণ করলেন, কেননা তাঁর আপন জনগণের ও তাঁর আপন বাসস্থানের প্রতি তাঁর মমতা ছিল। ১৬ কিন্তু তারা
পরমেশ্বরের দূতদের ঠাট্টা করল, তাঁর বাণী অবজ্ঞা করল ও তাঁর নবীদের বিদ্রূপ করল, তাই শেষে তাঁর আপন
জনগণের উপরে প্রভুর রোষ শেষ মাত্রায় এসে পৌঁছল—তখন প্রতিকারের আর কোন উপায় রইল না! ১৭ তাই প্রভু
কাল্‌দীয়দের রাজাকে তাদের বিরুদ্ধে আনলেন, আর এই রাজা তাদের পবিত্রধামে খড়্গের আঘাতে যুবকদের বধ
করলেন—যুবক-যুবতী, বৃদ্ধ-জরাজীর্ণ, কাউকেই রেহাই দিলেন না; পরমেশ্বর সকলকেই তাঁর হাতে তুলে দিলেন।
১৮ সেই রাজা পরমেশ্বরের গৃহের ছোট বড় সমস্ত পাত্র, প্রভুর গৃহের যত ধনভাণ্ডার, এবং রাজার ও তাঁর
অধিনায়কদের ধনভাণ্ডার, সবই বাবিলনে নিয়ে গেলেন। ১৯ তাঁর লোকেরা পরমেশ্বরের গৃহ পুড়িয়ে দিল,
যেরুসালেমের প্রাচীর ভেঙে ফেলল, সেখানকার প্রাসাদগুলোতে আগুন ধরাল, ও সেখানকার সমস্ত মনোরম পাত্র
বিনাশ-মানতের বস্তু করল। ২০ খড়্গ থেকে যারা রেহাই পেয়েছিল, রাজা তাদের দেশছাড়া করে বাবিলনে নিয়ে
গেলেন, আর পারস্য-রাজ্য স্থাপিত না হওয়া পর্যন্ত তারা তাঁর নিজের ও তাঁর সন্তানদের দাস হয়ে থাকল।
২১ এইভাবে যেরেমিয়ার মুখ দিয়ে উচ্চারিত প্রভুর বাণী সিদ্ধি লাভ করল: *যতদিন দেশ তার বাকি সাব্বাৎগুলোর ঋণ
মিটিয়ে না দেয়, ততদিন, সত্তর বছর পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত, দেশ দুর্দশার সমস্ত কাল ধরে বিশ্রাম করবে।*

২২ পারস্য-রাজ সাইরাসের শাসনকালের প্রথম বছরে প্রভু, যেরেমিয়ার মুখ দিয়ে উচ্চারিত প্রভুর বাণী যেন
সিদ্ধিলাভ করে, সেজন্য পারস্য-রাজ সাইরাসের অন্তরে এমন প্রেরণা জাগালেন, যেন তিনি নিজের রাজ্যের সমস্ত
জায়গায় এই হুকুম—লিখিত ঘোষণাপত্রের মাধ্যমেও—প্রচার করিয়ে দেন: ২৩ 'পারস্য-রাজ সাইরাস একথা
বলছেন, স্বর্গেশ্বর প্রভু পৃথিবীর যত রাজ্য আমাকে মঞ্জুর করেছেন; তিনি আমাকে এমন ভার দিয়েছেন, যেন আমি
যুদায়, যেরুসালেমেই, তাঁর জন্য একটা গৃহ গেঁথে তুলি। ২৪ তোমাদের মধ্যে যে কেউ পরমেশ্বরের গোটা জনগণের
অঙ্গ, তার পরমেশ্বর তার সঙ্গে সঙ্গে থাকুন; সে রওনা দিক!'